# আমার দেখা লোক

এই বিচিত্র মায়া ভবরঙ্গ মঞ্চ মাঝে,
এ রঙ্গের যিনি নটবর যাকে যা সাজান সেই তা সাজে।

ইয়ং বিচিত্রা মহতীহি মায়া
বিভাতি নিত্যং ভবরঙ্গ-মঞ্চে।
যং সজ্জয়ত্যত্র নটো যথৈব
তথৈব সজ্জত্যনিশং সনূনং ॥

—মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি।

৺ মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

দ বঙ্গ্যাল পাব্লিশিং হাউস
প্রকাশক
শ্রীভাস্করদেব মুখোপাধ্যায়
৪৪নং মাণিকতলা স্ট্রীট
কলিকাতা।

মূল্য ২৲ দুই টাকা

প্রিন্টার
বুধোদয় প্রেস
৪৪নং মাণিকতলা স্ট্রীট কলিকাতা

# সূচীপত্র

# আমার দেখা লোক

## রো সাহেব এবং লালবিহারী দে

রো সাহেব হুগলী কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ক্লাসে কথাবার্ত্তায় দেখাইতে চাহিতেন যে কিছু বাঙ্গালা জানেন—"শশিমুখী" শব্দটাই অধিক ব্যবহৃত হইত। শুনিয়াছিলাম যে কৃষ্ণনগরে থাকার সময় সাহেব ধুতি পরিয়া সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বাহির হইতেন। সাহেব অনতিদীর্ঘকায় বলবান ব্যক্তি ছিলেন এবং ঘোড়ায় চড়িতে ভালবাসিতেন। একদিন বলিলেন, "দেখ, আমার ঘোড়া টমটমেও চলে, আবার আমিও উহাতে চড়ি। তোমরাও দু-পিঠে ঘোড়ার ন্যায় হইও।"

চন্দ্রমোহনের গাড়ী-ঘোড়া ছিল। সে এ কথায় মুখ ফুটিয়া উত্তর দিল ;—বলিল, "চড়িবার ঘোড়া টমটমে জুতিলে খারাপ হইয়া যায়,—ঊর্দ্ধশ্বাসে ভাল দৌড়িতে পারে না—হয় টক্কর খায় নয় ঢিমে চাল হয়।"

সাহেব বলিলেন, "যদি আমার ন্যায় উহার পিঠে অধিক চড় (রাইড) আর কম হাঁকাও (ড্রাইভ), তবে খারাপ হইবে কেন? গ্লাডষ্টোন অধিক সময়টা লেখাপড়ার কাজ করেন—কম সময় কাঠ কাঠেন, দুই কাজই ভাল করিতে পারেন। তোমাদেরও সেইরূপ হওয়া উচিত। পড়াশুনাও করিবে, শারীরিক পরিশ্রমের কার্য্যও করিবে।"

কথাটা ভাল লাগিয়াছিল। অনেককে বলিয়াছি, নিজের জীবনেও উহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়াছি। দু-পিঠে ঘোড়ার সহিত উপমা চন্দ্রমোহনের ন্যায় আমাদের সকলেরই অপছন্দ হইয়াছিল ; গ্লাডষ্টোনের সহিত তুলনা অবশ্য সকলেরই বেশ ভাল লাগিল!

সাহেবের ভিতর কতক ছেব্‌লামি, কতক দেশীয়-বিদ্বেষ, আবার কতকটা সরলতা ও মধুরতা ছিল। রো সাহেবের 'হিণ্টস্' পুস্তকে 'বাবু ইংলিশের' উপর বিদ্রূপ বড়ই অপ্রীতিকর হয়। সহপাঠী হরিদাস একদিন বলিল, "কতটা পরিশ্রমে বিদেশীয় ভাষা শিখিতেছি—ভুল সংশোধন করিয়া দাও—তাহার কারণ দেখাইয়া বল যে বাঙ্গালায় অনুবাদ করায় অভ্যাসবশতঃই এইরূপ ভুলগুলি অনেক বাঙ্গালীর ঘটিয়া যায়—এজন্য

উহাদের এগুলিতে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন। চলিতে শিখিবার সময় ছেলেরা সর্ব্বদা পড়িয়া যায়; হাত ধরিয়া চলানর পরিবর্ত্তে ঠাট্টা-হাসি বড়ই বিসদৃশ!"

আমাদের মধ্যেই একজন বলিয়াছিল—"ওহে! 'খোকা সাজিয়া' কৃপার ভিখারী হইয়া কাজ নাই। ইংরাজের ঘৃণায় এখন হইতে তাচ্ছিল্য করিতে অভ্যাস করিয়া লও। যেখানে "সহানুভূতি" নাই, সেখানে 'অভিমান' কেন? আমরা চীনা-বাজারের ইংরাজী বলিয়াও ত 'কাজ' চালাইতেছি।" আমি অমর-কোষের একটা গল্প জানিতাম, সেটা বলিয়া আমাদের ঘোরাল ইংরাজী লেখার চেষ্টার উপর ভীতি উৎপাদন করিলাম।

গল্পটা এই—একজন কবি-যশঃপ্রার্থী লিখিয়াছিল "ছোটে পিচনাদে বজ্র!" তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, "পিচ—কিহে?" লেখক উত্তর দিল, "ভাই, কথাটা তেমন প্রচলিত নয় বলিয়াই বুঝিতে পারিলে না; ঐ পর্য্যায়ের অপর সকল শব্দগুলিই সুপ্রচলিত—

তড়িৎ-সৌদামিনী-বিদ্যুৎ-চপলা-চঞ্চলা-'পিচ'। জাঁকাল-ভাবে শব্দ যোজনা করিয়া লিখিতে গেলেই ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটাও অধিক থাকে।"

যখন অপর অধ্যাপক ৺ লালবিহারী দে মহাশয় রো সাহেবের 'হিণ্টস্' মধ্যে ব্যাকরণের ভুল সম্বাদপত্রে দেখাইতে আরম্ভ করিলেন, তখন সেই সকল সংবাদপত্র আমরা আনন্দের সহিত

বলিলেন, "হাসি-তামাসা, গল্প-গুজব কমাইয়া পড়াশুনা করাই ভাল।"

চন্দ্রমোহনকে বলিলাম, "এটা" অবশ্য জ্ঞানের উপদেশ! এতে ত্রুটি ধরা চলিবে না।"

ক্লাসের ছুটির পর চন্দ্রমোহনের "মন পরিষ্কার" করার জন্য কলেজের ঘাটে উহাকে 'জলে' ধুইবার প্রস্তাব হইল। চন্দ্র-মোহনের দল হইয়া দু-একজন অপর সকলকে 'আগ' প্রবেশ করানর—ছেঁকা-পোড়া দিবার—প্রস্তাব করিল!

বিদ্রূপ জিনিসটী ঠিক জায়গায় প্রযুক্ত হইলে বড়ই উপ-কারী। ষাণ্মাসিক পরীক্ষায় মজহরলের উত্তরের কাগজে অনেকটা কালি পড়িয়া গিয়াছিল। সে কাগজটায় বেশী লেখা ছিল না। কাগজটা বদলাইয়া দেওয়া উচিত ছিল; আলস্য বশতঃ তাহা করে নাই। রো সাহেব সেইখানটায় একটা জানোয়ারের মূর্ত্তি আঁকিয়া দিয়াছিলেন! মজরলের রাগ হইল, কিন্তু সেই অবধি সে খুব সাবধানও হইল।

আমার একটা বর্ণাশুদ্ধি ছিল, কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে বর্ণাশুদ্ধি প্রকৃত পক্ষেই অমার্জ্জনীয়। সাহেব সেই খানটায় বাঙ্গালা অক্ষরে 'ছি!' লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। "যাকে বল্লে 'ছি', তার রৈল বাকী কি?" বাঙ্গালীর এই চলিত বাক্যটী—দোষের জন্য লোক-লজ্জার কথা—বড়ই সুস্পষ্টভাবে তখন মনে পড়িয়াছিল এবং সেই 'ছি' লেখাটীর স্মৃতি আমাকে অসাবধানতা হইতে বরাবরই রক্ষার সাহায্য করিয়াছে।

একদিন রো সাহেব বলিলেন, "রইস এবং রায়ত" পত্রে 'আই-শেম' ( চক্ষুলজ্জা ) কথার ব্যবহার করিয়াছে। কথাটী বেশ ; চক্ষে চক্ষে মিলাইয়া রূঢ়ভাবে কোন কথার প্রত্যাখ্যান করায় কখন কখন একটু কষ্ট হয় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ আমরা উহা কমই অনুভব করি ; এজন্য ঐ কথাটী ইংরাজীতে ছিল না।

এরূপ সরলতার জন্য সকলকেই রো সাহেবকে কতকটা ভালবাসিতে হইত।

রো সাহেব পরে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া ছিলেন। শুনিয়াছি, তখন পার্শিভাল সাহেবের সহিত উঁহার বিশেষ ঝগড়া হয়, কিন্তু সেজন্য ডিরেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক পার্শিভাল সাহেবের ঢাকায় বদলীর হুকুম হইলে তিনি নাকি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "যদি পার্শিভালের বদলী হয় তাহা হইলে প্রেসিডেন্সী কলেজকেও তথায় পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। পার্শিভাল গেলে ইহাতে থাকিবে কি ?"

এরূপ মহত্ত্বের কথাটা শুনিয়া বড়ই তৃপ্তি হইয়াছিল। ভাল লোকের নিকট পড়াশুনা করিয়াছিলাম ইহা ভাবিতেই সকলে চায়।



# ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি তখন মডেল স্কুলের ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার শ্রেণীতে পড়ি। এডুকেশন গেজেট আমাদের বাড়ীতে আসিবার ( ডিসেম্বর ১৮৬৮ ) কিছুদিন পরেই আমার মধ্যম ভগিনীপতি ৺ বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ( জষ্টিস্ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ) সহিত ৺ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের বাটিতে আসিয়াছিলেন। শুনিলাম, ইনি হাইকোর্টের উকিল এবং চিন্তা-তরঙ্গিনীর লেখক। স্কুলের এবং নিজেদের বাড়ীর বাংলা পুস্তক সেই বয়সে আমি অনেকই পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম ; সেই সঙ্গে চিন্তা-তরঙ্গিনীও পড়ি। প্রথম খানিকটা বেশ ভাল লাগিয়াছিল, তাহার পর—সম্ভবতঃ তখন বেশ বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই—ভাল লাগে নাই।

হেমবাবুর হতাশের আক্ষেপ এডুকেশন গেজেটে (২৯।১২।২৬) বাহির হয় এবং তাহার পর পর অন্যান্য অনেক কবিতাই বাহির হইতে লাগিল। সুমিষ্ট কবিতাগুলি সকলেরই ভাল লাগিত। আমি একখানি ছোট খাতায় ঐ গুলি বাড়তী কাগজ হইতে কাটিয়া আঁটিয়া রাখিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে আমি ঐ খাতাটী ছাপিবার সুবিধার জন্য দেওয়ায় কবিতাবলীর প্রথম ভাগ মুদ্রিত হইলে একখণ্ড পুস্তক উপহার পাইয়াছিলাম।

'ভারত বিলাপ' ও 'ভারত সঙ্গীত' প্রকাশিত হইবামাত্র হেমবাবু যে 'পদ্মিনী' উপাখ্যানের লেখক অপেক্ষাও বড় কবি হইয়া দাঁড়াইলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ রহিল না। হেমবাবুর 'ইন্দ্রের সুধাপান' যে কয়েকটী শিক্ষিত সাহিত্যিক মজলিসে মদ্যপান-সময়ে উচ্চৈঃস্বরে মহোৎসাহে পঠিত হইত, তাহার সংবাদ আমাদের 'বারিকের মাঠে' ছাত্র-সম্প্রদায়ের সান্ধ্য মজলিসে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। ঐ সময়ে ইংরাজী-শিক্ষিত প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেই পান-দোষে দুষ্ট ছিলেন।

'ইন্দ্রের সুধাপান' বঙ্গদর্শনে ছাপা হইয়াছিল। তখন আমাদের ইংরাজী পড়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছে। ড্রাইডেনের 'আলেকজাণ্ডারস্ ফীষ্ট' সেই বারিকের মাঠে আনিয়া তাহার সহিত তুলনা করিয়া এণ্ট্রান্স ক্লাসের দলপতি ছাত্রেরা আমাদের নিকট বাঙ্গালী কবিরই প্রাধান্য স্থাপন করায়, আমাদের জাতীয় গৌরব তৃপ্ত হইয়াছিল।

হেমবাবুকে আমাদের বাড়ীতে অনেকবারই দেখিয়াছিলাম। ভক্ত জানিয়া একটু স্নেহের সহিত কথা কহিতেন। একদিন শুনিলাম যে, জোড়াঘাটের ঠিক উপরের বাড়ীতে—বঙ্কিম বাবুর বাসায় তিনি আসিয়াছেন। দুজনকেই ডাকিয়া লইয়া যাইতে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আদেশে সেখানে গিয়া দেখিলাম যে, হেমবাবু দাঁড়াইয়া একটা বোতল মুখে ধরিয়া সুরা পান করিতেছেন। আসিয়া পড়িয়া অপ্রতিভের এক শেষ হইয়া কি করিব ভাবি-

তেছি, ইতিমধ্যে বঙ্কিম বাবু বলিয়া উঠিলেন, "দেখ, তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি-মহাশয়ের কাণ্ড দেখ।"

হেমবাবু মুখ হইতে বোতল নামাইয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আর তোমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের অতিথি-সৎকারটাও দেখে যাও। গেষ্টস্ ক্যান নট বি চুজার্স (অতিথিরা ইচ্ছামত খাইতে পায় না)।" তাঁহারা দুজনে খুব হাসিলেন, এবং বলিলেন, "একটু পরে আমরা যাইব।"

তখন ইঁহাদের পান-ভোজনের দোষ ছিল এবং সেটা সকলেরই জানা কথা—সেইজন্য এই বিষয়ের উল্লেখে সঙ্কোচ করিলাম না। কিন্তু উঁহাদের দুজনের 'ভারত সঙ্গীত' এবং 'বন্দে মাতরম্' যে বাঙ্গালাকে এবং সমগ্র ভারতকে "জন্মভূমি-পূজার স্তোত্র" দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

হেমবাবুর সহিত আমার অনেকবারই দেখা হইয়াছে। অন্যান্য বারের কথায় তেমন বিশেষত্ব না থাকায় মনে ছাপ দেয় নাই। শেষ দেখা হয় ৺কাশীতে, তাঁহার ভ্রাতা ডাক্তার পূর্ণবাবুর বাটীতে। তখন হেমবাবু অন্ধ; তখন মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া থাকেন। খুবই যে ক্ষুব্ধ এরূপ দেখিলাম না। পিতৃদেবের কথাই হইয়াছিল, কথায় কথায় হেমবাবু বলেন—"তোমার বাবাই আমার জীবনের উপর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত সংসর্গে এবং তাঁহার ফরমাইসেই ভারত সঙ্গীত ও ভারত বিলাপের সৃষ্টি। সে সবই ত

তুমি জান। যোগেন্দ্র ঘোষের সহিত কোম্‌টীর দর্শন সম্বন্ধে তোমার পিতার চিঠিপত্র * আমি দেখিতাম এবং দশ-মহাবিদ্যা সম্বন্ধে আমার সহিতও চিঠিপত্র লেখালেখি হইয়াছিল। পিতৃতুল্য তাঁহার কথা শুনিয়া যদি কিছু অর্থ-সঞ্চয় করিয়া রাখিতাম! যতবার দেখা হইয়াছে, ততবারই বলিয়াছেন, "কত জমাইলে? ওকালতীর পেন্‌সন নাই এবং এখন এদেশে পঞ্চান্ন বৎসরের পর পূরা খাটুনিও করিতে নাই।"

হেমবাবুর নিকট বিদায় লওয়ার পর পূর্ণবাবু একটু সঙ্কুচিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, "দাদা কি বলিলেন?" আমি সব কথাই মোটামুটি বলিলাম। পূর্ণবাবু বলিলেন—"কাগজওয়ালারা গোলমাল করিয়া উঁহার জন্য ৫০৲ পেন্‌সন ব্যবস্থা করিল—আমার কিন্তু বড়ই মনে কষ্ট হয়। উনি বড় ভাই; আমার অবস্থা ত মন্দ নয়। আমি ত সুখেই রাখিতেছি এবং সেজন্য আমার কোন অসুবিধায় পড়িতেও হইতেছে না। ওটা বেইজ্জতি; যেন ওঁর আপন লোক কেহই নাই। ওটা প্রত্যাখ্যান করিলেই ভাল হইত!"

আমি বলিলাম, "ও-ভাবে দেখিবেন না। বাঙ্গালী কবির জাতীয় ভাষার সেবাকেও যে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট এখন দেশের সেবা মনে করিয়া সেবকের সম্মানার্থ কিছু পেন্‌সন দিতেছেন, তাহাতে একটা জাতীয় তৃপ্তি আছে। আমাদের এই জাতীয়

* এই পত্রগুলির মূল ও অনুবাদ শীঘ্রই বিবিধ প্রাদ্ধ ৩য় ভাগ নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে।

অধিকারের অণুমাত্র বর্দ্ধনে সকলেরই আনন্দ ও গৌরব বোধ করা চাই।”

কিন্তু পূর্ণবাবু তথাপি ক্ষুব্ধভাবেই কহিলেন, “সহোদর ভাই কখন ও-ভাবে দেখিতে পারে না।”

# সৈয়দ সখাওয়াৎ হোসেন

আমার অনেকগুলি মুসলমান বন্ধু ছিলেন এবং আছেন। আমার বাড়ী চুঁচুড়ার "মোগলটুলি"তে এবং আমি মহাত্মা "মহম্মদ মহসিনের" ( হুগলী ) কলেজে পড়িয়াছিলাম। আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেব এক সময়ে "মাদ্রাসায়" শিক্ষক ছিলেন। আমি মুসলমান ভ্রাতাদিগের সম্বন্ধে 'সজ্ঞান প্রীতি-সম্পন্ন' হইবার সুবিধা পাইয়াছি।

হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলাম ( ১৮৭৪ )। নীচের তলায় স্কুল; উপর তলায় কলেজ। ঠিক ওরূপ গঙ্গাতীরে ওরূপ সুন্দর বাড়ী কোথাও নাই বলিয়াই মনে করি। হলটী কত বড়! হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল হইতে যাহারা পাস হইয়া আসিল তাহাদের কাহার কাহার সহিত পরিচয় ছিল; কিন্তু তাহারা হুগলীর লোক হইলেও তাহাদের "এই অপূর্ব্ব বাড়ীতে" নূতন আসা; উহারা সবে এই ধন্য হইতে আরম্ভ করিল। যাহারা মফঃস্বল স্কুল হইতে পাস হইয়া আসিল তাহারা ত একেবারেই নগণ্য। তাহারা ক্লাসের একদিকে বসে; আমরা, কলিজিয়েট স্কুলের কয়েকজন, একত্রে অপর দিকে বসি; পল্লীগ্রামাগতদিগের সহিত "আমাদের" কোনরূপ আলাপ-পরিচয় হওয়া অসম্ভব কথা। আমাদের কয়েক জনের মন গর্ব্বে এবং সঙ্কীর্ণতায় ভরা!

একদিন গলির ঘাটে গঙ্গায় স্নান করিতেছি, একটী মুসলমান যুবক স্নান করিতে ঘাটে নামিল। ক্লাসে তাহাকে দেখিয়াছি; একবার শুনিয়াছিলাম, সে ভাল ছেলে, ১৫৲ টাকা জলপানি পাইয়া ভাগলপুর হইতে আসিয়াছে; কিন্তু আমাদের দল উহার সহিত কোনরূপে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা করে নাই। এক ঘাটে দুজনে অনেকক্ষণ স্নান করিলাম; কোনরূপ বাক্যালাপ নাই!

আমি স্নান শেষ করিয়া উঠিতেছি এমন সময় মুসলমান যুবক বলিল, "আমি তোমার সহিত এক ক্লাসে পড়ি।"

আমি সেলাম করিয়া শুধু "হাঁ" এই মাত্র বলিলাম; ইচ্ছা নয় যে বিশেষ কথাবার্ত্তা হয়।

সে আবার বলিল, "আমার নাম সখাওয়াৎ হোসেন; আমার বাসা খুব নিকটে, এই পাড়াতেই।"

আমি এবারেও সেলাম করিলাম এবং বলিলাম, "হাঁ?" সখাওয়াৎ বলিল, "আমার এখানে পরিচিত কেহ নাই; আমি দরিদ্র সৈয়দ; বিহারী মুসলমান; এখানে কলেজের মাহিনা ১৲ মাত্র; পাটনায় ৬৲ টাকা; মাসে মাসে ঐ উদ্বৃত্ত ৫৲ টাকা মাতাকে পাঠাইয়া দিতে পারিব বলিয়াই এখানে আসিয়াছি; বড়ই একা পড়িয়াছি বলিয়া মনে হয়।"

আমার মনে হইল "এ কে মহাত্মা পুরুষ, মাতৃভক্ত, ত্যাগী, উদ্যমশীল, উচ্চবংশজাত; যাচিয়া আলাপ করিতেছেন এবং বিদেশে সহপাঠী প্রতিবাসীর নিকট একটু প্রীতি ভিক্ষা করিতেছেন! আমরা অহঙ্কারে মত্ত দল—সুখে পালিত—ইহাঁর

চরণ-রেণুর যোগ্য নই !"—আমার চক্ষেতে জল আসিয়াছিল— বলিলাম, "ভাই ! আমরা দুজনে প্রত্যহ বৈকালে খানিকটা সময় একত্রে থাকিব।"

এই সকল কথাবার্ত্তা ইংরাজীতে হইল। সখাওয়াতের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ; আর কিছুই বলিল না। সেই দিন যে শ্রদ্ধার এবং প্রীতির সূত্রপাত হইল, তাহা বন্ধুর দেহান্ত পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইয়াছিল।

সখাওয়াতের পরামর্শানুসারেই আমরা উভয়ের মধ্যে কথা-বার্ত্তায় ইংরাজীর ব্যবহার ছাড়িয়া দিলাম ; সেই বলিল, "তোমার হিন্দীতে কথা বলিতে পারা 'উচিত' ; আমার বাঙ্গালায় কথা কহিতে পারার 'ইচ্ছা' আছে ; এ প্রদেশে আসিয়া ভাষাটা না শিখিয়া ফিরিতে লজ্জা বোধ হইবে। তবে বাঙ্গালা বই পর্য্যন্ত পড়ার অবকাশ হইবে না ; তোমার সহিত কথাবার্ত্তাতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের খবর কতকটা জানিয়া লইব। তুমি আমার সহিত অসঙ্কোচে হিন্দীতে কথা কহিও। আমি ভুল দেখাইয়া দিব।"

আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন এবং প্রীতিপূর্ণ সখাওয়াৎ আমাদের উভয়েরই উপকারের জন্য ব্যবস্থা করিল।

উত্তরকালে সখাওয়াৎ বাঙ্গালী মুসলমানের কন্যা বিবাহ করে ; আমিও বহু বর্ষ বিহারে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেই কাটাইয়াছি।

বন্ধু সখাওয়াৎ হোসেনের আদি বাসস্থান বিহার নগরে

ছিল; তথায় তাঁহার জ্ঞাতিরা কেহ কেহ আছেন। প্রায় দেড় বৎসর আমরা হুগলী কলেজে একত্রে পাঠ করি। সখাওয়াৎ আমাদের দলের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া কয়েকমাস পরে সখাওয়াৎ পাটনা কলেজে চলিয়া গেল। তখন একখানি বা দুইখানি মাত্র পত্র লেখালেখি হয়। সে পাটনা কলেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস পরীক্ষায় পাস হইয়া জলপানি পায়, আমি হুগলী কলেজ (১৫ই নবেম্বর ১৮৭৬) ৩য় বার্ষিক শ্রেণী হইতে পাটনা কলেজে গিয়া ভর্ত্তি হইলাম; পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেব তখন বাঁকিপুরে। তথায় প্রকৃত সুপণ্ডিত এবং অত্যুচ্চ চরিত্রবান্ মিষ্টার ম্যাক্রিণ্ডেলের নিকট আমি ও সখাওয়াৎ ইংরাজী সাহিত্য পড়িতে পাইলাম এবং এদেশীয় ছাত্রের অধ্যাপকের প্রতি যে সাহজিক শ্রদ্ধা আজও আছে তাহা ঐ সত্ত্বগুণ-প্রধান ইউরোপীয় শিক্ষককে দিতে পাইয়া তৃপ্তিলাভ করিলাম। বি-এ ক্লাশে আমাদের কয়েকদিন তাঁহার কাছে ইংরাজী কবিতা মুখস্থ করিয়া বলিতে হইয়াছিল; যাহার যেরূপ পছন্দ সে সেইরূপ কবিতা মুখস্থ করিতে পাইত। আমি এবং সখাওয়াৎ উভয়েই মিলটনের 'ল্যালেগ্রো' এবং "ইলপেনসেরোসো" মুখস্থ করিয়াছিলাম। গ্রীকভাষাবিৎ প্রাচীন ভাবের পক্ষপাতী ম্যাক্রিণ্ডেল সাহেব শুধু আমাদেরই দুইজনের 'পছন্দের' প্রশংসা করিয়াছিলেন—অপর দুই-একজনের উচ্চারণের অধিকতর প্রশংসা করেন। ১৮৭৭ জুলাই মাসে আমি আবার হুগলী কলেজে ফিরিয়া আসি।

মধ্যের সাড়ে সাত মাস প্রায় প্রত্যহই বন্ধুর সহিত দেখা হইত। ক্লাসে পাশাপাশি বসিতাম; ছুটীর দিন বাঁকিপুর ঘোড়দৌড়ের মাঠের ধারে বৈকালে দেখা হইত। ইহার মধ্যে একদিন সখাওয়াৎ পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের সহিত দেখা করিয়াছিল। সে কথা তাহার নিকটই পরে বিস্তারিতভাবে শুনিয়াছিলাম।

ঐ দেখা করার সংসর্গে কর্ণেল হেদায়েৎ আলির একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তিনি দানাপুরে নিজের বৃহৎ বাড়ীতে থাকিতেন। ইংরাজ বিবি বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বিবাহ-যোগ্যা একটী কন্যা ছিল। কর্ণেল হেদায়েৎ আলি সখাওয়াতের সহিত ঐ কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করেন এবং সখাওয়াৎকে বিলাত পাঠানর ও তথায় পড়ার সমস্ত ব্যয় বহন করিবেন এরূপও জানাইয়া ছিলেন। তখন কর্ণেল হেদায়েৎ আলি বিশেষ ধনী হইয়াছিলেন।

যখন ইডেন সাহেব ভুটানে দৌত্য জন্য গিয়াছিলেন এবং অসভ্য ভুটীয়ারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করে, তখন তাঁহার শরীর-রক্ষী-দলে হেদায়েৎ আলি একজন সিপাহী মাত্র ছিলেন। দীর্ঘাকার, অপরিমিত বলশালী হেদায়েৎ আলি ইডেন সাহেবকে রক্ষা করেন। কেহ কেহ বলেন যে পলায়নকালে তিনি একান্ত শ্রান্ত ইডেন সাহেবকে দুই মাইল পথ স্কন্ধে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। ভুটান যুদ্ধের পর যখন "জলপাইগুড়ি এবং ভুটান দুয়ার" নামক সমতল ভূমিখণ্ড ব্রিটিশ ভারতের সামিল হইয়া গেল, তখন হেদায়েৎ আলি পুরস্কার

স্বরূপ তথায় পাঁচ হাজার বিঘা জমি নামমাত্র খাজনায় বন্দোবস্ত পাইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, যেখানটা তিনি ইডেন সাহেবকে বহন করিয়াছিলেন, সেই অত্যুর্ব্বর জমিটাই তিনি এইরূপে পাইয়াছিলেন! এদিকে সিপাহী হেদায়েৎ আলি জমাদার, স্নবেদার, স্নবেদার মেজর প্রভৃতি সামরিক পদে উন্নতি পাইয়া ক্রমশঃ 'কর্ণেল' হয়েন। কিন্তু এদেশীয়ের পক্ষে আজও মেজর কর্ণেল প্রভৃতি পদ নামে এবং সম্মানে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে ও সকল পদ দেশীয় কেহ "কার্য্য"-ক্ষেত্রে পান নাই। সেই জমি কর্ণেলের বিধবা পুত্রবধূর হস্তে অবশেষে যায় এবং তাঁহাকে বাঁকিপুরের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার আসদার আলি খান বাহাদুর বিবাহ করায় ঐ জমি এখন সেই বাঙ্গালী মুসলমান বংশে আসিয়াছে। উহার আয় বার্ষিক ১৫।১৬ হাজার টাকা হইবে এবং ক্রমেই বাড়িতেছে। সে যাহা হউক, আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন কর্ণেল হেদায়েৎ আলির খুবই সম্মান এবং প্রতিপত্তি। সহৃদয় এবং কৃতজ্ঞ সার অ্যাসলি ইডেন সাহেব তখন সুবে বাঙ্গালায় "ছোটলাট।"

সখাওয়াৎ পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট গিয়া তাহার নৈসর্গিক সরলভাবে ইংরাজিতে বলে "আমি আপনার পুত্রের সহিত একত্রে পড়ি; আমার পিতা নাই; তেমন আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই; আমি কর্ণেল হেদায়েৎ আলির কন্যাকে বিবাহ করিব কি? তিনি আমাকে বিলাতে পড়ানর খরচ দিতে চাহেন, আমি দরিদ্র।" পিতৃদেব উহাকে কাছে বসাইয়া বলেন "এ

বিষয়ে 'আমি' কি বলিব!" সরল সুমিষ্ট ভাবে সখাওয়াৎ বলে "আপনি আমার বন্ধুর পিতা। সুপরামর্শ জন্য আমি আর কোথায় যাইব?"

পিতৃদেব বলেন, "বিষয়টা কঠিন; তবে তোমার মনে কি হইতেছে সবই খুলিয়া বল।"

সখাওয়াৎ বলে "আমার ঐহিক উন্নতির আকাঙ্খা আছে; আমার স্বাস্থ্য ভাল; আমি পরিশ্রম করিতে পারি; বিলাতে গেলে পরীক্ষায় পাশ করিয়া আসিতে পারিব। কিন্তু ভয় করে যে ঘরে হয়ত সুখ পাইব না।"

পিতৃদেব বলেন "বিবাহ সন্তানসন্ততির জন্য এবং ধর্ম্মো-পাসনার সহায়তা জন্য। স্বঘরে অর্থাৎ কুলশীল, আচার ব্যবহার, এবং ধন সম্বন্ধেও 'সমান' ঘরে বিবাহেই 'স্থির বুদ্ধি' থাকে এবং 'স্থির বুদ্ধি সন্তান' পাওয়ার 'সম্ভাবনা' অধিক হয়। বাঙ্গালীর যেমন 'স্বঘরে বিবাহ' কথাটা আছে তোমাদেরও 'কবুতর কবুতরে এবং বাজে বাজপক্ষীতে' মিলের একটা কথা আছে না?"

সখাওয়াৎ বলিল "আপনার উপদেশ বুঝিলাম; বাজপক্ষী-দিগের আচার ব্যবহার প্রকৃতই আমার মনঃপূত নয়। আমি দরিদ্র; কিন্তু আমার মনের ভিতরে গূঢ়ভাবে 'আভিজাত্যের' বিশেষ অহঙ্কার আছে; উহাঁদের হঠাৎ প্রাপ্ত ধনের গর্ব্ব প্রচ্ছাদিত নহে। ওখানে বিবাহ আমার পক্ষে ঠিক হইবে না; এই ভয়েই আপনার পরামর্শ জানিতে আসিয়াছিলাম।"

সখাওয়াৎ এ সকল কথা প্রথমে আমাকে না বলিয়া ঐ বিবাহ প্রস্তাবের কথাটাই শুনাইয়াছিল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কারণ জিজ্ঞাসায় বলিলাম "ভাই! শুভ কর্ম্মে বাধা দিতে নাই। কিন্তু মনে হয় যে তুমি 'ঘর-জামাই' হওয়ার যোগ্যতা লইয়া আইস নাই; ও চাকরী তুমি ভাল পারিবে না; তোমার সদানন্দ ভাব হারাইবে।"

তখন সখাওয়াৎ বলিল, "তোমার পিতারও ঐ ভাবের পরামর্শ।"

আমি বলিলাম "তাঁহাকে বিয়ের কথা কোন্ লজ্জায় বলিতে গিয়াছিলে? আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেই বুঝি 'তোমার পক্ষে' যথেষ্ট হইত না!"

সখাওয়াৎ ঘৃণার সহিত বলিল, "কিসে আর কিসে!"

পরে সখাওয়াৎ মাতার পছন্দমত স্বঘরেই [ বিহারের আত্মীয়দিগের মধ্যে ] বিবাহ করিয়াছিল। সে বিবাহে সখাওয়াতের একটী মাত্র কন্যা হওয়ার পর সে পত্নীর কম বয়সেই দেহান্ত হয়। সখাওয়াৎ তাহার সেই কন্যার একটী বি-এ পাশ করা ছেলের সহিত বিবাহ দিয়াছিল; সে কন্যাটীও এখন আর জীবিত নাই। [ ১৯১৬ ]

বিপত্নীক হইয়া সখাওয়াৎ দ্বিতীয়বার রংপুরে সম্ভ্রান্ত ঘরে সুশিক্ষিতা বাঙ্গালী মুসলমান কন্যা বিবাহ করেন। কর্ণেলের কন্যা বিবাহ করিলে সখাওয়াৎ কোন মতেই সুখী হইতে পারিত না। দ্বিতীয় বিবাহে কোন সন্তান জীবিত থাকে নাই। কিন্তু

দ্বিতীয় পত্নী ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বিশেষ ব্যুৎপন্না এবং সুগৃহিনী এবং ধীর গম্ভীর সখাওয়াৎ পারিবারিক জীবনে সুখী হইয়াছিল।

আমি পাটনা হইতে হুগলীতে ফিরিয়া আসিলে সখাওয়াতের সহিত অনেক কাল দেখা শুনা হয় নাই; পত্র লেখালেখিও খুব কম হইয়াছিল। একদিন পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেব জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার সেই বিহারী মুসলমান বন্ধুটী এখন কি করিতেছেন? তাঁহার বিলাতে পড়িতে যাওয়ার আর ইচ্ছা আছে কি? আবেদন করিলে হয়ত একটা কৃষি-শিক্ষার বৃত্তি পাইতেও পারেন।" আমি সখাওয়াৎকে পত্র লিখিলাম। সে দরখাস্ত দিল এবং বিলাত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া পৃথক পত্রও লিখিল। কৃষি শিক্ষার বৃত্তি সম্বন্ধে পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের পরামর্শই কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের দ্বারা বিশেষ ভাবে লওয়া হইত।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী হিন্দু ঐ বৃত্তি পাইয়া বিলাত গিয়াছিলেন; তখন পর্য্যন্ত বিহারী হিন্দু কেহই আবেদন করেন নাই। বিহারী বা বাঙ্গালী 'মুসলমান' যে দুই একজন আবেদন করিয়াছিলেন তাঁহারা সুপারিশ যোগাড় করিয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্তরূপ শিক্ষিত ছিলেন না। বিহারকে তাহার ন্যায্য পাওনা দিবার উপায় চিন্তা করিতে গিয়া পিতৃদেবের সখাওয়াতের সহিত তাহার বিবাহ সম্বন্ধীয় কথা এবং বিলাত যাওয়ার ইচ্ছা মনে পড়িয়াছিল।

সখাওয়াৎ কৃষি শিক্ষার বৃত্তি পাইয়া ইংলণ্ডে গেল। সেখান হইতে আমাকে একখানি মাত্র পত্র লিখিয়াছিল। ফিরিয়া আসার পর চুঁচুড়ায় আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিল। সংযমশীল, দূরদর্শী, সঞ্চয়ী, পরিশ্রমী, মেধাবী সখাওয়াৎ সরকারী বৃত্তি হইতে ইংলণ্ডের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া প্রায় দেড় হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়া এবং অনেকগুলি প্রাইজ ও মেডাল লইয়া আসিয়াছিল।

এই সকল সম্বাদে এবং উহার ধীর পরিশ্রমী ইংলণ্ডীয় জীবনের বর্ণানয় পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেব বিশেষ প্রীত হইয়াছিলেন।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে সরকারী খাসমহল অত্যধিক। তথায় কৃষির উন্নতি জন্য গবর্ণমেণ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দায়ী। ইংলণ্ডে এবং আমেরিকায় পরীক্ষা জন্য কৃষিক্ষেত্র স্থাপিত হইলে বাঙ্গালা ভিন্ন অপরাপর প্রদেশেই তাহা প্রথম অনুকৃত হয়। বাঙ্গালায় কেন স্থাপিত হয় নাই এই প্রশ্নের উত্তরে ছোটলাট ইডেন সাহেব লেখেন "এদেশে বড় বড় লাঙ্গল ব্যবহার করিতে গেলে এদেশের ছোট ছোট গরুর লেজে কৃষকের অপর হস্ত পৌঁছিবে না! তাহারা আর বলদের লেজ মুচড়াইয়া চালাইতে পারিবে না। বাঙ্গলার পলিজমি গভীর ভাবে কর্ষণ করিলে নিম্নের বালুকা উপরে উঠিয়া আসিবে; সে সকলে উপকার হইবে না। এদেশের অবস্থার উপযোগী কৃষি এদেশীয় কৃষক বেশ জানে।

উৎকৃষ্ট উদ্ভিদবিদ্ স্কুল ইন্সপেক্টর সি বি ক্লার্ক সাহেবেরও

ঐ মত ছিল। তিনি লিখিয়াছিলেন "দি ইণ্ডিয়ান এগ্রিকল্‌চারিষ্ট হ্যাজ নথিং নিউ টু লার্ণ ফ্রম ওয়েষ্টারন্‌ সায়েন্স'—এদেশের চাষাদিগকে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান কিছুই নূতন শিখাইতে পারে না। বস্তুতঃই এদেশের কৃষক কোন জমিতে কি ফসল ভাল হয় তাহা জানে; শিংয়ের (চিরুণী প্রভৃতি প্রস্তুতে) গুঁড়ার ও খইলের উপকারিতা জানে; ফসল বদলাইয়া বুনিলে ফল ভাল হয় তাহা জানে; ইন্ধন অভাবেই গোবর পোড়ায়; অর্থাভাবেই বিশেষ বিশেষ সার দিতে পারে না; তবে গোমূত্র, গোবর, ছাই, কুঁড়া হইতেই সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত করিয়া লইয়া থাকে। তাহার দোষ 'দারিদ্র' এবং তাহাই তাহার 'গুণরাশিনাশী'! তাহার পরিশ্রমের বা জ্ঞানের ক্রটী নাই।

এখন অনেক কৃষি পরীক্ষা বিধান ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে এবং অনেক টাকা খরচ হইতেছে; কিন্তু মোটের উপর দৃষ্টি করিলে কি দাঁড়ায়! পল্লীগ্রামের জমিদারদের বৈঠকখানার অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট টিনের ছাদযুক্ত ঘরে, সিমেণ্ট করা মেঝের উপর 'গোবরের' কুণ্ড; ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ব্বের গির্জ্জার ঘরের (এদেশীয়েরা ঐ গুলিকে গীর্জ্জা ঘরই বলে) ন্যায় সু-উচ্চ উৎকৃষ্ট ইষ্টক নির্ম্মিত গোলায় 'ঘাস' রক্ষিত। এ সকলে দেশীয় চাষা শিখিবে কি? একদা বাঁকিপুর কৃষিক্ষেত্রের পার্শ্ববর্ত্তী কৃষকদিগের ক্ষেত্রে ধানের উৎপন্ন অনেক বেশী দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় চাষা বলিয়াছিল "মহাশয়! উহাঁদের 'কেতাবী'

চাষ। উহাঁদের ইচ্ছামত নহরের জল নিজেদের আয়ত্তে; উহাঁরাত প্রকৃত চাষা নহেন। জমি চাষ করিয়াই জল দেন; দুই তিন দিন রৌদ্রে শুকাইতে সময় দেন না। ধান বপন ও রোপণের সময় ও নক্ষত্রাদি মানেন না; ও গুলিকে পূর্ব্ববর্ত্তী লোকের 'ভুয়োদর্শন' সম্ভূত না বুঝিয়া কুসংস্কার ভাবেন। আমরা অত সার পাইব কোথায়? কিন্তু 'অত' দেওয়া যে ভাল নয় তাহা জানি। শুনিয়াছি যে লক্ষ টাকায় প্রস্তুত এই ক্ষেত্রে বৎসরে ৭।৮ হাজার টাকার লোকসান। আমাকে ক্ষেত্রটী দিলে ১০ বিঘা জমি উহাঁদের ফরমাইসের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাহাতে যেরূপ হুকুম সেইরূপ সার দেওয়া, জল সেচন এবং বপন করিয়া, বাকীটার জন্য ৫০০০৲ টাকা বার্ষিক খাজনা দিয়াও ধনী হইতে পারি।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "ইহাঁদের কিছুই কি ভাল নয়?"

চাষা বলিল—"ক্ষেত্রগুলি সবই চতুষ্কোন বড় বড়; চাষ দিবার সুবিধা; নইনিতাল আলুর বীজ আনান; তাহা দেখিয়া আমাদের মধ্যেও ঐ চাষ বাড়িতেছে। দূর হইতে ভাল বীজ আনাইয়া থাকেন; তাহাও ভাল। যে জমির বীজ তাহাতেই তাহা বৎসরের পর বৎসর না লাগাইয়া ভাল বীজ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু আমরা দরিদ্র এবং ঐ সব ব্যবস্থায় অপারগ। জানিনা, বুঝিনা—ইহা নয়।"

সে যাহা হউক, ইডেন সাহেব 'কৃষিক্ষেত্রে' অর্থ ব্যয় অনাবশ্যক মনে করিলেও বাঙ্গালা প্রদেশে কিছু করা চাই, এজন্য

'কৃষি বৃত্তি' স্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ বৃত্তি প্রাপ্তেরা বিলাতের কৃষি বিষয়ে শিক্ষিত হইয়া আসিয়া কলেজের প্রোফেসর, মুনসেফ, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি হইতেন। সখাওয়াৎও ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলেন। সুবুদ্ধি লোক যে কোন শিক্ষা রীতিমত পাইলেই মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। সুনির্ব্বাচিত কৃষিবৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রদিগের সকলের মধ্যেই বস্তু দর্শনের এবং রীতিমত শিক্ষার পূর্ণ ফল দেখা গিয়াছে।

হুগলীর যশস্বী উকীল এবং আমাদের সহাধ্যায়ী শ্রীযুক্ত মজহরল আনওয়ার সাহেবের বাটীতে একদিন সখাওয়াতের সহিত দেখা হইয়াছিল। তখন রংপুরে উহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

আমি যখন ডিরেক্টর ল্যাণ্ড রেকর্ডস অফিসের পারসন্যাল আসিষ্ট্যাণ্ট (১৮৯৩) তখন (ডেপুটী কলেকটর হইয়া) সখাওয়াৎ উড়িষ্যার 'কনিকা' ষ্টেটের কোর্ট অফ ওয়ার্ডের নিযুক্ত ম্যানেজার। ঐ সম্পত্তির সুবন্দোবস্তে বিশেষ উন্নতি হয় এবং সখাওয়াতের সুলিখিত রিপোর্টের প্রশংসা হয়। সখাওয়াতের সহিত দেখা হইলে শুনিলাম যে কটকের কালেক্টর তাহার একটা কার্য্য সম্বন্ধে ভুল বুঝিয়া এবং তাহার একটা দোষ ধরিতে পারিয়াছেন মনে করিয়া, একখানা কড়া চিঠি লেখেন। তেজস্বী সখাওয়াৎ তাঁহার ভুলটা সুস্পষ্টরূপে দেখাইয়া দিয়া উত্তর দেন এবং ম্যানেজারী চাকরী ছাড়িয়া সাধারণ বিভাগে ফিরিতে চাহেন। কালেক্টর ষ্টীভেনসন মূর সাহেব সে পত্রের

কোন জবাব দেন নাই। কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি কনিকায় আসিয়া সখাওয়াৎকে ডাকিয়া পাঠান এবং আদর করিয়া নিকটে বসাইয়া হাসিতে হাসিতে সরলভাবে বলেন,—

"আমি মধ্যে মধ্যে অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের একটু কড়া ভাবে লিখিয়া তাহাদের 'চাঙ্গা' রাখি; প্রায়ই আমার ঐ কার্য্য ঠিক ঠিক হয়; তোমার সম্বন্ধে ভুল হইয়াছিল। তোমার পত্রে তুমি অকারণ তিরস্কারের ক্রোধ সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া অকাট্য যুক্তি এবং নিখুঁত ভাষায় উত্তর দিয়াছ। কিন্তু তোমার ইচ্ছা ছিল যে আমার অন্যায্য পত্র এবং তোমার সুলিখিত পত্র তুলনা করিয়া রেভিনিউ বোর্ড আমার সম্পূর্ণ হারটা দেখিতে পান—সেই জন্যই ম্যানেজারি ছাড়ার কথা ঐ পত্রে গুঁজিয়া দিয়াছিলে।"

সরল সত্যবাদী সখাওয়াৎ বলেন—"সেরূপ একটু আভাষ মনে আসিয়াছিল বটে—তবে তখন আপনাকে অদ্যকার ন্যায় চিনিতে পারি নাই।"

তখন কালেক্টর সাহেব হাসিয়া বলেন—"তোমার সে চিঠি আমি অফিসে দিই নাই; এই ফেরত লও। আমি আফিসে এখন লিখিয়া পাঠাইব যে ম্যানেজারের কৈফিয়ৎ সন্তোষজনক; আমার সে পত্রের কোন উত্তর চাহিতে হইবে না। 'আমার সে চিঠিটা ফেরৎ দাও'—এ কথা তোমাকে লিখিতে 'পারিলে' খুব ভালই হইত বটে, কিন্তু তাহা করিলে অনর্থক আফিসে জল্পনা উঠিবে।"

সখাওয়াৎ বলিয়াছিলেন "আপনি যাহা অনুগ্রহ করিয়া

বলিলেন তাহা আমি কখন প্রত্যাশা করি নাই ; আমার মনে আর কোন ক্ষোভ নাই।" ডাইরেক্টর ম্যাকফার্সন সাহেব সখাওয়াতের লিখিত কনিকা ষ্টেটের বন্দোবস্তের রিপোর্ট-খানির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং সম্পূর্ণভাবে ছাপাইয়াছিলেন।

আমি যখন ভাগলপুরে বদলী হইয়া গেলাম ( ১৮৯৯:) তখন সখাওয়াৎ তথায় কমিশনরের পার্সন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট। খলিফা-বাগে বাড়ী, মাটির দোতালা। অল্প অল্প করিয়া আমি ভাগলপুরে থাকিতেই পরিচ্ছন্ন ভাল বাড়ীতে পরিবর্ত্তিত করেন। সাবেক পৈত্রিক মাটির দেওয়ালের বাহির পিঠে একখানি করিয়া ইঁট গাঁথিয়া তাহা পলস্তারা করাইয়া চুণকাম করাইল ; ভিতর পিঠও পলস্তারা করাইল ; কিন্তু ভিতরে সেই সাবেক মাটিই রাখিয়া দিল। বলিল, "বাড়ীর আমূল পরিবর্ত্তন কেন করিব? শরীরের এবং মনের কি তাহা করিতে পারি ! ভিতরে আসিলেই সাবেক সখাওয়াতই আছি। পড়া শুনা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া উপরে একটু চাকচিক্য হইয়াছে মাত্র !" একদিন আত্ম-গৌরব সম্পন্ন সকল হিন্দু মুসলমানের এই ভাবই ছিল ! প্রাচীনে প্রীতি এবং ভক্তি বড়ই গভীর ছিল। একটী আট-কোনা সুদৃশ্য ঘর তাহার শিক্ষিতা পত্নীর জন্য বাড়ীর ভিতরে প্রস্তুত করিয়া সুসজ্জিত করিয়াছিল। প্রায় প্রত্যহ বৈকালে তাহার বাটীতে যাইতাম। কত বিষয়ে কত কথাই হইত ! একদিন আফিসে বলিল, "তুমি ও তোমার ছেলেরা আমার

বাড়ীতে বৈকালে আসিও ; চাকরদেরও বাটীর বাহির হইয়া থাকিতে বলিও। তোমার স্ত্রীর সহিত মিসেস্ হোসেন দেখা করিতে যাইবেন।" তাহাই করা হইল। সেইদিন সখাওয়াৎ আমাকে তাহার খালি বাড়ীর ভিতরটা দেখাইয়া বলিল, "তোমার স্ত্রী আসিলে কি তাঁহার একান্ত অতৃপ্তি হইবে ?" আমি বলিলাম "ভাই ! উঠানের অবস্থাটা ও তাহার পার্শ্বের নর্দ্দামাটা ভাল নয় ; ঘর দ্বার সব বেশ পরিস্কার রাখিয়াছ।" পনের দিন পরে সখাওয়াৎ আমাকে আবার ভিতর বাড়ীতে লইয়া গিয়া উঠানটী দেখাইল। নর্দ্দামা পাকা উঠান ঝরঝরে। মুর্গি সকল একটা বাঁশের জাফরির ঘরে অন্যত্র আবদ্ধ। আমি বলিলাম "এবারে হিন্দুর বাড়ীর মত দেখাইতেছে।" সখাওয়াৎ বলিল "উনি তোমার বাড়ীর সমস্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুব্যবস্থিত দেখিয়া আসিয়া এই কয়দিনে সমস্তই গুছাইয়া পরিস্কার করাইয়াছেন।" আমার পত্নী সখাওয়াতের বাড়ী কন্যাদের লইয়া গিয়াছিলেন এবং সুভদ্র মুসলমান পরিবারের অনেক উৎকৃষ্ট রীতিনীতি জানিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। একবার গৈবী নাথ পর্য্যন্ত আমরা উভয়ে সপরিবারে ষ্টীমার ভাড়া করিয়া গিয়াছিলাম। স্ত্রীলোকদিগের জন্য পূর্ণ মুসলমানী পর্দ্দার ব্যবস্থা হইয়াছিল। সখাওয়াতের পত্নী বোরকার (মিশরাদিতে প্রচলিত স্ত্রীলোকের ঘেরাটোপ পোষাক) ব্যবহার করিতেন। ভাগলপুরে আমাদের তিন বৎসর বড়ই সুখে কাটিয়াছিল।

একদিন সখাওয়াৎ বলিল "তোমার সহিত আমার প্রগাঢ়

বন্ধুতা সকলেই জানিয়াছে, তুমি সিনিয়র ডেপুটি, সর্ব্বদাই লোকে তোমার কাছে চাকরীর জন্য উপরোধ চিঠি দিতে বলে; বড়ই অসুবিধা।" আমি বলিলাম—"চিঠি অবাধে দিও। তাহাতে আধ ঘণ্টা ধস্তাধস্তির এবং মনঃক্ষুন্ন হওয়ার বা ক্ষুব্ধ করার পরিবর্ত্তে তিন মিনিটে কার্য্য শেষ করিয়া মুক্তি পাইবে। যাহা নিখুঁত ঠিক তাহাইত আমরা লিখিব। বিশেষণগুলা বিবেচনার সহিত বসানর অভ্যাস, তোমারও আছে আমারও আছে। 'আমি এইরূপে ইহাঁর বিষয় জানি, উপযুক্ততাদি সম্বন্ধে ইহার আবেদন ও প্রশংসাপত্র অপরাপর দরখাস্তের সহিত বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিও।'—ইহাই আমরা লিখিব। বস্তুতঃ তাহাই ত করা হয়। বন্ধুর সুপারিস্ বলিয়া তুমিও অন্যায় করিবে না; আমিও করিব না; সুতরাং ইহাতে অসুবিধা কি?" সখাওয়াৎ বলিল—"রোজই লোকে জ্বালাতন করে, সেজন্য কথাটা তুলিলাম; তোমার কথাই ঠিক; উহাতেই সময় নষ্ট কম হইবে।"

একদিন সখাওয়াৎ বলিল "সমগ্র ভাগলপুরের মধ্যে আমিই সর্ব্বাপেক্ষা স্বচ্ছল অবস্থাপন্ন।" আমি বলিলাম—"মাসে ত চারি শত টাকা মাহিনা; আর ভাগলপুরে বরারীর ঠাকুরেরা, রাজা শিবচন্দ্র, দীপনারায়ণ, সূর্য্যনারায়ণ সিংহ, তিলকধারীলাল প্রভৃতি বহু লক্ষপতি বিদ্যমান!" সখাওয়াৎ বলিল—"আজ মাসের ৩০শে। আজ তোমার বাসাতে আমার ন্যায় এ মাসের মাহিনার উদ্বৃত্ত আড়াই শত টাকা রাখিতে পারিয়াছ কি? অথচ আমার ঘোড়া টম্‌টম্ তোমার অপেক্ষা ভাল? আসল কথা

এই যে আমার ‘খরচ কম’। কাপড় ছিঁড়ি কম ; খাওয়া সাবেক মোটা ধরণের রাখিয়াছি।” প্রকৃতই সখাওয়াৎ নিজের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে সাবেক চাল বদলায় নাই। একদিন ব্যারিষ্টার ওসি আহম্মদ সাহেব নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে সখাওয়াৎ আমার সাক্ষাতে সুস্পষ্ট বলিল “আপনি ত জানেন আমার ‘পেটে ঘি হজম’ হয় না। আমি তৈলের তরকারি এখনও খাই। কোন ভোজের নিমন্ত্রণ ‘আমার’ জন্য নয়। উহার পূর্ব্বে বেলা থাকিতে গিয়া গল্প করিয়া আসিব।”

রিচি সাহেব যখন কালেক্টর ছিলেন তখন মহরমের সময় পুলিসের সহিত মুসলমানদিগের একটা দাঙ্গা হয়। সেই মোকদ্দমার বিচারে পুলিস কর্ম্মচারী বিশেষের প্রথম হইতেই একটু বিরূপতা এবং দাঙ্গার পূর্ব্বক্ষণে একটু অনর্থক অশিষ্ট কঠোরতা প্রকাশ পায়। সখাওয়াৎ তাজিয়ার লোকদিগকে খালাস দেয়। তাহাতে কালেক্টার সাহেব বলেন “তোমার এই কার্য্যে সাধারণ লোকের উগ্রতা বাড়িবে।” সখাওয়াৎ বলে যে “ইহাদের এ ক্ষেত্রে সাজা দেওয়া ঠিক হইত না। একটু ধর্ম্ম-উত্তেজনার সময় পুলিস একটু সহানুভূতির সহিত ব্যবহার না করিলে উহাদের দ্বারাই ‘শান্তিভঙ্গের জন্য উত্তেজনা’ বলিয়া ধরা উচিত। আমি মোকদ্দমার বিচারের সময় সেইরূপই ভাবিয়াছি। রাজনৈতিক দৃষ্টি (পলিসি) সম্বন্ধে আমার কোন বক্তব্য নাই ; তবে ‘এ ক্ষেত্রে’ যে সাধারণের উগ্রতা বাড়িবে না, তাহা নিঃসন্দেহ।”

সখাওয়াৎকে কালেক্টর সাহেব ‘আফিসের’ ভার দিলেন

এবং কোন কথা না বলিয়া তাহাকে মোকদ্দমা সোপরদ্দ করা একেবারেই ছাড়িয়া দিলেন। আফিসের কাজ সুচারুরূপেই চলিয়াছিল। ঐ কালেক্টরই অস্থায়ী কমিসনর নিযুক্ত হইয়া সখাওয়াৎকে পার্স ন্যাল অ্যাসিষ্টাণ্ট করেন।

মিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী সখাওয়াতের ধন লোভ একেবারেই ছিল না। কনিকার রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কোর্ট অফ ওয়ার্ডের নিকট হইতে সম্পত্তি হাতে পাইয়াই সখাওয়াৎকে পত্র লেখেন যে তিনি সম্পত্তির অসাধারণ উন্নতি করিয়া গিয়াছেন; আবাদ বাড়াইয়া এবং জঙ্গল বন্দোবস্তের দ্বারা যে প্রণালীতে আয় বাড়াইয়া ছিলেন তাঁহার পরবর্ত্তী ম্যানেজারেরা সেরূপ কিছুই করিতে পারেন নাই; তিনি যদি ম্যানেজার হইয়া আইসেন তাহা হইলে পেনসন্ জন্য গবর্ণমেণ্টে মাসিক ২৫০৲ টাকা জমা দিয়াও তাঁহার হাজার টাকা মাহিনা বাকী থাকিবে। সখাওয়াৎ তখন পাঁচ শতের শ্রেণীতে ডেপুটী কালেক্টর। উত্তর গেল "তুমি যে টাকা দিতে চাহিতেছ তাহা যথেষ্ট; কিন্তু তুমি আমাকে খুড়া বলিতে, আমিও তোমাকে ছেলে ভাইপোর ন্যায় স্নেহ করিয়াছি; আমাদের সেই সম্পর্ক ঠিক থাকিবে ত? চাকর মনিব সম্পর্ক তোমার সহিত আমি করিব না। তাহা নিরোধের উপায় এইঃ—(১) তোমার খুড়ার সহিত সেই সম্পর্ক রাখিয়াই পূর্ব্বের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিবে এবং চাকর বাকর বন্ধু বান্ধব সকলকেই সেই মালিকের মহা মাননীয় খুড়া মহাশয়ের ভাবে আমার সহিত চলিতে বলিবে। কেহ এ

বিষয়ে ত্রুটী করিলে সুস্পষ্ট এবং তীব্র ভাবে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিবে। (২) তোমার খুড়ার সহিত গ্রামে গ্রামে গিয়া নিজে প্রজাদের সুখ দুঃখ দেখিয়া তাহাদের উপকারী বন্ধু ভাবে প্রতীয়মান হইবে; শুধু করগ্রাহী শোষক-ভাবে থাকিবে না। (৩) তোমার জন্য তোমার খুড়া যে বার্ষিক ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ করিবেন তাহাতেই তুষ্ট থাকিবে; তদধিক টাকার জন্য দাবী করিতে বা কোন কর্ম্মচারীকে হুকুম দিতে পাইবে না। মনে রাখিবে যে আমি এবারে খাটিতে যাইব তোমার সন্তান সন্ততির জন্য; সুতরাং অপব্যয় করা হইবে না। সাধারণ দান ঐ টাকার মধ্যেই হইবে। (৪) প্রজাদিগের উন্নতির জন্য "বিশেষ দান" জমিদারী ম্যানেজমেণ্টের মধ্যে ধরা হইবে; তাহা অবশ্য পৃথক। (৫) যদি তিন বৎসরের মধ্যে আমাকে 'তোমার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া আসিতে হয়' তবে তুমি আরও তিন বৎসরের মাহিনা দণ্ড স্বরূপ দিবে।"

রাজার বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে তিনি সখাওয়াতের একটী ভিন্ন সকল সর্ত্তেই রাজী হইয়া পরস্পরের প্রতি প্রকৃত প্রীতির সুস্পষ্ট নিদর্শন দিয়াছিলেন। তিনি কেবল তৃতীয় সর্ত্তে রাজী হন নাই। আয় দুই লক্ষের উপর ছিল; নিজের হাত দিয়া সিকি মাত্র খরচে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন না। হইলেই ভাল হইত। দৃঢ় এবং পবিত্র চরিত্র সখাওয়াতের সংসর্গে তাঁহার চরিত্র গঠনে বিশেষ উপকার হইত।—অপুত্রক সখাওয়াৎ রাজাকে যে অনেকটা পুত্রের ন্যায়ই ভাল বাসিতেন!

ভাগলপুরে আমার কনিষ্ঠ পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সখাওয়াৎ বলিল—"ঐ ছেলেটী আমার জন্য আসিয়াছে—তোমার মুসলমান বন্ধুকে ওটী পোষ্যপুত্র ভাবে দাও! তুমি ছেলেদের প্রত্যেককে যাহা দিবে আমি উহাকে তদপেক্ষা বেশী দিতে পারিব।" আমি বলিলাম—"ভাই! এবারে তোমার ছেলে হইলে জীবিত থাকিবে।" সখাওয়াৎ বলিল—"আমার একটী ছেলে হইলে ত?"—তাহা আর হয় নাই।

একদিন সখাওয়াৎ আমাকে বলিল—"আমার পত্নী বলিতেছিলেন "তোমার বন্ধু তাঁহার পত্নীর ব্যারামে পনের মাস ছুটী লইয়া চিকিৎসা জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। উহাঁদের বংশে বিবাহ একবার মাত্র হয়—স্ত্রী পুরুষ কাহাকেও দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে নাই, এই মত পোষিত হইয়া আসিতেছে। আমার ব্যারাম হইলে তুমি অতটা করিবে না; তুমি আবার তৃতীয় বিবাহ করিতে অধিকারী কিনা!" সখাওয়াৎ এই কথা বলিয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কথাটা আমার বুকে একটু বিদ্ধ হইয়াছিল; সেজন্য তোমাকে বলিয়া ফেলিলাম। 'বাঙ্গালী'র মধ্যে একটা বড় ভাল দেখিতেছি— কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক কি হিন্দু কি মুসলমান বাঙ্গালী বড়ই সরল ও স্পষ্টবাদী।" আমি বলিলাম—"তাহা বুঝিয়া—বাঙ্গালিনীর গুণের আদর বিশেষ ভাবেই করিও।"

আমি বাঁকিপুরে বদলী হইয়া যাওয়ার পর আর অধিক দেখা সাক্ষাৎ বা চিঠিপত্র লেখা লেখি হয় নাই। সখাওয়াৎ দুইবার

সাহেব প্রকৃতই ভাল লোক দিয়া আমার সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রথম মোকদ্দমার কথায় আমি নবকুমার বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "এদেশে দিনে দুপুরে ধান চুরি হয় নাকি? আমি ইহা কখন শুনি নাই—তবে আমার বাড়ী পল্লী-গ্রামে নয়।"

নবকুমার বাবু বলিয়াছিলেন, "ওসব কথা পেস্‌কার প্রভৃতি আমলাকে কখনও জিজ্ঞাসা করিতে নাই; অন্য হাকিমকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—কিন্তু তাহাই বা কেন? বাবু যদুনাথ বসু এখানে খুব নামী হাকিম ছিলেন: তাঁহার সুবিচারের যশ এখানের সকলেই আজও করে। আমি তাঁহার নিষ্পত্তি করা কতকগুলা মোকদ্দমার নথি মহাফেজখানা হইতে আনিয়া দিতেছি, সেইগুলি পড়িবেন—তাহাতেই কিরূপভাবে সাক্ষীর কথা আলোচনা করিয়া মোকদ্দমার রায় লিখিতে হয় এবং অন্য সকল বিষয়ই বুঝিতে পারিবেন। দুইটা মোকদ্দমা করিয়া ফেলিলেই আর এতটা ভয় ভয় ভাব থাকিবে না; ন্যায় বিচার করিতে প্রকৃতপক্ষে যাঁহার আগ্রহ, তাঁহার হাত দিয়া যে বেশী ভুল হয় না—ইহা এই ২৫ বৎসর পেস্‌কারী করিয়া দেখিতেছি।"

আমার এই সহায়তার ও সাহস প্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল। নবকুমার বাবুই আমার চক্ষে আদালতের আমলাদিগের মধ্যে, ৩৪ বৎসর নানা জেলায় চাকরীর পরও, সর্ব্বোচ্চ বলিয়া লক্ষিত আছেন,—তীক্ষ্ণদর্শী ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব উঁহাকে ঠিকই চিনিয়া

লইয়াছিলেন। 'ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব ডেপুটী কলেক্টর শিখাইয়া তোলেন ভাল'—এইরূপ খ্যাতি ছিল। তাঁহার কাছে আমি এক বৎসরেই সকল কার্য্য কিছু না কিছু শিখিতে পাইয়াছিলাম। প্রথমে ইংলিশ আফিসের চার্জ্জ দিলেন। সকল চিঠির মুসাবিদা আমাকে দেখিয়া সহি করিয়া সাহেবের কাছে পাঠাইতে হইত। একটা জেলাতে কত প্রকারই কাজ হয়! সকলের ভিতরই অল্প বা অধিক পরিমাণে ম্যাজিষ্ট্রেট কলেক্টরের হাত। কতপ্রকার চিঠি আইসে; কত প্রকারই হুকুম দিতে হয়!

একখানা, বড় চিঠির জবাবের মুসাবিদায় বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছিলাম। দেখিলাম উহাতে সাহেব লাল পেন্সিলে তাঁহার বড় বড় অক্ষরে ভাল (গুড্) এই শব্দটী মাত্র লিখিয়া দিলেন; তাহার নিম্নে শাঁটে একটী সহি পর্য্যন্ত করেন নাই; মনে একটু সুখ হইল এবং সুস্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, খাটুনিটা বুঝিয়া উৎসাহের জন্য মিষ্ট কথা বলাই বরাবর ভাল কাজ পাওয়ার সরল ও সহজ উপায়। আমিও ঐ ভাবে লাল পেন্সিলের যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছি এবং উত্তরকালে অনেক লোক আমার কাছে আফিসের কাজে একটু বিশেষ উৎসাহের সহিত খাটিয়াছেন।

মাস দুই বাদে সাহেব আমাকে ট্রেজরির ভার দিলেন এবং বলিলেন, "ঐ কাজ জান না বলিয়া কোন চিন্তা করিও না—ঐ কার্য্যের মূল সূত্র এই যে টাকা লইতে কোন আপত্তি নাই; টাকা দিতেই যত আপত্তি।"

পর পর ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কার্য্যের সম্পূর্ণ ভারই পাইতে লাগিলাম। চর বন্দোবস্ত করা, লাইসেন্স ট্যাক্স, সরকারী জমি কেনা প্রভৃতি সকল কাজই এই ভাবে শেখান হইল। [ ডেপুটীদিগের 'শিক্ষানবিসী' বা 'ট্রেজারি ট্রেণিং' প্রভৃতির সাধারণ ব্যবস্থা ইহার বহুকাল পরে আরম্ভ হয়। ] তাহার পর হুকুম হইল রামগঞ্জ থানায় গিয়া তাঁবু ফেলিয়া দুই মাস থাকিতে হইবে * এবং তথায় তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের উপযুক্ত মোকদ্দমা গ্রহণ করিয়া বিচার করিতে হইবে এবং খোঁয়াড়, রাস্তা, পাঠশালা, আবগারী দোকান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের পূর্ণ অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট দিতে হইবে। সবডিভিজনাল অফিসরের কার্য্যও এই ভাবে কতকটা শিক্ষা হইল। এভাবের শিক্ষাদান আমি অপর কোনও জেলায় কোন ম্যাজিষ্ট্রেটকে দিতে আমার জীবনে আর কখনও দেখি নাই।

সাহেব একদিন চট্টগ্রামবাসী কোন ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্যের সম্বন্ধে 'ষ্টুপিড' ( বোকা ) শব্দ ব্যবহার করায়, তাঁহার আহ্বানে আমাদের একটা 'জটলা' হইল। একখানা চিঠি মুসাবিদা হইল ; তাহাতে ঐ শব্দ প্রত্যাহার করার জন্য দাবী

* সদর হইতে বাহির হইয়া যাওয়ার হুকুম পাইবার পর রামগঞ্জ থানার সম্বন্ধে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া—"এইবার মফঃস্বল যাইব কি ?" এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লেখায় উত্তর আসিল "কুচ করিবার হুকুম পাওয়ার পর সদরে বুড়ীর ন্যায় থপথপ করিয়া বেড়ান অসঙ্গত! ডেপুটী কলেক্টর ইহার জন্য জবাব দিহি করিবেন। আর অদ্য সন্ধ্যার পর তাঁহাকে সদরে দেখা গেলে আদেশ লঙ্ঘন জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিব।"

পত্র পাঠ করিয়াই চক্ষু স্থির! বলা বাহুল্য রামগঞ্জ যাত্রা করিতে আর কাল বিলম্ব হয় নাই।

ছিল। সে চিঠি সাহেবের কাছে গিয়া পৌঁছিতেই তিনি উক্ত ডেপুটী কলেক্টরকে ডাকিয়া বলিলেন, "এসব কি? আমি ত তোমাকে অপমান করিতে চাহি নাই। তুমি ইংরাজের ব্যবহার না জানাতেই এই চিঠি লিখিয়াছ। আমরা দিনে দশবার নিজেদের 'ষ্টুপিড্' বলি। একটা জিনিষ কোথায় রাখিয়াছি মনে পড়িতেছে না, একটা নাম বা কাজ ভুলিয়া গিয়াছি, ইহাতে নিজেদের উপর বলি 'ওহ্ কি বোকামি' (ওহ্ হাউ ষ্টুপিড্!) উহাতে কোন দুষ্টবুদ্ধির আরোপ নাই; তোমরা সকলে (মুসাবিদা দেখিয়াই সাহেব বুঝিয়াছিলেন যে উহা উক্ত ডেপুটী কলেক্টরের একার লেখা নহে—এবং সেইজন্য 'ইউ আর অল' বলিলেন!)—ঐ যাঃ! আবার 'সেই শব্দ' ব্যবহার করিতে যাইতেছিলাম! আচ্ছা হাঁ (ওয়েল ইয়েস্) বালক বুদ্ধি (চাইল্ডিশ্)!"

সাহেব চিঠিখানা ডেপুটী বাবুর হাতে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, "সব ঠিক, যাও (অল রাইট—গো)।"

তিনি সেলাম করিয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া আসিলেন। আমাদের জটলায় ঠিক হইল যে প্রত্যাহারের পরিবর্ত্তে সাহেব ঐ শব্দ ইঙ্গিতে আমাদের সকলেরই উপর এবার ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিলেও, আর কথা বাড়াইলে 'বালক বুদ্ধি'ই প্রকাশিত হইবে।

এই সময়ে বাবু শ্যামাচরণ মিত্রের এজলাসে একটা মোকদ্দমা হইল। সাহেব নিজে সাক্ষী দিলেন যে তাঁহার বাবুর্চ্চি মুর্গির

ডিম চুরি করিয়াছে ; জেরায় দুই একটা প্রশ্নে প্রকাশ হইল যে উহা সাহেবের 'অনুমান' মাত্র ; মেথর খানসামা প্রভৃতি অন্য কেহও চুরি করিয়া থাকিতে পারে। আসামীর রেহাই হইল। সকলেরই মনে কেমন শঙ্কা হইল যে শ্যামাচরণ বাবুর শীঘ্র না হইলেও, শেষে একটা বিপদ হইবে। কয়েকমাস পরে শ্যামাচরণ বাবুর আফিসের একজন এপ্রেণ্টিস কোর্ট ফী ষ্ট্যাম্প চুরি করে। তখনকার কোর্ট ফীর অন্যপ্রকার মূর্ত্তি ছিল এবং সহজে জল দিয়া তুলিয়া লওয়া যাইত। একটি পুরাতন মোকদ্দমার বাকী আসামী তলবের নথীতে মোক্তারনামা পাওয়া না যাওয়ায় শ্যামাচরণ বাবু নিজেই অনুসন্ধান করিয়া সকল দোষ ধরিয়া ফেলেন এবং কালেক্টর সাহেবের নিকট রিপোর্ট করেন। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব শ্যামাচরণ বাবুর বিশেষ প্রশংসা করিয়া রিপোর্টে লিখিলেন, "এই অফিসারটী বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, উদ্যমশীল এবং সুবিচারক ; কিন্তু সেরেস্তার কার্য্যে একটু অসাবধান এবং আমলাদের উপর একটু বিশ্বাসপ্রবণ (ইনক্লাইণ্ড টু ট্রষ্ট দি আমলা)। সেই জন্যই এই ঘটনা ঘটিয়াছে।" অনেকেরই মনে হইল যে এত প্রশংসা, বিশেষতঃ উদ্যমশীলতার এবং সুবিচারের প্রশংসা এ ক্ষেত্রে বড়ই মারাত্মক হইবে ; সেই ডিম চুরির মোকদ্দমার জন্য সাহেব চটিয়া আছেন এ কথা বলার পথ মারিয়া রাখা হইল, শ্যামাচরণ নিজেই সেরেস্তার দোষটা ধরিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া রাখা হইল! আমলাদের কার্য্য নিখুঁতভাবে পরিদর্শনই ডেপুটী কালেক্টরদিগের

প্রধান কার্য্য ; তাঁহাদের পক্ষে 'আমলার উপর নির্ভর' করার অপেক্ষা আর কি অধিক দোষ হইতে পারে ? সরলচিত্ত বলায় অনবধানতার মার্জ্জনা হয় না !

রিপোর্টের ফলে গবর্ণমেণ্টের হুকুমে সুযোগ্য এবং তেজস্বী শ্যামাচরণ বাবুকে তাঁহার শ্রেণীর আটজনের নিম্নে নামাইয়া দেওয়া হইল। তিনি কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের নিকট যে আবেদন করিলেন, তাহার জবাব আসিল যে, সাহেব তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া থাকেন, তবে ঠিক ঐ 'আমলার উপর নির্ভর' করার দোষ এই ঘটনার দুই এক মাস পূর্ব্বেই কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে বার্ষিক গুপ্ত রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমাদের আবার মনে হইল, কি পাকা কড়া লোক !

হয় ত শ্যাম বাবুর কিছু অসাবধানতা ছিল। কিন্তু আসল কথা এই যে, শ্যামাচরণ বাবুর উপর আমাদের সকলের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রাজসাহীতে কার্য্য করার সময় একদিন তিনি নৌকা করিয়া পাখী শিকার করিতে গিয়া ছিটে গুলি ভরা বন্দুকটী বগলের মধ্যে দিয়া পার করিয়া রাখিয়া বসিয়াছিলেন ; হঠাৎ নৌকাটা টলায় কিরূপ অসামালে বন্দুকটা সরিয়া আসে এবং ঘোড়া পড়িয়া আওয়াজ হইয়া যায় ; তাঁহার ডান হাতটি ছিন্ন হইয়া গিয়া স্কন্ধ হইতে সামান্য মাত্র ঝুলিতে থাকে। ডাক্তারে উহা কাটিয়া দিলে আরোগ্য হন এবং শ্যামাচরণ বাবু অল্প দিনেই বামহস্তে সুন্দররূপে লিখিতে শিখেন। তাহার পর তিনি ঐ বাম হস্তেই বন্দুক ধরিয়া বাঘ শিকার করিতে

পারিতেন, ঘোড়ার লাগাম বাম হস্তে রাখিয়া এবং তাহাতেই চাবুক ধরিয়া ঘোড়দৌড় করিতেন। বাঙ্গালী যে উৎকৃষ্ট সামরিক অফিসার হইতে পারে, উহার মধ্যে অদম্য উৎসাহ থাকিতে পারে, দক্ষিণ হস্তহীন শ্যামাচরণ বাবু আমার চক্ষে তাহা সপ্রমাণিত করিয়াছিলেন।

ওদিকে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের নোয়াখালিতে আসার পূর্ব্বের ইতিহাসটা তাঁহার প্রতি কাহারও চিত্তাকর্ষক ছিল না। সাহেব দিনাজপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট থাকা কালে একজন মোক্তারের কাণে খোলামকুচি দিয়া দুই জন চাপরাশী দ্বারা কাছারির চারিদিকে দৌড় করাইয়াছিলেন; তাহাতে উহাঁকে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নামাইয়া দেওয়া হয়।*

সাহেব তখনই কয়েক মাস ছুটী লইয়া বিলাত চলিয়া যান এবং ফিরিয়া আসিয়া সুদূর নোয়াখালিতে (তখন রেলপথ ছিল না)—একটিন ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবে আবির্ভূত হন। উঁহার উপর এজন্য একটা ভয় এবং সন্দেহের ভাব সকলেরই মনে মনে ছিল।

কথিত আছে অপর কোন জেলায় সাহেবের বদলীর সময়ে কয়েকজন আমলা আফিস বহিতে তাহাদের কার্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়া রাখিয়া যাইতে অনুরোধ করায় সাহেব বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে এক বৎসর কাজ করিয়াও যাহাদের সার্ভিস

---

* নোয়াখালিতে থাকার সময় ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব আবার যখন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে পাকা হইলেন, তখন ('উইথ এফেক্ট ফ্রম' অমুক তারিখ হইতে শব্দ সংযুক্ত থাকায়) অবনতিতে যত টাকা কম পাইয়াছিলেন তাহা পূর্ণ হইয়া যায়।

বহিতে দোষ লেখা হয় নাই, তাহাদের প্রশংসার ত কিছুই বাকী নাই !”

৺ভবতারা ঘোষ ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার নিরীহ ভাল লোক ছিলেন ; সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত এবং খাঁটি লোক বলিয়া জানিত। একটা জমিদারীর ম্যানেজার সাণ্ডিস সাহেব তখন নোয়াখালি ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁহার বেনামী ঠিকাদারী কার্য্য ছিল বলিয়া শুনা যাইত। সে যাহাই হউক, ভবতারা বাবুর সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই আফিসের কাগজে খিটিমিটি চলিত। ওয়েষ্টম্যাকট সাণ্ডিস সাহেব বা তাঁহার মেমের সহিত অনেকটা সময় একত্রে থাকিতেন ; ওরূপ মফস্বল স্থানে ইউরোপীয় আর কয়জন ! ভবতারা বাবুর বিরুদ্ধে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সুস্পষ্ট কোন অভিযোগ ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারের উদ্যমশীলতা, পরিশ্রমের ক্ষমতা এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা সম্বন্ধে সুখ্যাতি এ সবই ছিল—কেবল উহার “প্রধান কার্য্য” যে খরচ কম রাখার জন্য কড়া সজাগ লক্ষ্য রাখা, সেই দিকে যথোচিত চেষ্টার অভাবের আভাস দেওয়া ছিল ; সততার উপর কোন কটাক্ষ সুস্পষ্ট ভাবে করা হয় নাই। কূট রচনার আদর্শস্বরূপ রিপোর্টের সমস্তটা পড়িলে এই ভাব আসিবে যে মানুষটা অজ্ঞ বা মন্দ নয়, তবে আসলে কাজ ভাল হইতেছে না—অপরের উপর চাপ রাখিয়া, “কাজ ঠিক ঠিক লওয়া” ইহাঁর দ্বারা কষ্টসাধ্য ! ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে ভবতারা বাবু গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া বিশেষ

আঘাত পাইয়াছিলেন। * অসুস্থ শরীরে এ সকল খিটিমিটি ভাল লাগিল না, কার্য্য ত্যাগ করিলেন।

আমাকেও অচিরে একটা হাঙ্গামায় পড়িতে হইল। লিলিভার সাহেব সুপারইণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার চট্টগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। বাজারের নিকট খালে তাঁহার নৌকা ছিল; তিনি বাজারে পায়চারি করিতে থাকা কালে অনেক অজ্ঞ হাটুরে লোক চারিদিকে আসিয়া তাঁহার বেশভূষা, চুলের এবং চক্ষের রং প্রভৃতি দেখিতে থাকে! সাহেব একটু পথ পরিস্কার করার জন্য হাতের ছাতাটা ঘোরান, উহা একটি স্কুলের ছেলের গায়ে লাগে। সে "হোয়াই ডু ইউ বীট সার? (মহাশয় মারিলেন কেন)" বলিলে, সাহেব নিজের নৌকার দিকে চলিয়া যান। সাহেবকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া দর্শকেরা এবং ছেলেরা বলে যে নালিশ করিব (উই উইল কমপ্লেন)। কোন কোন স্কুলের বা অন্য হাটের ছোকরা মাটির ঢেলা ছোঁড়ে, অবশ্য সাহেবকে তাহা লাগে নাই।

সুভদ্র সাহেবটী একটী ছেলেকে ছাতা দিয়া আঘাত করিয়া ফেলায় এবং নালিশের ভয় দেখানয় ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে তিনি ছাতা দিয়া ভিড় সরাইতে-ছিলেন; মারিতে ইচ্ছা ছিল না; শীঘ্রই তাঁহার চট্টগ্রামে ফিরিয়া যাওয়া প্রয়োজন; যেন নালিশ করিয়া কেহ উহঁাকে না আটক করে। উহাতে ঢেলা ছোঁড়ার কথাও ছিল। কিন্তু

* টমটমে চড়িবার সময়ে অসাবধানে সহিসের হাত হইতে রাশ হাতে না লইয়া উঠিতেই ঘোড়াটা জোর করিয়া সহিসের হাত ছাড়াইয়া দৌড় দেয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব এ সংবাদে অবিলম্বে নিজে গিয়া পুলিস সহ তদারক করিয়া চারিটী ছেলেকে দাঙ্গার অপরাধে চালান করাইয়া দিলেন এবং আমাকে কুঠীতে ডাকিয়া মোকদ্দমার নথিটী হাতে দিলেন। বলিলেন, "তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী—তুমি স্কুলের ছেলেদের সাজা দিলে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না; জগদ্বন্ধু বাবু সাজা দিলে লোকে বলিবে, বাঙ্গালানবিশ হাকিম ইংরাজ বাদীর খাতির করিয়াছেন; তুমি ৫০্ টাকা করিয়া জরিমানা করিও; জেলের প্রয়োজন নাই; আমি নিজে অনুসন্ধান করিয়াছি উহারা ঠিক দোষী বটে। বাদীপক্ষের জবানবন্দী এবং জেরা শেষ করাইয়া আজই অভিযোগ (চার্জ্জ) শুনাইয়া তখনই পুনর্ব্বার জেরা করিতে বলিও। তাহা হইলে আর লিলিভার সাহেবকে আসামীর পক্ষীয় উকিল আটকাইয়া রাখিয়া কষ্ট দিতে পারিবে না। তুমি বেশ কর্ম্মঠ, শিক্ষিত কর্ম্মচারী, এই জন্য পূর্ণ অভিজ্ঞতা না জন্মিয়া থাকিলেও তোমাকেই এই বিশেষ মোকদ্দমাটার ভার দিলাম।"

সাহেবকে নীরবে সেলাম করিয়া ফিরিলাম। পথে মনে হইল, "কেনই বা হুগলী নর্ম্মাল স্কুলের পঞ্চাশ টাকার সম্মানিত অধ্যাপনার কার্য্য, বাড়ীর ভাত, গঙ্গাতীর এবং পূজ্যপাদ পিতৃদেবের চরণ ছাড়িয়া এখানে আসিলাম! আর এ কি বে-ইজ্জতি যে একেবারে দোষী ঠিক, সাজার পরিমাণ ঠিক করিয়া অপরে নির্দ্দেশ করিয়া দিল এবং আমাকে দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া স্থির

করিল যে আমি একেবারে গলিয়া গিয়া 'যো হুকুম ভাবে' উহারই কথা মত কার্য্য করিব ?"

"তখন এই চাকরী লইয়া আসার সময়ে পূজ্যপাদ পিতৃদেব, যাহা আমার এই কার্য্যের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় জানিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা মনে আসিল। তিনি বলিয়াছিলেন —"এই বংশ চিরকাল অধ্যাপকের বংশ। তুমিও শিক্ষকতা করিতেছিলে। এক্ষণে একটা পেয়াদার চাকরীতে লোক নির্ব্বাচন হউক, আর খুনি মোকদ্দমাই হউক, যেখানে তোমাকে মত স্থির করিতে হইবে, তাহা তোমার ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যের কথা, তাহাতে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই।"*

---

* বি ইট দি অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ এ পিয়ন, অব দি ট্রায়ল অফ এ মার্ডার কেস, হোয়ার দি শ্লাইটেষ্ট ডিস্‌ক্রিশন ইজ গিভন টু ইউ, ইট ইজ বিটুয়িন ইউ এণ্ড ইউর গড— এণ্ড নো থার্ড পার্টী হ্যাজ এ ভয়েস ইন্ দি ম্যাটার।" উত্তরকালে পাটনায় লী সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট আমার ফাইলে কোন মোকদ্দমার নথী সম্মুখে রাখিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠান এবং তৎসম্বন্ধে কিছু বলিতে চাহেন। আমি বলি, "মোকদ্দমা সম্বন্ধে কোন কথাবার্ত্তা কহিবার পূর্ব্বে আমার চাকরীতে প্রবেশকালে আমার সম্বন্ধে আমার পিতা যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা বলিতে চাহি। তিনি বলিলেন, সহস্র সহস্র পুরুষ আমরা অধ্যাপক পণ্ডিত ছিলাম। তুমিও প্রথমে মাষ্টারী করিয়াছ। তোমার এবার চাকরীতে একটু একজিকিউ-টিভ কার্য্য মিশ্রিত আছে, কিন্তু যেখানে তোমাকে মত স্থির করিতে হইবে সেখানে"— আমি উপরের লিখিত উপদেশটি ঠিক ঠিক বলিলাম। সুভদ্র সাহেবটী নথী টানিয়া ফিরাইয়া লইলেন এবং অন্য কথা পাড়িলেন।

অপর একজন আমাকে অত সহজে ছাড়েন নাই। বলিয়াছিলেন, "কে তোমার বিচারকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিতে চাহিতেছে ? শুধু এই কথা যে অ্যাসিষ্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদের আপিল শুনিবার সময় জামিনে খালাস দিও না। উহারা খুব সুশিক্ষিত, উহাদের ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম।" আমি বলি যে যাহাদের অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাদের সরাসরি বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হইলে—আপিলের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু যাহারা ভিন্নদেশে অল্পদিন আসিয়াছেন, এখানকার ভাষা এবং আচারাদি সম্বন্ধে একান্ত অজ্ঞ, তাঁহাদের কার্য্যে ভুল থাকিবার সম্ভাবনা অধিক বলিয়াই আইনে তাঁহাদের সকল হুকুমে

মনের ভার অনেকটা কমিয়া গেল—দেখিলাম যে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সেই যাবজ্জীবনের সহায়তা এখানেও সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে ; এরূপ ক্ষেত্রের জন্য সুশিক্ষা তিনি ( পরম প্রীতিতে ভবিষ্যৎ দৃষ্টিতে দেখিয়া ) পূর্ব্বেই দিয়া রাখিয়াছেন ! তখন চুঁচুড়ায় চারিদিনে চিঠি যাইত এবং চারিদিনে আসিত। তথাপি প্রথমেই তাঁহাকে এক খানা চিঠি লিখিয়া মনের ভাব আরও কমাইয়া ফেলিয়া, তাহার পর মোকদ্দমাটী ধরিলাম।

দেখিলাম যে জজকোর্টের সকল বড় বড় উকীল আসিয়াছেন। উকীল রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন, "এই বালকদিগের মোকদ্দমা খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তদন্ত করিতে গিয়াছিলেন এবং পুলিশ চালান দিলে আপনাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ইহা সোপর্দ্দ করিয়াছেন। কিন্তু যে লোকের পুত্রের নিকট মোকদ্দমা হইবে তাহা স্মরণে সুবিচার সম্বন্ধে আমার এই মক্কেলদিগের অভি-ভাবকগণ সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক। সাক্ষী ডাকিবার পূর্ব্বেই আমি বালকদিগের গায়ে একখানি করিয়া র‍্যাপার জড়াইয়া দিতে চাই —কাহার গায়ে সাদা কামিজ, কাহার গায়ে কি রঙের পিরাণ, কাহার কাঁধে চাদর এইরূপ সনাক্ত করার জন্য পুলিসের দ্বারা শিক্ষিত উপায়গুলি তাহাতে ঢাকা পড়িবে ; র‍্যাপার গায়ে আরও কয়েকটী ঐ বয়সের ছেলেও উহাদের সহিত মিলাইয়া

---

আপিলের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন—এক আনা জরিমানারও আপিল। তবে আমাকে সাধারণ ভাবে সব আপিল শুনিবার হুকুম দিয়া না রাখিয়া যে গুলি, আপনি শুনিবার সময় করিতে পারিবেন সেগুলি নিজেই শুনিবেন—বাকীগুলি আমাকে সোপর্দ্দ করিতে পারেন।" সাহেব ঐ ইঙ্গিত মতে সিবিলিয়ানদের আপিল আর আমার কাছে পাঠাইতেন না।

রাখিতে চাহি—তাহা হইলেই সাক্ষীরা প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষ চিনিয়াছিল কি না ঠিক হইবে।”

রত্নেশ্বর বাবু ঐ মর্ম্মে লিখিত দরখাস্তও সঙ্গে সঙ্গে দাখিল করিলেন।

“এই দরখাস্ত নামঞ্জুর করার কোন কারণ নাই”—আমি এই কয়েকটী কথামাত্র উহার উপর লিখিলাম। ১২।১৩টি এক মাপের এবং এক রঙের ছেলের সহিত চারিজন আসামীকে মিশাইয়া দিয়া, প্রত্যেকের গায়ে একখানি করিয়া ময়ূরকণ্ঠি র‍্যাপার জড়াইয়া দেওয়া হইল। পাঁচজনের মধ্যে একজন আসামী একটু বয়সে বড় ও দীর্ঘাকার ছিল। সাক্ষীরা তাহাকেই সনাক্ত করিল; অপর আসামীগুলিকে পারিল না—অন্যান্য ছেলেদেরই হাত ধরিল! সাহেব কাহাকেও সনাক্ত করিলেন না এবং ছাতির দ্বারা আঘাত করা স্বীকার করিলেন। রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন যে তাঁহারই ভুলে দীর্ঘ আকারের চারিজন বালককে আনা হয় নাই, তাই ‘অন্ততঃ ঢেঙ্গাটীকে ধরিস’ পুলিসের এই উপদেশে সে সনাক্ত হইয়া গিয়াছে!

যাহা হউক, “তুমি পাঁচজন বা তদপেক্ষা অধিক লোকের সহিত অবৈধ জনতা করিয়া দাঙ্গা করিয়াছ” এই চার্জ্জ উহাকে শুনাইয়া, অপর বালকদের বিরুদ্ধে প্রমাণ নাই বলিয়া তাহাদের ছাড়িয়া দিলাম।

দশ মিনিট মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব নথী সহ ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি সমগ্র জবানবন্দী শুনিয়া, বলিলেন “এই সকল

ছেলে, উকীল এবং আমলাদের স্ব-স্বম্পর্কিত, এই জন্য প্রসিকিউ-শনে হয়ত একটু আল্‌গা দিয়াছে। যাহা হউক, তুমি আসল আসামীটার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখিয়াছ, একটার সাজা হইলেই এ সকল উপদ্রব করিতে লোকে ভয় পাইবে।" আমি নীরবে সেলাম করিয়া ফিরিলাম।

দাদা লিখিলেন যে পিতৃদেবের দৃঢ় বিশ্বাস আছে, আমি বিচারে অন্যায় করিব না এবং অপরাধ প্রমাণ হইলে "ঠিক" যে সাজা উচিত, তাহাই প্রয়োগ করিব—সাহেবের নির্দ্দেশিত সাজার সহিত তাহা মিল হউক আর না হউক ;—ম্যাজিষ্ট্রেটের কথায় বা উকীলের কথায় বা সংবাদপত্রের উক্তিতে বা জনরবে কিছুতেই বিচলিত হইতে আমার অধিকার নাই।

যথাকালে আসামীর পক্ষে সাক্ষীদের জবানবন্দী হইয়া গেল। বাদীর পক্ষে রবার্ট কেলি নামে কালো রঙের একজন কালেক্‌-টারির কেরাণী এই আসামীটাকে সনাক্ত করিয়াছিল। সে যে উহাদের সহিত বিদ্বেষভাবাপন্ন এবং নিজে একেবারে চরিত্রহীন তাহা কয়েকজন সুভদ্র সাক্ষী—একজন তন্মধ্যে অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট—প্রমাণ করিলেন। তদ্ভিন্ন জেল দারোগার ভ্রাতা বলিল, তাহার সহিত আসামী তাস খেলিতেছিল ; জেলের ঘড়ি বাজায় সময়ের ঠিক ছিল। যে সময়ে বাজারে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হয় সে সময়ে সুতরাং আসামীর তথায় থাকা অসম্ভব ; সনাক্তে ভুল হইয়া গিয়াছে—এই ভাবের সাক্ষ্য এবং তর্ক। জেরায় ছক্কা পঞ্জা ধরার ক্রম এবং সংখ্যা প্রভৃতি সাক্ষীরা এ

বিষয়ে একই ভাবে বলিল। আসামী নির্দ্দোষ বিশ্বাসে আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিলাম। [পরে শুনিলাম যে জেল দারোগা সংবাদবাহী এবং সাহেবের প্রিয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস ছিল। এ জন্য তথায় থাকার (অ্যালিবাই) সাক্ষ্য সম্বন্ধে কাহারই সহজেই অবিশ্বাস হইবে না এই যুক্তিতে ঐ ভাবে সাক্ষ্য সাজান হইয়াছিল, কিন্তু আমি প্রকৃত পক্ষেই ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। পূর্ব্ব হইতে জেল দারোগাও জানিতে পারেন নাই যে তাঁহার ভাই এ ভাবে সাক্ষ্য দিতে যাইবে। সাক্ষ্য দেওয়ার এবং সঙ্গে সঙ্গে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পরে এ সব জানিয়া তিনি ভ্রাতাকে নাকি যথেষ্ট প্রহার করিয়াছিলেন।]

ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব কমিশনরকে রিপোর্ট করিলেন যে বিচার বিভ্রাট হইয়া গিয়াছে, সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয়দিগের মফঃস্বলে সম্ভ্রম এবং প্রাণ নিরাপদ থাকিবে না; সুতরাং গবর্ণমেণ্টে লিখিয়া পুনর্ব্বিচারের হুকুম আনাইতে হইবে। কমিশনর সাহেব নথি ফেরত দিলেন এবং লিখিলেন যে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচার নথি দৃষ্টে নিখুঁত বলিয়াই বোধ হইল; বাদী নিজে ঘটনাকে একটুও গুরুতর মনে করেন নাই, এবং প্রকৃতপক্ষে এক্ষেত্রে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করার কোন কারণই দেখা যায় না।

কিছুদিন পরে সদর হইতে ২৭ মাইল দূরে কোনও খাস মহলের তহশীলদারের মৃত্যু সংবাদ আসিল। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব বৈকালে সন্ধ্যার অল্প একটু পূর্ব্বেই আমার নামে হুকুম পাঠাইয়া দিলেন যে, সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই ডেপুটী কলেক্টর রওয়ানা

হইয়া সূর্য্যোদয় কালে পৌঁছিয়া তহশীলদারের কাগজপত্রের চার্জ্জ লইবেন—ডেপুটী কলেক্টর উত্তম ঘোড়সওয়ার সুতরাং ইহা অক্লেশেই পারিবেন। সিনিয়ার ডেপুটী শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় হুকুমটা দেখিয়া বলিলেন, "অন্ধকার রাত্রে অচেনা খারাপ মেটে রাস্তায় এতটা পথ ঘোড়া দৌড়াইয়া যাওয়া যুক্তি-সঙ্গত নহে। তুমি অবিলম্বেই তোমার ঘোড়ায় চড়িয়া সহিস লইয়া বাহির হইয়া যাও; একখানা ছাপ্পরওয়ালা ভাল গরুর গাড়ীতে পুরু করিয়া খড় বিছাইয়া তাহার উপর তোমার বিছানা করাইয়া পাঠাইয়া দিতেছি; মাইল তিন চার যাইতেই অন্ধকার হইবে, তখন কোথাও পথের ধারে ঘোড়া হইতে নামিয়া অপেক্ষা করিও; সেখানে সেই দ্রুতগামী গরুর গাড়ী, লণ্ঠন, জলখাবার এবং চাপরাসী পৌঁছিবে। সমস্ত রাত্রি নিদ্রিত অবস্থায় যাইতে থাকিবে। সাহেবের অন্যায় তাড়াতাড়ি!" তাহাই করিলাম। প্রীতি এবং যত্ন এ জীবনে কতই অযাচিত পাইয়াছি!

প্রাতঃকালেই গন্তব্যস্থানে নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছিয়া, কাগজপত্র গোরুর গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া ফিরিলাম। শেষের ৭ মাইল দ্রুতবেগে ঘোড়ায় আসিয়া আফিসে গেলাম। মোটের উপর কষ্ট বা বিলম্ব কিছুই হইল না।

কয়েক দিন পরে, আমি সাহেবের হুকুম পাইলাম যে, সেই দিনই হাতিয়ায় গিয়া একটা মারপাট মোকদ্দমার সরেজমিন তদারক করিতে হইবে। হাতীয়া দ্বীপে মুনসেফের তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে। তিনি ঐ মোকদ্দমা ডিসমিস

করেন। হাতিয়ায় যাইতে সমুদ্রের একটা অংশ পার হইতে হয়। সেদিন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছিল এবং প্রবল বায়ু বহিতেছিল। চন্দ্রকুমার বাবু দেখিয়া বলিলেন, "সাতদিনে তদারক করিয়া রিপোর্ট দিবে এই রূপ বলাই দস্তুর মত এবং সঙ্গত হইত। 'আজই' এই প্রবল বায়ুর মুখে কেন?"

তিনি বাদীকে ডাকিয়া বলিলেন, "সাহেবের ত এই হুকুম, তোমাকে ডেপুটী বাবুর সঙ্গে আজই পুলিশ বোটে যাইতে হইবে; উনি একা গিয়া কি করিবেন?"

লোকটা বলিল, "পুলিশ বোটের লোকে দায়ে পড়িয়া পার হওয়ার চেষ্টা হয়ত করিতেও পারে, কিন্তু আমি এ নদীকে চিনি; আমি আজ ত যাইবই না; হাওয়া থামার পরও এক-দিন ঢেউ থামিবার সময় দিয়া তাহার পর পার হইব।"

চন্দ্রকুমার বাবু বলিলেন, "সেকি হয়? সাহেবের হুকুম ডেপুটী বাবুকে তামিল করিতেই হইবে: সুতরাং তোমাকে সঙ্গে যাইতেই হইবে।"

তখন বাদী কাতরভাবে বলিল, "হুজুর এর উপায় করুন, নচেৎ সকলেই ডুবিয়া মরিব।"

চন্দ্রকুমার বাবু বলিলেন, "ব্যাপারটা আপোষে মিটাইয়া ফেল না; অপর পক্ষের লোকেও তোমার 'মোশনে' কি হয় দেখিতে আসিয়া থাকিবে; তাহারাও যে ডুবিয়া মরিতে অনিচ্ছুক তাহার সন্দেহ নাই!"

বাদী ঘণ্টাখানেক মধ্যেই আমার নিকট দরখাস্ত দিল যে

মোকদ্দমার মিটমাট হইয়া গিয়াছে, আর তদারকের প্রয়োজন নাই।

আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু বন্ধুবর্গের বিরুদ্ধ অনুমান সত্ত্বেও ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছি যে অসমসাহসী ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হয়ত জলে স্থলে এই দুই হুকুম আমার পক্ষে অনুমাত্র বিপজ্জনক হইতে পারে বলিয়া মনে করেন নাই।

আমার চিরকাল ৺গঙ্গাতীরে বাস। পূর্ব্বে কখনও পুষ্করিণীর জল খাইতে হয় নাই। নোয়াখালির জল ভাল লাগিত না, অপরিমিত ডাবের জল খাইতাম। শ্লেষ্মাব বৃদ্ধিতে অমাবস্যা পূর্ণিমায় জ্বর হইতে লাগিল; পূজ্যপাদ পিতৃদেব আমার বদলী হওয়ার জন্য কক্‌রেল সাহেবকে বলিলেন; আমার হাবড়ায় বদলী হওয়ার হুকুম হইল। কিন্তু হুকুমের পর প্রায় তিন মাস আমাকে নোয়াখালিতে থাকিতে হয়। সাহেব ছাড়িলেন না; বলিলেন আরও একজন আসিয়া না পৌঁছিলে তিনি যাইতে দিবেন না। তখন বদলীর দশদিন মধ্যে চলিয়া যাইতে হইবে এরূপ সাধারণ হুকুম জারি ছিল না; তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেটেরাও আটকাইয়া রাখিতে পারিতেন এবং কর্ম্মচারীরাও বদলীর বিরুদ্ধে লেখালেখি করাইতে পারিতেন।

চন্দ্রকুমার বাবু বলিয়াছিলেন, "অবশ্য বাড়ী যাইবার জন্য একটু ব্যগ্রতা হইতে পারে; কিন্তু ভাজনা খোলা হইতে আগুনে পড়ার ( ফ্রম ফ্রাইং প্যান ইনটু দি ফায়ার ) জন্য আগ্রহের কারণ নাই; বকল্যাণ্ড সাহেব হাবড়ায়!"

আমার প্রথম চাকরী ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের নিকট হওয়ায় বড়ই লাভ হইয়াছিল। অপর সকল সিভিলিয়নকে তুলনায় অল্লাধিক মিষ্ট বা পান্‌সেই মনে হইয়াছে।

কিছুকাল পরে হাবড়াতে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের অধীনে কার্য্য করিতে হয়। তখন হাবড়া স্কুলের ছেলেদের মাঠে ঔদ্ধত্য সম্বন্ধে পুলিশের রিপোর্টে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হেড মাষ্টারকে উপদেশ দেন যে, ছেলেদের অনেকটা করিয়া পড়া মুখস্থ করিতে ( টাস্ক ) যেন দেন। দেখিলাম রাজধানীর নিকটে সাহেবের হুকুম স্কুলের ছাত্রদিগের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত নরম।

যখন মেহেরপুরে ( ১৮৯৩ ) কার্য্য করি, তখন ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব কমিশনর। পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। বিশেষ কোন দোষ ধরেন নাই; বলিলেন, "তোমার কার্য্যে সুখ্যাতি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি। দুইটা সবডিবিজনের ভার পাইয়াছ। নোয়াখালির শিক্ষার কার্য্যে সুবিধা পাইতেছ কি না ?"

আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহা স্বীকার করিলাম। মনে হইল বুঝি পদোন্নতি সহ সাহেবের ধরণধারণ অনেকটা সুমিষ্ট হইয়াছে।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ রায়ের সহিত ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের ইহার পর কিন্তু বনগাঁ সবডিবিজন পরিদর্শন কালে যে গোলযোগ ঘটে, তাহাতে সাহেবের স্বভাব পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণই দেখা যায় নাই! সাহেব একখানা পুরাতন ট্রেজারির রেজিষ্টার চাহিয়া লইয়া তীব্র ভাষায় দোষ ধরিতেছিলেন।

সেই সঙ্গে বাঙ্গালী মাত্রেরই উপর কর্ত্তব্যপরায়ণতার এবং সততার অভাব আরোপ করিতে করিতে উদাহরণ স্বরূপ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ-গোবিন্দ গুপ্তের এবং ব্রজেন্দ্রনাথ দের নামও তাচ্ছিল্যের সহিত উল্লেখ করেন।

বন্ধুবর বলেন, "আপনি কমিশনর, পরিদর্শনে যে দোষ দেখিবেন তাহা লিখিয়া ফেলুন, জাতিগত বা ব্যক্তিগত ভাবে গালাগালি করিলে আমি তাহা ব্যক্তিগত কার্য্য বলিয়া ধরিতে বাধ্য হইব ; এবং মেজাজ ঠিক রাখিতে পারিব বলিয়া মনে হইতেছে না !"

সাহেব ক্রোধান্ধ হইয়া রুল হস্তে দাঁড়াইয়া গালির মাত্রা চড়াইয়া দিলে, উভয়ে হাতাহাতি উপস্থিত হইল।

ট্রেজারি গার্ডের দীর্ঘকায় হেড কনেষ্টবল দৌড়াইয়া আসে এবং "হুজুরলোগ কেয়া কর্ত্তে হেঁ"—বলিয়া বন্ধুবরকে টানিয়া সরাইয়া দিবার সময় ভূপতিত সাহেবকে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে, তাহার প্রকাণ্ড জুতাশুদ্ধ মাড়াইয়া ফেলে। [ সাহেব পূর্ব্ব বৎসরে আসিয়া উহাদের অশ্বত্থতলায় স্থিত ১০।১২ বৎসরের অতীব ক্ষুদ্র তুলসী মঞ্চটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যান এবং বলেন—'বিনা অনু-মতিতে কেন সরকারী ইট গাঁথিলে ?' ] সে যাহা হউক, ইহার পর ইন্‌স্পেক্‌সন বাঙ্গালায় গিয়া যে রিপোর্ট 'রাগের মাথায়' লেখেন তাহা একান্তই ভ্রমপূর্ণ এবং বিদ্বেষপূর্ণ বলিয়া অনুসন্ধানে প্রমাণিত হয়।*

(১) একবার বার্ষিক রিপোর্টে ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব লেখেন, "এ কপ্‌ল্ অফ

সে সময় সার চার্লস্ এলিয়ট্ ছোট লাট এবং খ্যাতনামা কটন, বোল্টন এবং এড্গার সাহেব উচ্চ রাজকর্ম্মচারী। যদি ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের ব্যবহারের জন্য, সাধারণতঃ সিভিলিয়ান দলের সহিত তাঁহার একটা মনোমালিন্য না থাকিত, তাহা হইলে বন্ধুবরের পরিত্রাণ পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ফলে কিন্তু ইহার পরই ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব পেন্সন লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। বোর্ড অফ্ রেভিনিউয়ে প্রবেশ করিতে পাইলেন না।

কনষ্টেবলস্ আর ে .. ইউস্ফুল ত্থান হাফ এ ডজন হাইকোর্ট জজেস্।" দুই জন কনেষ্ট-বল আধ ডজন হাইকোর্টের জজ অপেক্ষা অধিক উপকারী।

(২) আর একবারের রিপোর্টে নদীয়া জেলার জমিদার নফরচন্দ্র পালচৌধুরীর সম্বন্ধে সাহেবের ব্যবহৃত নটোরিয়স্ (দুষ্কর্ম্মে বখ্যাত) শব্দ কলিকাতা গেজেটে ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়া যাওয়ার পর কালি দিয়া কাটিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছিল।

(৩) অপর এক সময়ে তিনি লেখেন মুন্সেফ ও সদর আলারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও কমিশনরকে সম্মান দেখাইবার জন্য দেখা করিতে যান না সেটা ভাল নয়। ইহার উত্তরে ইডেন সাহেব গবর্ণমেণ্ট রেজিলিউনে ছাপাইয়া দেন যে "সম্মানার্হকে লোকে স্বতঃই সম্মান দেখাইয়া থাকে। সম্মান চাহিয়া বেড়াইতে হয় না।"

# ৺প্রসন্নকুমার বসু

নোয়াখালি হইতে আমার হাবড়ায় বদলী হওয়ার সংবাদে নোয়াখালির এক বন্ধু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "এইবার উত্তপ্ত কটাহ হইতে অগ্নিতে পতন (ফ্রম ফ্রাইং প্যান ইন্ টু দি ফায়ার) হইবে। বকল্যাণ্ড সাহেব ওয়েষ্টম্যাকট্ সাহেব অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।"

আমার পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেব এক সময়ে চন্দ্রনাথ দর্শন করিয়াছিলেন; আমার মনে হইল যে বাটী যাইবার সময় ঐ তীর্থ দর্শন করিয়া চট্টগ্রাম দিয়া ফেরাই ভাল। কুমিল্লায় পরীক্ষা দিতে গিয়াছিলাম; চট্টগ্রাম স্বেচ্ছায় গেলে হয়ত ঐ বিভাগে আর আসিতে হইবে না। তখন রেলপথ ঐ দিকে খুলে নাই, (২৮।১০।৮১) গোরুর গাড়ীতে নোয়াখালি ছাড়িয়া পথে শ্রীশ্রীচন্দ্রনাথ, বড়বানল, সহস্রধারা, জ্যোতির্ম্ময় দর্শনের আনন্দ লাভ করি। ৪।১১।৮১ তারিখে চুঁচূড়ায় পৌঁছিয়াছিলাম। কয়েক দিন তথায় বড়ই সুখে কাটিল। বন্ধুবান্ধবদের বলিলাম, যদি বৎসরে একবার করিয়া বক্সর হইতে চট্টগ্রাম, বা রংপুর হইতে কটক বদলী করে, তাহা হইলে কার্য্যে যোগ দেওয়ার জন্য প্রাপ্য সময় জয়েনিং টাইম হইতে আট দশ দিন নির্ব্বিঘ্নে বাড়ী থাকা যায়। বন্ধু অভয় এ কথায় বলিলেন, "হাঁ, নোয়াখালী হইতে হাবড়ায় বদলী ভাল লাগিয়াছে; কিন্তু হাবড়া হইতে

বদলী হয়ত পূর্ণিয়ায়, এক বৎসরের শেষে কেন, দুই বৎসর পরেও ভাল লাগিবে না।”

প্রকৃত আমার দুই বৎসরেই পূর্ণিয়ার আরারিয়া মহকুমায় বদলী হইয়াছিল। বন্ধুবরের কথা ওরূপ আশ্চর্য্য ভাবে ঠিক দাঁড়াইলে আমি যখন তাঁহাকে ‘ত্রিকালদর্শী মহাত্মা’ বলিলাম, তখন তিনি বলিলেন—“পাপ মুখে কি যে বলিয়াছিলাম! ওখানে গিয়া, ব্যারামে না পড়িলেই ভাল!”

প্রকৃতই আরারিয়ায় আমার সঙ্কটাপন্ন ব্যারাম হইয়াছিল। সুগন্ধ্যার কায়স্থ কবিরাজ বংশীয় অভয়চরণ রায় আমার বাঙ্গলা স্কুলের ও কলিজিয়েট স্কুলের সহপাঠী; আমাকে প্রকৃতই ভালবাসিত; সূক্ষ্ম সহানুভূতিতে হয়ত কিরূপে এসব উহার ঠিক ঠিক মনে আসিতেছিল! অভয় পরে পুত্রশোকে উন্মাদগ্রস্ত হওয়ায় আমার মনে হয় যে, উহার স্নায়ুমণ্ডলে প্রকৃত এরূপ একটা অনন্যসাধারণ সূক্ষ্ম অনুভূতি আসিতেছিল, যাহা যোগী ভিন্ন অপরের পক্ষে ঠিক সুস্থাবস্থার ব্যাপার বা সহনীয় নহে। এ ছাড়া উন্মাদ হওয়ার পূর্ব্বে অভয় যোগ সাধনা আরম্ভ করে; অনেকগুলি আসন শিখিয়াছিল; কিন্তু কৌলিক দীক্ষা ছাড়িয়া প্রণব মন্ত্র একজন শূদ্র গুরুর নিকট গ্রহণ করে। এ সব বড় কঠিন ব্যাপার। স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয়ে স্নায়ুতে নিজের অজ্ঞাতসারে নিদারুণ আঘাত লাগে।

হাবড়ায় কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য চুঁচুড়া হইতে (১২।১২।৮১) গিয়া বেলা দশটার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সি ই বকল্যাণ্ড

সাহেবের কুঠির বাহিরের ফটকে ঢুকিতেই দেখিলাম, শামলা মাথায় চাপকান পরা একটী বাবু বাহির হইয়া আসিতেছেন। তিনি আমার নিকট পৌঁছিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বলিলেন, "আপনিই কি নূতন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মুকুন্দ বাবু?"

আমি বলিলাম "হাঁ" এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আমার নাম শ্রীপ্রসন্নকুমার বসু; এখানে সাব ডেপুটী; আমি বকল্যাণ্ড সাহেবের লোক,—তিনিই কেরাণী হইতে আমায় উন্নত করিয়াছেন, সাহেবের ভিতরটা বড়ই ভাল; না ঘাঁটাইলে বড়ই মিষ্ট। সে যাহা হউক, বঙ্কিম বাবুর সহিত সাহেবের যে গোলমাল চলিতেছে অবশ্য শুনিয়া থাকিবেন। বঙ্কিম বাবু কলিকাতার বাড়ীতে যাইতে পান না। সাহেব বলিয়াছেন, বিনা অনুমতিতে কর্ম্মচারীদের জেলার বাহিরে যাইবার অধিকার নাই। এ অবস্থায় যাহাতে আপনার পরম পূজনীয় পিতার নিকট কিছুদিন প্রত্যহ যাইতে পারেন, সে জন্য একটা পরামর্শ দিতে চাই। সিধে বা সাধারণ ভাবের প্রার্থনায় এ সাহেবের নিকট ফল হয় না; 'নির্ভর' করিলেই সাহেব গলিয়া যান। আপনি কথাবার্ত্তার শেষে বলুন, কর্ম্মচারীদের হাবড়া ছাড়িয়া যাওয়া যে আপনি ভালবাসেন না, তাহা এখানে আসিয়া শুনিলাম। যদিও লোকজন জিনিষপত্র লইয়া আসি নাই, এবং বাসার ঠিক করি নাই, এবং আজ চুঁচুড়ায় বাড়ী ফিরিয়া যাইবার মন করিয়াই আসিয়াছিলাম, তথাপি

এখানে কাহারও বাড়ীতে একরাত্রি কাটাইয়া দিতে পারিব এবং আমার টেলিগ্রাম পাইয়া পিতৃদেব লোকজন পাঠাইয়া দিবেন এবং কালই আমার বাসা ঠিক হইয়া যাইবে।"

আমি বলিলাম—"মাস দুই বাড়ী হইতে যাওয়া আসার অনুরোধ করিব স্থির করিয়া আসিয়াছিলাম যে!"

প্রসন্ন বড়ই মিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিলেন—"বিশেষজ্ঞের সমাদর সর্ব্বত্রই করিতে হয়। বকল্যাণ্ড সাহেবকে আমি ভাল-বাসি, প্রকৃতই শ্রদ্ধা করি, এবং সেই জন্য তাঁহাকে ঠিক চিনি। তাঁহার সম্বন্ধে আমার পরামর্শ লইও। আমার ইংরাজী রিপো-র্টের ভাষা সম্বন্ধে কাটকুট করিয়া দিতে যখন বলিব, তখন তোমার একটা আঁচড়ের বিরুদ্ধে কিছু বলিব না, সব মানিয়া লইব।"

এমন সুমিষ্ট ধরণে এই কথাগুলি উক্ত হইল যে, প্রসন্ন যেন তৎক্ষণাৎ কত কালের পরিচিত বিশ্বস্ত বন্ধু হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই পূর্ব্বজন্মের একটা প্রীতির সম্বন্ধ ছিল!

আমি অগ্রসর হইয়া সাহেবের বাড়ীতে গিয়া কার্ড দেওয়া মাত্র সাক্ষাৎ হইল। কিয়ৎক্ষণ নানা বিষয়ের কথা হওয়ার পরে, আমি উঠিবার সময় কোনরূপে বলিয়া ফেলিলাম। সাহেব আমার আপাদ মস্তক দুই তিনবার দেখিয়া বলিলেন, "এ ত বড়ই সন্তোষজনক! (দ্যাটস ভেরি সেটিসফক্টরি)" তাহার পর এক মিনিট বাদে বলিলেন—"এখন তিনমাস ধরিয়া প্রত্যহ বাড়ী হইতে আসিতে পার। তোমার পিতা

তোমাকে এখন দিন কতক প্রত্যহ দেখিতে পাইলে সুখী হইবেন !"

আমি প্রসন্নর অযাচিত বন্ধুত্বের জন্য বড়ই কৃতজ্ঞতা অনুভব করিলাম। ফিরিবার সময় দেখি, ফটকের নিকট প্রসন্ন তখনও দাঁড়াইয়া আছেন। আমি সব কথা বলিলে প্রসন্ন বলিলেন—"ঐ কথা শুনায় সাহেব বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি বিবাদপ্রার্থী নয়; হুকুম মানিয়া আমাকে তুষ্ট রাখিয়া সহজ ভাবে কায করিতে চায়—ইহার অনুকূল হইব বৈ কি !"

যেখানে বাঙ্গালীর গৌরব বঙ্কিম বাবুর হাবড়ার পুল পার হইবার অনুমতি নাই, সেখানে আমার ন্যায় নগণ্য কর্ম্মচারীর জন্য তিন মাস যাতায়াতের অযাচিত অনুমতি প্রসন্নের কথাই সম্পূর্ণ সমর্থন করিল ! প্রসন্ন বলিল—"তোমার পিতৃদেবকে আমার প্রণাম জানাইও এবং বলিও যে, যখন বাসা করিতে হইবে, তখন আমি বাড়ী ঠিক করিয়া দিব এবং তোমাদের শিষ্য চন্দ্র ও নকুলালের ন্যায় দেখা শুনা করিব, কোন কষ্ট হইতে দিব না।"

পূজনীয় পিতৃদেব সন্ধ্যার পর সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "প্রসন্ন প্রকৃতই অকপট বন্ধু হইল। উহার পরামর্শ কখন তাচ্ছিল্য করিও না। তাহাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইবে।"

কয়েক দিন পরে পাতিহাল (পাঁইতেল) গ্রামে একটা জমি সম্বন্ধীয় মোকদ্দমায় সরে জমিনের নক্সা প্রস্তুতের এবং

স্থানীয় তদন্তের হুকুম আসিল। তাহার আধঘণ্টা পরেই প্রসন্ন আসিলেন এবং বলিলেন—"পেস্কারের নিকট এইমাত্র শুনিলাম যে তোমার প্রতি সাহেবের একটা তদন্তের সংস্পৃষ্ট বিশেষ হুকুম আসিয়াছে।"

আফিসের সকলের সঙ্গেই প্রসন্নের ভাব; সকল সংবাদ উহার নিকট পৌঁছে।

আমি নথিটার উপর সাহেবের হুকুম দেখাইলাম। প্রসন্ন জিজ্ঞাসা করিলেন—"কবে যাইবে?" আমি বলিলাম—"রবিবারে।"

প্রসন্ন বলিলেন—"আজ ত সবে সোমবার, রিপোর্ট দিতে আট দিন দেরী হইবে, আর রবিবার বাড়ী থাকিতে পাইবে না—এটা কিরূপ সদ্‌বিবেচনার কার্য্য হইবে?"

আমি বলিলাম—"তবে?"

প্রসন্ন বলিলেন—"চাঁদনী রাত্রি, কাছারির পরে এখান হইতেই রওয়ানা হইয়া যাও। তোমার ব্যাগে কাপড় গামছা থাকেই। আফিসে খাবার জন্য যে জল খাবার আনিয়া থাক তাহার উপর আরও কিছু ব্রাহ্মণ চাপরাসীকে দিয়া বড়বাজার হইতে আনাইয়া দিতেছি। কল্য প্রত্যূষেই তদারক করিয়া সোজা কাছারীতে চলিয়া আইস, এবং বেলা দুইটার সময়ে সাহেব আফিসে আসার পূর্ব্বেই রিপোর্ট দিয়া ফেল। কাযটা হইয়া গেলে শরীর ঝরঝরে বোধ হইবে।"

পরামর্শ ভাল লাগিল। বুঝিলাম যে প্রসন্নর কার্য্যে সাহেব

কেন তুষ্ট। সেইরূপই কার্য্য করিলাম এবং বরাবরই ঐরূপ ক্ষিপ্রকারিতার অভ্যাস রাখিলাম।*

পরদিন বেলা দুই প্রহরের সময় আফিসে আসিলাম। প্রসন্ন বলিল, "তোমার হাতের লেখা ভাল নয়—তাড়াতাড়ি লেখ নাই ত?" নথিটা লইয়া সে দেখিল এবং বলিল, "ও লেখা চলিবে না, আমি 'ব্লাক লাইন' করা কাগজ আনিয়া দিতেছি; তাহার উপর সাদা কাগজ ফেলিয়া সোজা লাইনে বড় এবং সমান অক্ষরে ওটা নকল কর; ততক্ষণে আমি নক্সাটা ঠিক করিয়া আনিতেছি। খারাপ কালিতে তাড়াতাড়ি লেখা রিপোর্ট টা তাচ্ছিল্য প্রকাশক। বিশেষতঃ বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের নিজের লেখা বড়ই সুন্দর।"

আমি দেখিলাম বাস্তবিকই কালিটা খারাপ; উহা পড়িতে কষ্ট হইতে পারে। ধরিয়া ধরিয়া যথাসাধ্য ভাল অক্ষরে নকল করিলাম। ততক্ষণে প্রসন্ন নক্‌সাটা স্কেল অনুযায়ী আঁকিয়া, পেন্‌সিলে রং করিয়া আনিল এবং আমার রিপোর্টের সহিত

* অনেক বৎসর পরে যখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট এবং আমি মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা মহকুমাদ্বয়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলাম, তখন তিনি মেহেরপুর আফিস বাড়ী দর্শনের জন্য আইসেন। সন্ধ্যার সময় তাঁহার তাঁবুতে দেখা করিতে গেলে তিনি আমাকে একটা নথি দিয়া বলেন—"এটা গ্রাম্য রাস্তা বন্ধের বিরুদ্ধে দরখাস্ত: এটার তদারক শীঘ্রই করিয়া দাও।" আমি শেষ রাত্রে উঠিয়া গিয়া মাইলটাক দূরে স্থানটায় উপস্থিত হই এবং নক্‌সা প্রস্তুত করিয়া বিবাদ মিটমাটের নিদর্শন স্বরূপ উভয় পক্ষের একত্রে সহি করা দরখাস্ত লইয়া চলিয়া আসি। বেলা ৬।।০ টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেটের তাঁবুর সামনে গেলে তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং দুই এক কথার পর বলিলেন—"সে রিপোর্টটা দু' একদিন মধ্যে—আমি এখানে থাকিতে পাইলে ভাল হয়।" আমি পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া দিয়া বলিলাম—"সে কার্য্য সমাধা হইয়া

নথিভুক্ত করিয়া দুইটার পূর্ব্বেই সাহেবের টেবিলের উপর রাখিয়া আসিল।

অল্পকাল পরেই সাহেবের চাপরাসী নথিটা আমাকে দিয়া গেল। মিঃ বক্‌ল্যাণ্ড লিখিয়াছিলেন—"এ ভেরি প্রম্‌ট, ক্লীয়ার অ্যাণ্ড কম্‌প্লীট রিপোর্ট,—ক্রেডিটেবল্‌ টু দি ডেপুটী কলেক্টর (ক্ষিপ্র, পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ রিপোর্ট—ডেপুটী কলেক্টর প্রশংসার যোগ্য)।"

প্রসন্ন বলিলেন, "এখন হইতে তোমার সাতখুন মাফ। বক্‌ল্যাণ্ড গোষ্ঠীরা যাহাকে একবার 'ভাল' বলিয়াছে, তাহাকে আর কখনও মন্দ বলিবে না। উহাঁদের বিশ্বাস এই যে, উহাঁদের ব্যক্তি, বস্তু, বিষয় কিছুরই সম্বন্ধে ভ্রম হইতে পারে না।—বস্তুতঃ হঠাৎ কাহাকেও 'ভাল' ইহাঁরা বলেন না।"

চুঁচুড়া হইতে যাতায়াতের দুই মাস পূর্ণ হইবার দুইদিন পূর্ব্বে প্রসন্ন বলিলেন, "এইবার হাবড়ায় বাসা কর। ডাক্তার রসিকলাল দত্তের বাড়ীটা স্থির করিয়াছি বাড়ীটা ভাল এবং আমাদেরও কাছে হইবে।"

গিয়াছে।" তিনি বলিলেন—"কখন গিয়াছিলে ?—কিরূপে হইল ?" আমি বলিলাম—স্বদেশীয় উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবার সৌভাগ্য আমার চাকরীতে এই প্রথম পাইয়া, ভোরেই ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম। রাস্তা একেবারে বন্ধ হয় নাই; তবে বেড়া দ্বারা উহার একটু অংশ ঘিরিয়া লইয়া ছিল বটে। আমার সাক্ষাতেই সে বেড়া সরাইয়া লইয়া উভয় পক্ষই দস্তখত করিয়া দিয়াছে।" 'স্বদেশীয় উপরওয়ালা' শব্দ ব্যবহার করিতেই মিঃ গুপ্তের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল।—সামাজিক প্রবন্ধের উপদেশ—'স্বজাতীয় কোন মনিবের অধীনে যদি চাকরী করিতে হয় তাহা বিশেষ যত্ন এবং পরিশ্রম সহকারে নির্ব্বাহ করিবে।'

আমি বলিলাম "আরও একমাস বাকী আছে, এখনই কেন ?"

প্রসন্ন বলিলেন, "আর একদিনও বিলম্ব করিও না। বিলম্ব করায় ক্ষতি অধিক নাই, কিন্তু বিলম্ব আর না করায় মহালাভ হইবে—আমি সাহেবকে চিনি।"

বাড়ী গিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে বলায় তিনি অবিলম্বে বাসা করিতেই মত দিলেন। তাহাই করা হইল। কিন্তু আমার মন খুঁতখুঁত করিতেছিল।

প্রসন্ন বলিলেন—"এইবার সাহেবের কুঠিতে যাও, এবং বল যে কল্য রাত্র হইতে হাবড়াতে বাসা করিয়াছ।—ঐ কথায় সাহেব যখন বলিবেন, এখনও ত তোমার ঠিক এক মাস বাড়ী হইতে যাতায়াতের অনুমতি ছিল, তখন বলিও, 'আমি আপনার অনুগ্রহের সমগ্র সুবিধা লইতে সঙ্কোচ বোধ করিলাম। (আই ফেলট দ্যাট আই কুড নট টেক দি অট্‌মোষ্ট অ্যাডভানটেজ অফ ইওর কাইণ্ডনেস্‌)।"

আমি বলিলাম, "সাহেব বুঝি দিন গুনিতেছেন আর হিসাব রাখিয়াছেন যে বলিবেন 'ঠিক এক মাস বাকী' ?" প্রসন্ন শুধুই মুচকি হাসিলেন।

সাহেবের সহিত দেখা হইলে এবং বাসা করার কথা বলিলে, সাহেব প্রকৃতই একখানা পকেট বই খুলিয়া দেখিয়া, ঠিক প্রসন্ন যাহা বলিয়াছিলেন সেইরূপই প্রশ্ন করিলেন! তখন আমি একান্তই বিস্মিত হইয়া, প্রসন্নের দ্বারা শিক্ষিত উত্তর দিলাম।

বক্‌ল্যাণ্ড সাহেব স্মিতমুখে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—"এইরূপ লোককেই আমার সহায়তা করিতে আগ্রহ হয়।" তাহার পর বলিলেন, "আমার আর পৃথক অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া, তুমি প্রতি শনিবারে এবং সকল ছুটীর পূর্ব্বদিন বৈকালে বাড়ী যাইতে পাইবে। মধ্যে ইচ্ছা হইলে বুধবারেও যাইতে পারিবে।"

প্রসন্নের উপর এবং সাহেবের উপর বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম এবং প্রসন্ন কিরূপ নিখুঁত ভাবে সাহেবের মিষ্ট দিকটা বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে একান্তই বিস্মিত হইলাম। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের সহিত একান্ত সুমিষ্ট ব্যবহারেরও আদর্শ মনে মনে গ্রহণ করিলাম। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিলাম, বঙ্কিম বাবুর সহিত ব্যবহারও যেন না ভুলি। এত সুমিষ্ট যদি অত টক্ হইতে পারেন, তখন আমার নিজের উপর বড়ই অধিক সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন—আমারও ত টক হওয়া তবে অসম্ভব নয়! অবিচলিত থাকাই যে হিন্দুর আদর্শ!

ইহার কিছু দিন পরে দেখি, বক্‌ল্যাণ্ড সাহেব দাড়ি কমাইয়াছেন; প্রসন্নও কামাইয়াছেন! জিজ্ঞাসায় প্রসন্ন বলিলেন "আমি বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের লোক। তাঁহার দাড়ির সহিত আমার দাড়ির সদ্ভাব ছিল; দু'জনে একত্রে চলিয়া গেল!" তাহার পর খুব হাসিয়া বলিলেন, "এ সম্বন্ধে সাহেবের সহিত খুব মজার কথা হইয়া গিয়াছে।"

জিজ্ঞাসায় জানিলাম যে সাহেব প্রসন্নকে একটু অপ্রতিভ করিবার চেষ্টায় বলিয়াছিলেন, "তুমি আমার দেখাদেখি দাড়ি কমাইয়াছ!"

প্রসন্ন বলেন, "হাঁ; ঠিক তাই। আমার বাপ পিতামহের দাড়ি ছিল না; দাড়ির রহস্য আমি কি বুঝিব? (হোয়াট ডু আই নো অফ বিয়ার্ডস্) আপনারা রাখেন তাই আমিও রাখিয়াছিলাম। এখন দাড়ি ফেলিয়াছেন—আমি কারণ জানি না, কিন্তু বিশ্বাস করি অবশ্যই উপযুক্ত কারণ দেখিয়াছেন—তাই আমিও ফেলিয়াছি।"

প্রসন্নের সহিত এবং নকুলাল এবং ছকুলাল সরকারের সহিত কথাবার্ত্তায় আমি বক্ল্যাণ্ড সাহেবের অনেক অসাধারণ গুণের কথা জানিতে পারিলাম। হাবড়ায় বিভিন্ন ময়লা খোলার ঘরের বস্তি সকলের ভিতর সাহেব প্রায়ই ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং উহাদের মধ্য দিয়া রাস্তা প্রস্তুত এবং মিউনিসিপ্যালিটীর দ্বারা উহাদের সাফাই সম্বন্ধে সুব্যবস্থা করিতেন। একবার তিন মাসের জন্য গয়ায় বদলী হইয়া গিয়াছিলেন। তখন বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকট পর্য্যন্ত গাড়ী যাইতে পারে এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এদেশীয় লোকে একটু সুখে থাকে এই ইচ্ছা এবং চেষ্টা বিশেষ ভাবে উহাঁর ভিতর ছিল; তাহাতে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কথাবার্ত্তা ঠিক সমতুল্য বন্ধুর ন্যায় কহিতেন। তখন তিনি পাকা জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একটীন ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্র। একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন,

"আমার কোন্ পদপ্রাপ্তি তুমি ইচ্ছা কর?" আমি বলিলাম, "খুব শীঘ্রই চীফ সেক্রেটারী হউন।"

সাহেব বলিলেন, "আরও উচ্চ নহে কেন? (হোয়াই নট হায়ার)

আমি বলিলাম, "তাহা হইলে বড়ই অধিক উচ্চ হইয়া পড়িবেন—আমার পক্ষে উপকারিতা থাকিবে না। চীফ সেক্রেটারী হইলে সুবিধামত স্থানে বদলী করিতে পারিবেন।"

সাহেব খুব হাসিলেন। ইহার প্রায় বিংশতি বৎসর পরে আমি ভাগলপুরে তিনবৎসর কার্য্য করিয়া, চীফ সেক্রেটারী পদে উন্নীত বক্ল্যাণ্ড সাহেবকে কটক বা অন্য কোনস্থানে—(যথায় কলেজ আছে—ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের পড়ার সুবিধার জন্য) বদলী প্রার্থনা করিয়াছিলাম এবং আমাদের হাবড়ায় ঐ দিনের সে কথার উল্লেখ করিয়াছিলাম। সাহেব উত্তর দেন, "আমাদের দিনের কথা আমার বেশ মনে আছে। যেন গত কল্যকার কথা বলিয়া মনে হয়। আমি তোমাকে প্রেসিডেন্সির পরেরই কলেজটী দিলাম।"—আমাকে পাটনায় বদলী করিলেন।

মধ্যে যখন গয়ায় কার্য্য করিতাম, তখন একটা ছুটিতে এক দিন (সে সময় বক্ল্যাণ্ড সাহেব বোর্ড অফ রেভিনিউর সেক্রেটারী) দেখা করিতে যাই। বলিলেন, "কি প্রয়োজন?"

আমি বলিলাম, "কেবল স্মরণে থাকিতে আসিয়াছি। বক্ল্যাণ্ড সাহেব বলিলেন, "তুমি অজ্ঞাতসারে আমাকে একটা

অবমাননাসূচক বাক্য বলিয়া ফেলিয়াছ। কোনও বক্ল্যাণ্ড কি কখনও তাহার বন্ধুকে ভুলিয়াছে ? ( হ্যাজ এ বক্ল্যাণ্ড এভার ফরগট্ন হিজ ফ্রেণ্ড ) !"

বক্ল্যাণ্ড সাহেবের সহিত আমার এতটা সুমিষ্ট সম্বন্ধের মূল—প্রসন্ন। ঐ সাহেবকে সকলেই তাঁহারই ন্যায় শ্রদ্ধা করে প্রসন্নের সর্ব্বদা এই চেষ্টা ছিল। সাহেবের কেহ নিন্দা করিলে উহাঁর কষ্ট বোধ হইত। কোন কোন লোকে প্রসন্নকে খোসামুদে বলিত ; কিন্তু আমি সাহেবের প্রতি উহাঁর গভীর কৃতজ্ঞতা উপলব্ধি করিয়া মুগ্ধ হইতাম। বক্ল্যাণ্ড সাহেব অকর্ম্মণ্যব্যক্তিকে কেরাণী হইতে ক্রমশঃ কলিকাতার ইন্‌কম ট্যাক্স ডেপুটী কলেক্টর করিয়া দেন নাই। প্রসন্নের কার্য্যক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিল, তাহার কার্য্যের কখনও নিন্দা শুনি নাই। প্রসন্নের স্নেহপ্রবণ মনের নিদর্শন যে কত পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। হাবড়ায় থাকার সময় সর্ব্বদাই দেখা হইত এবং প্রত্যহই যেন কোন না কোন উপায়ে বন্ধুদিগকে সুখী করিবার জন্য প্রসন্ন সূক্ষ্মভাবে যত্ন করিতেছেন দেখিতে পাইতাম। একবার হাবড়ায় আমার জ্বর হয়। প্রসন্ন ঠিক ভাইয়ের ন্যায় যত্ন করিয়া সকল কষ্ট লাঘব করিয়াছিলেন।

# বঙ্কিমবাবুর কথা

আমি যখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে পড়ি, তখন একদিন শুনিলাম যে সুপ্রসিদ্ধ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রেরা নীচের ক্লাসগুলিতে ভর্ত্তি হইয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের অলঙ্কার বঙ্কিম বাবুর সহিত আমার ভগিনীপতি ৺তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বন্ধুত্বের কথা তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম; বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী পড়িয়াছিলাম। তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ বাহির হইতেছিল। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে দেখিতে গেলাম। যেখানে জিমন্যাষ্টিক হইত তথায় তিনজনকে দেখিলাম; বেশভূষার খুব পরিপাট্য। আমার এক বন্ধু বলিল, "ওরা বড়লোক; সকলের সহিত কথা কহে না।" আমি অগ্রসর হইয়া গিয়া পরিচয় দিলাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। বড়টী শ্রীশ (বঙ্কিম বাবুর জ্যেষ্ঠ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র), দ্বিতীয়টী জ্যোতিষ (মেজ ভাই ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র)। আমার পিসতুতো ভাইয়ের সহিত শ্রীশের অল্প দিনেই খুব ভাব হইল। আমিও তাহার সহিত কয়েকবার কাঁঠালপাড়ায় গিয়াছিলাম এবং একবার বঙ্কিমবাবুকে দূর হইতে দেখিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর পিতা ৺যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বালেশ্বরে এবং মেদিনীপুরে নিমক মহলে কার্য্য করিয়া-

ছিলেন এবং দীর্ঘকাল ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। যাদব বাবু চারিজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পিতা—এবং রায় বাহাদুর, দোল দুর্গোৎসব সমারোহের সহিত করিতেন। তাঁহার বাটীতে সবই বড়মনুষী কায়দা ও ব্যবস্থা দেখিলাম।

যখন বঙ্কিমবাবু হুগলীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, তখন কলিকাতার একটা থিয়েটর (গ্রেট ন্যাশন্যাল ?) চুঁচুড়ার খালিবারিকে আসিয়া অভিনয় করিল। তখন শুনিয়াছিলাম যে অভিনেত্রী গোলাপীর অভিনয়ে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্কিমবাবু তাহাকে একছড়া চেনহার পুরস্কার দিয়াছিলেন। বড়মানুষী কায়দার সহিত ইহার মিল খাইতে পারে তাহা তখন জানিতাম না বলিয়া ব্যাপারটা ভাল লাগে নাই। আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থবাড়ীতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতশ্রেণীর পবিত্র (পিউরিটানিক) ধরণ অনেকটা রক্ষিত থাকায় আমার মনে আইসে নাই যে রাজা রাজড়ার ও বড়মানুষদের নিকট "কীর্ত্তনী"রা শাল বক্‌শিস পায়; পরে শুনিলাম যে বড় লাট লিটন সার্কাসের মিস্ ভিক্টোরিয়া কুককে "এম্প্রেস অব্ দি এরীনা" উপাধিযুক্ত একটী স্বর্ণপদক পুরস্কার দিয়াছিলেন। ঐ কার্য্য দিল্লীতে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া" পদবী গ্রহণের পরেই ঘটে। এ বিষয়ে ইউরোপীয় শিষ্টাচার কি বলে তাহা অবশ্য আমি আজিও অবগত নহি।

বঙ্কিমবাবুকে পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেব বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনিও হুগলীতে থাকিতে প্রায় প্রত্যহই আসিয়া পিতৃদেবের

নিকট বসিতেন। হুগলী কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক ৺গোপালচন্দ্র গুপ্ত এবং নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়েরা উহাঁদের সহিত মিলিয়া সংস্কৃত কাব্য নাটক এবং স্তবাদির সৌন্দর্য্য এবং গভীরতার আলোচনা করিতেন। "আজ বঙ্কিম আইসে নাই, আজ আমাদের তেমন সুখ হইল না"—দুই একদিন এরূপ কথা পিতৃদেবকে বলিতে শুনিয়াছি।

আমার যখন নোয়াখালিতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী পদে নিয়োগের সংবাদ আসিল (অক্টোবর ১৮৮০), তখন একদিন বঙ্কিম বাবু আমাকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত হুগলী কাছারীতে লইয়া গিয়াছিলেন। মোকদ্দমা কিরূপে হয়, সাক্ষী কোথায় দাঁড়াইয়া বলে, জেরা কিরূপ ব্যাপার, কিরূপে জবানবন্দী লিখিতে হয় এ সমস্তই কাছে বসাইয়া দেখাইলেন। তাহার পর আফিসে লইয়া গিয়া, কিরূপ চিঠিপত্রের উপর কিরূপ হুকুম দেওয়া হয় এবং তদনুসারে আফিস হইতে কিরূপে মুসাবিদা হইয়া আইসে, তাহা কিরূপে সংশোধন হয় এবং নকল হইয়া বাহির হইয়া যায়, কতটা সময়ের মধ্যে এ সমস্ত সাধারণতঃ হইয়া যাওয়া উচিত—তাহা বুঝাইলেন। রোডসেস্ আফিসে গিয়া, কালেক্টারির নথি সম্বন্ধে কি করিতে হয় তাহারও কিছু দেখাইলেন। ফিরিবার সময় গাড়ীতে বলিলেন, "তোমার পিতা বলিয়াছিলেন, 'বাড়ী হইতে এক মাইল মাত্র দূরে কাছারী; কিন্তু ও কখনও এত বয়সেও কাছারীর সময় তথায় যায় নাই; একেবারে অপরিচিত স্থানে গিয়া অজ্ঞাত কার্য্য করিতে, ভিতরে একটু ভয়

পাইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে ; তুমি কাছারীর কাজ একটু দেখাইয়া সাহস দিও।' এখন সাহস পাইতেছ কি? গিয়া কতকগুলি পুরাতন নথি পড়িও। পুরাতন চিঠিপত্র আফিসে পড়িও। ধরণটা সহজেই বুঝিতে পারিবে।"

সর্ব্বদিগ্‌দর্শী কৃপাময় পিতৃদেব যে কিরূপে হৃদয়ের সকল কথাই বুঝিয়া লইয়া সর্ব্ববিষয়ে সহায়তা করিতেন, তাহা এ ক্ষেত্রেও দেখিলাম এবং বঙ্কিমবাবুর সমস্ত দিনের যত্নে বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করিলাম। পিতৃদেব বলিলেন, "এই চাকরীর সর্ব্বপ্রধান অলঙ্কারের কাছে তোমার নূতন কার্য্য সম্বন্ধে হাতে খড়ি দেওয়াইলাম।"

যখন ( ১৮৮২ ) নোয়াখালিতে চাকরীর পর হাবড়ায় বদলী হইয়া আসিলাম, তখন বঙ্কিমবাবু হাবড়ায়। মিঃ সি, ই, বকল্যাণ্ড ম্যাজিষ্ট্রেট। শুনিলাম উভয়ে বনিতেছে না। তখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের বেঞ্চে একজন করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি ( প্রেসিডেণ্ট ) থাকিতেন। বক্‌ল্যাণ্ড সাহেব হুকুম দিলেন যে, কোন মোকদ্দমায় এক টাকার কম জরিমানা করা হইবে না। ঐ সাধারণ হুকুম পাইয়া, বঙ্কিমবাবু চটিয়া গিয়া, ফুটপাতে বোঝা নামান, বেলাইনে ঘোড়ার গাড়ী রাখা ভদ্রলোকের রাস্তার ধারে প্রস্রাব প্রভৃতি মোকদ্দমায় চারি আনা বা আট আনার পরিবর্ত্তে সেদিন নাকি দুই আনাও জরিমানা করিয়াছিলেন ; এবং একটা মিউনিসিপালিটীর মোকদ্দমার নোটিসে কদর্য্য আদালতী বাঙ্গালায় লিখিত "জলনীয়" শব্দের অশুদ্ধি

ধরিয়া আসামী ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। বকল্যাণ্ড সাহেব রাগের মাথায় নথির গায়ে লিখিলেন, 'ইনসফারেব্‌ল্‌ পেডাণ্ট্রি' (অসহনীয় বিদ্যাফলান্‌)। * বঙ্কিমবাবু তাঁহার রায়ের গায়ে আমলাদের দেখাইয়া ওরূপ মন্তব্য লেখার প্রতিবাদ করিলেন; এবং হয় উহা কাটিয়া দেওয়া হউক, না হয় কমিশনর সাহেবের হুকুম জন্য সকল কাগজ পত্র পাঠান হউক এরূপ জিদ করিলেন। কমিশনর বিম্‌স্‌ সাহেব বঙ্কিম বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। শেষে টিপ্পনীটীর প্রত্যাহারই হয়।

অল্পদিন মধ্যেই আমার উপর মিউনিসিপ্যাল বেঞ্চে বসার হুকুম হইল। বঙ্কিমবাবুর সহিত আর সর্ব্বদা খিটমিটির কারণ না থাকায় তাঁহার সহিত বকল্যাণ্ড সাহেবের চটাচটি একটু কমিয়া আসিল। বকল্যাণ্ড সাহেব তাঁহার "বেঙ্গল অণ্ডার দি লেফটনেণ্ট গভরর্ণস্‌" পুস্তকে বঙ্কিমবাবুর প্রশংসাই করিয়াছিলেন। নোয়াখালিতে থাকিতেই পূজ্যপাদ পিতৃদেবের উপদেশ পাইয়াছিলাম যে, জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কোন মোকর্দ্দমার সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহাতে চটিতে নাই; মনে করিতে হয় যে তখন সাহেব তাঁহার

* "বঙ্কিম জীবনী" নামক সুলিখিত পুস্তকে আছে যে, কোনও বুড়ীর গোলপাতার চাল সম্বন্ধে মিউনিসিপ্যালিটীর নোটিসে 'কম্বষ্টিবল' শব্দের অনুবাদে "জলীয়" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছিল, বঙ্কিম বাবু নোটিসের ভাষায় এই অশুদ্ধি জন্য বুড়ীকে খালাস দিয়াছিলেন; তাহাতে বকল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়াছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রাধ্‌ ভ্যানিটি ইন্‌ দি নলেজ অব্‌ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ হ্যাজ মিস্‌লেড হিজ জজমেণ্ট।' আমি স্বচক্ষে সে নোটিস বা বকল্যাণ্ড সাহেবের টিপ্পনী দেখি নাই; কিন্তু অল্পদিন পরেই হাবড়ায় আসিয়া যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাই উপরে লিখিলাম। ঘটনার সহিত উভয় বর্ণনায় বিশেষ পার্থক্য নাই।

পুলিসের কর্ত্তার ( হেড অব্ দি পুলিস ) বা সরকারী উকিলের (পাবলিক প্রসিকিউটারের) উপরওয়ালার 'মূর্ত্তিতে' আবির্ভূত ; তাঁহার কথা ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া, তাহার পর ঠিক যাহা উচিত তাহাই করিতে হয় ; কিছুতেই একটু বেশীও নয় একটু কমও নয়।" সুতরাং আমি বক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সার্কুলার সত্ত্বেও চারি আনা আট আনা যথাযোগ্য জরিমানাই করিলাম। সাহেবের "শ্লিপ" আসিল—"আমার অমুক তারিখের সার্কুলার দেখ। এক টাকার কম জরিমানা অসঙ্গত।"

সেই কাগজেই আমি বিচারকের স্বাধীনতা এবং লোকের অবস্থার বিভিন্নতা সম্বন্ধে দুই লাইন ফস ফস করিয়া লিখিয়া ফেলিতেই মনে হইল যে উচ্চতর কর্ম্মচারীর সম্বন্ধে যে বিনীত ধরণ সর্ব্বদা রক্ষার প্রয়োজন, শব্দ নির্ব্বাচনে সেরূপ ঘটিতেছে না, "ঝাঁজ" প্রকটিত হইতেছে। সুতরাং ন্যায়পক্ষে থাকিয়াও অন্যায্য 'ধরণ' জন্য অনর্থক হারিয়া যাইব। তখন আর কিছু না লিখিয়া, পূজ্যপাদ পিতৃদেবের নিকট গিয়া কাগজটা দেখাইলাম।

তিনি বলিলেন, "বাঙ্গালী যখন বলে 'রাগের মাথায় করিয়া ফেলিয়াছিলাম', তাহার অর্থ এই যে, তখন মাথা বা মস্তিষ্ক প্রকৃতাবস্থায় ছিল না, বুদ্ধি বিচলিত ছিল এবং সে জন্য তখনকার কার্য্যে এখন সে লজ্জিত। বঙ্কিম একজন প্রকৃত বড় লোক ; তিনিও রাগের মাথায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলেন—জিদে দুই আনা জরিমানা করিতেছিলেন, অথচ ঝগড়ার পূর্ব্বে

চারি আনার কম করেন নাই। তুমিও ভুল করিতে যাইতেছিলে। রাগের মাথায় আফিসের কাগজে কিছু লিখিতে নাই ; অপর কাগজে কিছু লিখিয়া, এক রাত্রি নিদ্রা গিয়া তাহার পর সেই লেখাটার [ নিজেই একটু বিরূপ বিদেশী উপরওয়ালা সাজিয়া ] ভাষার এবং ধরণের খুঁৎ অনুসন্ধান করিতে হয় এবং নিখুঁৎভাবে সংশোধন করিতে হয় ; তাহার পর 'চিত্রগুপ্তের' চক্ষে উহার বিষয়টা ন্যায়ের পথে ঠিক আছে কি না পুনর্ব্বার দেখিয়া লইতে হয়, যেন ভাষার দিকে দৃষ্টি দিতে গিয়া আসলে ক্রটি না হয়, সত্য পথ ঠিক থাকে। কাজটা নিখুঁৎ এবং ধরণ বিনীত—ইহাই ত ভদ্রলোকের পক্ষে সঙ্গত। এক্ষেত্রে কিছুই লেখার প্রয়োজন ছিল না ; তবে সার্কুলারের কথা যখন জানিতে, তখন প্রথম দিনেই রায়টা সাবহিত এবং বিস্তারিত ভাবে লেখা একান্তই উচিত ছিল। তাহা হইলে হয়ত শ্লিপ আসিত না। 'দোষ স্বীকার করাতে চারি আনা জরিমানা' এরূপ অলস ভাবের রায় ঐ সার্কুলারের পর আর চলে না। লিখিতে হইবে—'রাস্তার ধারে প্রস্রাব করা স্বীকার করিতেছে ; কলের কুলি ; রোজ আট আনা রোজগার করে ; আজ কাছারী আসিতে হওয়ায় এবং কল্য আটক হওয়ায় যে ক্ষতি ও কষ্ট পাইল তাহাতে আর এরূপ করার ইচ্ছা উহার পক্ষে সম্ভব নয় ; চারি আনা জরিমানাই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।' বিভিন্ন মোকদ্দমায় এরূপ ভাবে বিস্তারিত লিখিতে গিয়া যেখানে দেখিবে জরিমানা এক টাকা বা অধিকই ন্যায্য—

যেমন ভদ্রলোকের মাতলামি প্রভৃতি—তথায় অবশ্য তাহাও করিবে।”

সাহেবের শ্লিপে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা ছুরি দিয়া চাঁচিয়া তুলিয়া, তাহার উপর সাদা কাগজ আঁটিয়া শুধু ‘দেখিলাম’ ( সীন ) এই কথাই লিখিলাম।

পিতৃদেব হাসিয়া বলিলেন, “সাহেব বেশ বুঝিতে পারিবেন যে চটিয়া কি সব লিখিয়াছিলে ; কিন্তু তাহাতে ক্ষতি নাই। সংযমের ভিতরে তেজকে শ্রদ্ধা করিতে হয় ; এক পক্ষের অসংযমেই প্রতিপক্ষের সুবিধা।”

লোকে আজকাল বলে, গুরুর কোনও প্রয়োজন নাই। কিন্তু গুরূপদেশ ব্যতীত মোটা কথাও ত মনে হয় না ! পিতৃদেবের কথায় নিখুঁৎ ভাবে কর্ত্তব্য বুঝিলাম এবং পরবর্ত্তী বেঞ্চে সেই রূপেই কার্য্য করিলাম। বকল্যাণ্ড সাহেব ।০ আনা ။০ আনা জরিমানা হইয়াছে রেজেষ্টারী হইতে দেখিয়া, চটিয়া নথি তলব করিলেন। পেস্কারের নিকট শুনিলাম যে আমার সকল রায়গুলি পড়িতে পড়িতে ক্রমশঃ তিনি হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন—এবং শেষে বলিয়াছিলেন “হি ইজ ক্লেভার” ( বুদ্ধিমান বটে )। আর কখনও ঐ সার্কুলারের কথা হাবড়ায় কাহারও সম্বন্ধে উঠে নাই। সাহেব পূর্ব্ব হইতেই আমার উপর একটু অনুকূল ছিলেন।

হাবড়ায় কলকারখানা, ডক, রেলওয়েতে সহস্র সহস্র লোক কাজ করে। দুর্ঘটনা, হাত পা কাটিয়া যাওয়া লাগিয়াই থাকে।

বঙ্কিম বাবুর উপরই 'ডাইয়িং ডিক্লারেশন' [ মৃত্যুকালীন উক্তি ] লেখার ভার পড়িয়াছিল। রাত্রে শীতকালে হঠাৎ ডাকমত দূরস্থ হাঁসপাতালে যাওয়ার কষ্ট তাঁহার হইত। তাঁহার চাপরাসীকে আমি বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে বেশী রাত্রে ওরূপ কাগজ আসিলে তাহা যেন আমার কাছে লইয়া আইসে, আমি কাজ করিয়া দিব। বার তিনেক ঐরূপ করিয়াছিলাম। বঙ্কিম-বাবু জানিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, "তোমার অধিক বয়সে কিন্তু তোমার জন্য এরূপ কেহ করিবে এ আশা করিও না।

আমি বলিয়াছিলাম, "ক্রমেই দেশের লোক খারাপ হইবে এই কথা বলিতেছেন ? আমরা ভোগে পাপের ক্ষয় করিয়া ঝাড়িয়া উঠিতে পারিব, এ আশাটাও করিব না ?"

বঙ্কিমবাবুর চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল। বলিলেন, "ব্যক্তিগত আশাভঙ্গের ও ক্ষোভের কথা বলিতেছিলাম। দেশের জন্য আশা করিবে বই কি।"

বকল্যাণ্ড সাহেব তিন মাসের জন্য গয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই বিষ্ণুপদ মন্দিরের অনেকটা নিকট পর্য্যন্ত গাড়ী যাইতে পারে এরূপ রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন; তাঁহার অনুরোধে গয়ালীরা বিনামূল্যে জমি দিয়াছিল। আর্মষ্ট্রং সাহেব হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিলেন। সেই সময় আমার নিকট একটী আবগারীর মোকদ্দমা হয়। কলিকাতা এবং হাবড়ার আবগারী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইগলটন্ সাহেব বাদী। তিনি বলিলেন যে আধুলিতে ছুরি দ্বারা "ই" চিহ্ন করিয়া

গোয়েন্দাকে দিয়াছিলেন, গোয়েন্দা আসামীর নিকট হইতে সেই আধুলি দিয়া গাঁজা কিনিয়া আনিয়া দেয় ; তিনি অল্প দূরেই ছিলেন। অবিলম্বে গিয়া খানাতলাসী করিলেন, তাঁহার দাগ দেওয়া আধুলি দোকানির জলখাবারের দোকানে পাওয়া গেল।—তাঁহাকে আসামীর পক্ষ হইতে ভাল উকিলে খুবই জেরা করিতে লাগিলেন। শিয়ালদহে, কলিকাতায় এবং হাবড়ায় কত আবগারী মোকদ্দমায় তাঁহার এবং ঐ গোয়েন্দার আসামী ছাড়িয়া দিয়াছে তাহার তালিকা উকিলের হস্তে প্রস্তুত ছিল ; সেই সকল প্রশ্ন হইল। সাহেব বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অনতি-দূরবর্ত্তী দোকানে গিয়া সাহেবের বর্ণনার সহিত ঘটনার স্থান মিলাইবার জন্য আমার নিকট দরখাস্ত পড়িল। গাড়ী করিয়া সকলে তথায় গিয়া, একজনকে দিয়া নক্সা প্রস্তুত করাইয়া লইলাম এবং তাহাকে হলফ দিয়া তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিলাম যে নস্কা ঠিক। ইগলটন সাহেবকে বলা হইল যে নক্সা দেখিয়া কোথাও কিছু বেঠিক থাকিলে ঐ সরেজমিনের সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন। সাহেব নক্সাটা স্থানের সহিত মিলাইয়া দেখিলেন এবং বলিলেন যে জেরা করিবেন না। বস্তুতঃ সাহেব কাছারীতে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, স্থানটি তাহা হইতে একান্তই বিভিন্নরূপ দেখা গেল। খানাতল্লাসীর সময় সাহেব এবং গোয়েন্দা, নিরপেক্ষ সাক্ষীর নিকট নিজেদের অঙ্গতালাসি না দিয়াই দোকানে ঢুকিয়াছিলেন, ইহাও প্রমাণিত হইল। আমি আসামী খালাস দিলাম। অপ্রতিভ হইয়া সাহেব আমার

উপরেও চটিয়া গেলেন। তিনি অন্যান্য মোকদ্দমার ফল সম্বন্ধে জেরা থামাইয়া দিবার জন্য আমায় অনুরোধ করিয়াছিলেন— আমি তাঁহার সে অনুরোধ রক্ষা করি নাই। ইগলটন সাহেব কলিকাতার কালেক্টরের নিকট দরখাস্তে লিখিলেন যে, তিনি হাবড়ায় আমার এজলাসে বড়ই অপমানিত হইয়াছেন ; হাবড়ায় আর মোকদ্দমা করিতে যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আদালতের নিকট রক্ষার সাহায্য (প্রোটেকশন অব্ দি কোর্ট) প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইয়াছিল, তাহা আর কোথাও কখনও হয় নাই, ইত্যাদি। কলিকাতার কালেক্টর ঐ দরখাস্ত নিজের বক্তব্য সহ প্রেসিডেন্সি কমিশনরকে পাঠাইলেন ; তিনি উহা বৰ্দ্ধমানের কমিশনরের নিকট পাঠাইলেন। বৰ্দ্ধমানের কমিশনর উহা হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইয়া আমার কৈফিয়ৎ লইতে বলিলেন। আফিসে কাগজটি পাইয়াই আমি বঙ্কিমবাবুকে খুঁজিলাম। শুনিলাম বঙ্কিমবাবু তখন প্রবীণ ডেপুটি এবং পিতৃদেবের সহাধ্যায়ী ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রের এজলাসে বসিয়া আছেন। তথায় গিয়া দেখিলাম কোন মোকদ্দমা আরম্ভ হয় নাই ; লোকজনও বিশেষ নাই। উহাঁদের উভয়কে ঐ কাগজ পত্র পড়িতে দিলাম।

ঈশ্বরবাবু বলিলেন, "লিখিয়া দাও ওরূপ আর হইবে না ; আমার এই দুই বৎসরের চাকরী, বহুজ্ঞতা হয় নাই।" পরামর্শটা বেশ মনে লাগিল না। নিজের আফিসে কার্য্য করিতে গেলাম। একটু পরেই বঙ্কিকবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন। উপরে তাঁহার ঘরে গেলে বলিলেন, "ঈশ্বরবাবুর পরামর্শ ঠিক

নয়; ওরূপ করিতে নাই। তুমি সুবিচারের জন্য পরিশ্রম করিয়াছ; দোষ কিছু কর নাই; শুধু শুধু দোষ স্বীকার কিসের?"

আমি বলিলাম, "আমিও তাহাই ভাবিতেছিলাম।" তখন বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "জাতীয় প্রকৃতি অনুসারেই সকল ব্যবস্থা হয়। আমরা মনে ভাবি, আসামী দোষ স্বীকার করিতেছে, অনুতপ্ত হইয়াছে, আহা একটু কম সাজা দেওয়া যাউক। কিন্তু ইংরাজের মন কঠিনতর। ইংরাজ বলিবে, 'নিজেই স্বীকার করিতেছে' (হি ইজ কন্‌ভিক্‌টেড্ অব্ হিজ ওন্ মাউথ্) এবং আনন্দে ফাঁসির হুকুম দিবে; অপরাধ স্বীকার জন্য দ্বীপান্তরের হুকুম দিবে না। উহাদের ব্যবস্থাও উপযুক্ত ধরণের। ইংরাজ অপরাধী বলিবে, আমি নির্দ্দোষ [নট্ গিল্‌টি]; তুমি প্রমাণ করিতে পার ত কর; আমি তোমাকে সেজন্য সাহায্য করিতে যাইতেছি না—তোমার চক্ষু অভিশপ্ত হউক! [প্রুফ ইফ্ ইউ ক্যান; আই অ্যাম্ নট্ গোইং টু হেল্প ইউ; ড্যাম ইযোর আইজ্!]

আমি বাড়ী গিয়া পিতৃদেবকে সমস্ত বলিলাম। তিনি বলিলেন "ঈশ্বর ভুল ভাবিয়াছে; বঙ্কিমের কথাই ঠিক। একটা মুসাবিদা করিয়া ফেল এবং বঙ্কিমকে দেখাইয়া লও।"

আমার মুসাবিদা বঙ্কিম বাবুর কাটকুটে দাঁড়াইল:—

"ইংরাজের আইনের পরম গৌরবই এই যে, প্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ মনে করিতে হয় এবং জেরা

প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপায়ে নির্দ্দোষিতা প্রমাণের সম্পূর্ণ সুবিধা তাহাকে দিতে হয়। ইহা কল্পনারও অতীত যে কোন ইংরাজ ভদ্রলোক এরূপ পাতলা চামড়ার হইবেন যে আসামীকে ঐরূপ সঙ্গত সুবিধা [ ফেয়ার অপচুর্নিটী ] দেওয়া হইতেছে দেখিযা প্রকৃতই অসহিষ্ণু হইয়া পড়িতে পারেন। বস্তুতঃ 'প্রতিপক্ষ সাক্ষীর কথাই বিশ্বাস করুন, তিনি বড়লোক ; মিথ্যা বলিতে পারেন না,' এরূপ সকল কথা আসামীর পক্ষ হইতে বলানর জন্য কোন বিচারককে চেষ্টা করিতে হইবে এরূপ আবদার সুস্পষ্টই অসঙ্গত। এই সঙ্গে নথি দাখিল করিতেছি ; জেরা অসঙ্গত হইয়াছিল অথবা সাহেবকে অবমাননা করিবার জন্য প্রশ্ন হইয়াছিল কিনা উহাতেই প্রকাশিত হইবে।"

ঐরূপ কৈফিয়ৎ দাখিল করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট আর্মষ্টং সাহেব লেখেন, "এই ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ডিপার্টমেণ্টের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হওয়ায় উহাকে সর্ব্বপ্রকার মোকদ্দমাই বিচার করিতে অসঙ্কোচে দিতেছিলাম। কিন্তু এখন আর আবগারী মোকদ্দমা উহাঁকে দিব না। কৈফিয়ত সর্ব্বতোভাবে সন্তোষজনক নয়।"

বঙ্কিম বাবুকে ঐ সংবাদ দিলে তিনি বলিলেন, "মনিবটী আমাদের সুপণ্ডিত বটে! উহাঁর সিদ্ধান্তে মোট কথা এই যে, পরীক্ষায় নম্বর বেশী রাখিয়া তুমি উহাঁকে না 'ঠকাইলে' উনি ও মোকদ্দমাটা তোমাকে দিতেনই না, সুতরাং এ সকল জ্বালা ঘটিত না!"

বীম্‌স্‌ সাহেব কমিশনর কাগজপত্র পাইয়া লিখিলেন, "এই

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে চিনি ; [আমার বাড়ী চুঁচুড়ায় ; আধপোয়া পথ দূরে কমিশনরের কুঠী ; নোয়াখালি হইতে আসিয়া আমি তাঁহার সহিত তিনবার দেখা করিয়াছিলাম।] তিনি খুব সুযোগ্য ব্যক্তি ; উহাঁর পিতা গবর্ণমেণ্টের সুবিশ্বস্ত উচ্চ কর্ম্মচারী। ইগলটনকে আমি কখনও দেখি নাই ; শুনিয়াছি আদালতে উহার ব্যবহার সুসঙ্গত নহে।”

আমার স্বপক্ষে হইলেও আমি বলিতে বাধ্য যে, এ বিচার-প্রণালীও অপূর্ব্ব ! যখন একদিকে “জানাশুনা” এবং অপর দিকে “কখনও দেখেন নাই” * তখন আর কথা কি ? বঙ্কিম বাবুকে সংবাদ দিলাম। তিনি কলেক্টর এবং কমিশনরের উভয়েরই হুকুম সম্বন্ধে বলিলেন, “কত অল্প বুদ্ধিমত্তার সহিত পৃথিবীর শাসন চলিতেছে ! [উইথ হাউ লিটল উইজডম্ ইজ দি ওয়ার্লড্ গভার্ণড্]।”

---

* আমি পেন্সন লইয়া ৺কাশীধামে আসিলে একদিন (১৯১৫) আনন্দবাগে শ্রীমৎ মৈথিল স্বামীজির সম্মুখে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বৃদ্ধ ব্যাপটিষ্ট মিসনরি জনসন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হয়। স্বামীজি পরিচয় করিয়া দিলে পাদরী স্যাহেব বলিলেন—‘এইবার যীশু খৃষ্টকে ভজ।’ [বোধ হয় ইঁহারা শপথ করিয়া আসেন যে খৃষ্টের নাম সকলকেই অন্ততঃ একবার শুনাইবেন ; নচেৎ আমার ন্যায় কাশীবাস করিতে আসা বৃদ্ধ হিন্দুকে ভজাইতে পারার সম্ভাবনার কোন লক্ষণই তিনি দেখিতে পান নাই।] আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাহাতে সুবিধা ?”

পাদ্রি সাহেব বলিলেন, “শেষ বিচারের দিন যীশু তোমার সুবিধা করিয়া দিবেন।”

আমি বলিলাম, “আমিত একটা অতি হীন মনুষ্য, কিন্তু যখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম তখন বিচারে কখনও চেনা অচেনায় পার্থক্য করি নাই। আর যীশু ঐ কার্য্য করিবেন ? আমরা হিন্দু, আমরা জানি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্ ! ভগবৎস্মরণের ফলও পাইব দুষ্কৃতির ফলও ভুগিব ; নিষ্কাম কর্ম্মেরই ফল ভুগিতে হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নিষ্কাম কর্ম্ম করা কতটুকু ঘটে ?”

এই ঘটনা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর সুন্দর উক্তিগুলি আমি অনেককে বলিয়াছি এবং তাহাতে অনেকের উপকার হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে নিজ মুখে স্বীকারের [কন্‌ভিক্‌টেড্‌ আউট অফ হিজ ওন মাউথ] কথাটী অপরকে বলার সময়ে প্রায়ই বলিয়াছি যে, বঙ্কিম বাবু নিজে কিন্তু 'মৃণালিনী'তে নায়কের উপর ইংরাজী মেজাজের আরোপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"পাপীয়সি! নিজ মুখে স্বীকৃতা হইলি!" বঙ্কিম বাবুর সহিত কথার সময়েই ইহা আমার মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু সে সময়ে পাছে ঠিক গুছাইয়া তাঁহাকে সঙ্গত ভাবে বলিতে না পারি, এই ভয়ে উল্লেখ করি নাই। যদি করিতাম, তবে তাহা শুনিয়া তিনি যে খুবই হাসিতেন তাহা নিঃসন্দেহ।

মৃণালিনীর প্রথম সংস্করণে নায়কের এক তীরে হস্তী মারিয়া ফেলার কথা বঙ্কিম বাবু পরে বাদ দিয়াছিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "প্রথমে মনে ছিল হেমচন্দ্র খুব লড়াই করিবে; কিন্তু সে সব ত কিছুই হইল না! তাই ওটা উঠাইয়া দিলাম।"

যখন ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব হাবড়ায় আসিলেন, তখন শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার বেঙ্গলী সংবাদপত্রে জষ্টিস্‌ নরিস্‌কে 'জজ-জেফ্রিস'এর সহিত তুলনা জন্য দুই মাস কয়েদ হইয়াছেন। জষ্টিস্‌ নরিস্‌ আদালতে শালগ্রাম শিলা তলব করাতে ঐ মোকদ্দমাকে আমরা "নারায়ণের মোকদ্দমা" বলিতাম। এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ জন্য নানাস্থানে সভাসমিতি এবং

বক্তৃতা হইতেছিল। ওয়েষ্টম্যাকট সাহেব আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "হাবড়াতেও সভা ও বক্তৃতা হইবে। কে কি বলে শুনিয়া নোট করিয়া লইয়া আমাকে সংবাদ দিও।"

আমি 'হঁা না' কিছুই না বলিয়া, চাকরীকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া, বঙ্কিম বাবুর নিকট গিয়া সমস্ত বলিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, "অত বিষন্ন হইবার মত কিছু হয় নাই। তোমাকে স্পাইং ( গোয়েন্দাগিরি ) করিতে হইবে না। প্রকাশ্যভাবে সংবাদ সঙ্কলন এবং প্রদান [ ওপ্ন ইন্কোয়ারি অ্যাণ্ড রিপোর্টিং ] হইতে উহা সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। চাপরাস বাঁধা আর্দালি সঙ্গে লইয়া গিয়া, উপস্থিত সকলকেই শুনাইয়া বলিবে—'আমি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব দ্বারা সভার নোট লিখিয়া রিপোর্ট করিতে নিযুক্ত। আমার একটু বসিবার এবং শুনিয়া লিখিবার সুবিধা আপনারা করিয়া দিলে উপকৃত হইব।' তাহার পর যাহা লিখিবে ও রিপোর্ট করিবে, তাহা একৃজিকিউটিভ অফিসারের কার্য্য হইবে; তাহাতে কোন দোষ নাই। আর এক কাজ কর, দুইজন কনষ্টেবল চাও; ডেপুটীর পশ্চাতে লালপাগড়ী সকলে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে।"

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বঙ্কিম বাবুর দিকে চাহিলাম। তিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দ্বারা আমার চক্ষু উন্মীলিত করিয়া আমার শোক-সংবিগ্ন মানসে শান্তি আনিয়া দিয়াছিলেন।

চীফ ইনস্পেক্টর সামুয়েলকে কনষ্টেবলের জন্য লিখিয়া

পাঠাইলাম যে সভাসমিতির রিপোর্ট লিখিবার সময় উহারা আমার সঙ্গে থাকিবে।

সামুয়েল তখনই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই ওয়েষ্টম্যাকট সাহেবের চিরকুট (স্লিপ) আসিল যে অন্য ব্যবস্থা হইয়াছে, আমাকে সভা সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে হইবে না।

হাবড়ার সাব ট্রেজরির কার্য্যের ভার আমার উপর ছিল। ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের জল খাওয়ার বা বসিবার জন্য পৃথক কোন ঘর ছিল না। বেলা ২টার সময় ট্রেজরির তালা খুলিয়া তাহাতেই আমরা জলযোগ করিতাম। বঙ্কিম বাবুব, আমার এবং ৺গৌরদাস বসাক [ পিতৃদেবের সহপাঠী ] মহাশয়ের বাটী হইতে জলখাবার আসিত। একদিন বঙ্কিম বাবু বলিলেন, খাবার একত্র করিয়া তিনভাগে পরিবেষণ কর। তাহাই করা হইল। বাড়ীর প্রস্তুত জলখাবার, ভীমনাগের সন্দেশ এবং ফজলি আম প্রভৃতি প্রত্যেকেই খাইলাম। দুইটা আলবোলায় উহাঁদের ভাল তামাক আসিল। কথায় কথায় দেশের শোষণ, ইংরাজের দম্ভ প্রভৃতির উল্লেখ হইলে বঙ্কিম বাবু বলিলেন, "আমরা কি প্রকৃতপক্ষেই এ মুহূর্ত্তে অন্তরের অন্তস্তলে কোনও দুঃখ বোধ করিতেছি? তিন জনে গড়ে মাসিক ছয় শত টাকা বেতন পাই; এইমাত্র যেরূপ জলযোগ করিলাম, তাহা করিতে পাইলে কি প্রকৃতপক্ষে সাধারণ দেশবাসীর দুঃখ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায়? ধর এখনই কোনও ইংরাজ আসিয়া যদি

এখানে কি হইতেছে,’ বলিয়া আমাদের হঠাৎ লাথি মারিতে আরম্ভ করে, এবং বাসার ভিতর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়, তবেই না সেখানে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে মারিতে পারি— ক্রোধ ‘কার্য্যে’ প্রকট হয়।”

সাঁত্রাগাছীতে ‘রামরাজা’র মেলা হয়। একরাত্রে গোপাল-বাবু নাজীর এবং বাবু রামদাস মৈত্রেয় উকীল ভাড়াটে গাড়ীতে তথায় যাইতেছিলেন ; হঠাৎ একজন কনষ্টেবল গাড়ীর পিছনে উঠিয়া দাঁড়াইল। ফৌজদারী আদালতের নাজীর এবং উকীল গাড়ীতে থাকায় গাড়োয়ানের সাহস হইয়াছিল ; সে কনষ্টেবল-কে নামিতে বলিল, কিন্তু গালি শুনাই তাহার সার হইল। গোলযোগ শুনিয়া নাজির বাবু গাড়ী থামাইতে এবং কনষ্টেবল-কে নামিতে বলিলেন। কিন্তু কনষ্টেবল এরূপ উদ্ধত ভাবে নামিতে অস্বীকার করিল যে, নাজীর বাবু ছড়ির দ্বারা তাহাকে আঘাত করিয়া ফেলিলেন। তখন কনষ্টেবল নামিয়া আসিয়া দুই বাবুকেই ডাণ্ডার দ্বারা প্রহার করিতে করিতে ‘জুড়িদার’কে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল, দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া পড়িল। তাহারা লোক চিনিয়া বলিল, “করিয়াছিস্ কি ? কাছারীর নাজীর ও উকীল বাবুকে মারিয়া কপালে দাগ করিয়াছিস্ ?” তখন সেই কনষ্টেবল তাড়াতাড়ি গাড়ীর আলো দুইটা নিবাইয়া দিল এবং রাস্তা হইতে একটা খোয়া তুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় আঘাত করিয়া বলিল, “বিনা আলোয় গাড়ী যাইতে-ছিল ; আটক করায় বাবুরা আমাকে মারিয়াছেন !”

পরদিন কনষ্টেবলের মোকদ্দমা দায়ের হইল। একদফা বাবুর উপর সরকারী কার্য্যে বাধা দেওয়া, আর একদফা গাড়োয়ানের বিনা আলোতে গাড়ী হাঁকানো। তখন কাজেই বাবুদেরও মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইল। বঙ্কিমবাবুর কাছে বিচারে সে মোকদ্দমায় কনষ্টেবলের তিনমাস কয়েদ হয়। জজ সাহেবের কাছে আপীলে সাজা খুব কম হইয়াছিল; তিনি কনষ্টেবলের ও গাড়োয়ানের ঝগড়ার মধ্যে নাজীর বাবুর হস্তক্ষেপ করিয়া ছড়ি চালানর দোষেই তাঁহার মার খাইতে হওয়ায় উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর কাছে এরূপ কতই মোকদ্দমা হইয়াছে। এইটীর উল্লেখ এইজন্য করিলাম যে, মোকদ্দমা যাহাতে উহাঁর কাছে না হয় এজন্য নাকি পুলিশের বিশেষ চেষ্টা ছিল; এবং মোকদ্দমাটী ঐ সময়ে—লোকমুখে 'রামরাজার মামলা' এই অদ্ভুত নাম পাইয়াছিল।

হাবড়া ছাড়ার পর আর বঙ্কিম বাবুর সহিত অধিক দেখা হয় নাই, কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আমার মনোমধ্যে মুদ্রিত আছে। এ জীবনে আমি যে তাঁহার মত ভাল এবং বড় লোকের দর্শন লাভ করিয়াছি, ইহা আমার সৌভাগ্য বলিয়া মনে করি।



# জিন্নৎ হোসেন ও কাশীপ্রসাদ

## ১। দারোগা জিন্নৎ হোসেন।

আমি তখন ( ইং ১৮৮৩ অব্দ ) আরারিয়া মহকুমায় কায করি। কাছারিতে যে সকল গুরুতর মোকদ্দমার দরখাস্ত দাখিল হয়, প্রায়ই তাহাতে প্রার্থনা থাকে যে সাক্ষী তলব করিয়া কাছারিতেই বিচার করা হউক ; অথবা যদিই প্রথমে একটা পুলিশ তদারকের আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে যেন জিন্নৎ হোসেন দারোগার উপর ঐ তদারকের ভার দেওয়া হয়। ক্রমশঃ লক্ষ্য করিলাম যে, ধনে এবং লোকবলে যে পক্ষ দুর্ব্বল, সেই পক্ষ হইতেই ঐরূপ প্রার্থনা হইয়া থাকে। মোক্তার আমলা এবং অপর লোকের নিকটও শুনিলাম যে দারোগা জিন্নৎ হোসেনের ন্যায় খাঁটি লোক, পুলিস বিভাগে কেন, যে কোন সরকারী বিভাগে এবং যাঁহারা সাধুর বেশ ধারণ করেন সেরূপ দলের মধ্যেও বিরল।

জিন্নৎ হোসেনের নিজের একখানি গরুর গাড়ী ছিল এবং একটী মুসলমান গাড়োয়ান ছিল। জিন্নৎ হোসেন সেই গোরুর গাড়ীর উপর ছাপ্পর দিয়া, তাহাতেই নিজের বস্ত্রাদি, আহার্য্যদ্রব্য, এমন কি জ্বালানি কাষ্ঠ পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া মফঃস্বলে যাইতেন। মোকদ্দমার তদারকে গিয়া সে গ্রামের কূপ হইতে নিজের দড়ি কলসী দ্বারা একটু জলমাত্র তিনি লইতেন, আর কিছুই লইতেন

না। গাড়ীর ছাপ্পরে তেরপাল দেওয়া ছিল, অপর দুইখণ্ড তেরপালও সঙ্গে থাকিত। বৃষ্টির সময়েও বৃক্ষতলে গোরুর গাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, কাহারও গৃহে যাইতেন না। তিনি মনে করিতেন মানুষের মন স্বতঃই অনিচ্ছুক, পরবশ হইতেই স্বভাবতঃ ভালবাসে, কোন পক্ষের আত্মীয় বা পরভুক্ত লোকের বাড়ীতে থাকিলে, নিজের অজ্ঞাতসারেই সেইদিকে মন ফিরিতেই পারে! সিধা প্রভৃতি লইলে ত কথাই নাই। ক্ষুদ্র গ্রামের বাসিন্দারা, মনকে শেষ পর্য্যন্ত নিরপেক্ষ কেহই প্রায় রাখিতে সক্ষম হয় না—একটা না একটা দিকে মন অল্পবিস্তর ঝুঁকিয়া যায়—এমন কি দোষীর শাস্তি সম্বন্ধেও লোকে ভাবে—ও ব্যক্তি দোষী বটে; কিন্তু উহার বিরুদ্ধে নালিস করাটা উচিত হয় নাই। ন্যায়পক্ষে দৃঢ়তাও লোকে দোষাবহ মনে করে।

জিন্নৎ হোসেনের রিপোর্টে কোন্ পক্ষের কথা কতদূর সত্য তাহার সমস্তই নির্ণয়ের চেষ্টা থাকিত। লোকটীরও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পরিশ্রম করার শক্তি এবং নিরপেক্ষতা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতাম; মনুষ্যত্বের উপর ভক্তি বৃদ্ধি হইত

কিছুদিন পরে শুনিলাম, জিন্নৎহোসেন দারোগার বেতন ৬০৲ হইতে ৩০৲ হইয়াছে! পুলিস সাহেব তাঁহাকে অকর্ম্মণ্য স্থির করিয়া বেতন হ্রাস করিয়া দিয়াছেন, এবং সাবধান করিয়া দিয়াছেন যে যদি কার্য্যে ক্ষিপ্রকারিতা দেখাইতে না পারেন, তাহা হইলে হেড কনেষ্টবলের পদে নামিতে হইবে। পুলিস

বিভাগে উকিল বাবুদের ন্যায় লম্বা লম্বা রিপোর্ট লেখার কোন প্রয়োজন নাই, মোকদ্দমার নিষ্পত্তি ( কেস্ ডিস্পোজ অফ্ ) করাই আবশ্যক। চুল চিরিয়া বিচার ব্যবস্থা পুলিসের জন্য নহে—শীঘ্র শীঘ্র যাহা হয় একটা হইয়া গেলেই সব চুকিয়া গেল এবং তাহাই পুলিসডিপার্টমেণ্ট এবং ফৌজদারী হাকিমদিগের একমাত্র লক্ষ হওয়া উচিত বলিয়া রিটার্ণে সেইরূপ ঘর ফাঁদিয়া দেওয়া আছে। কোর্ট সাব ইন্স্পেক্টরকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "জিন্নৎ হোসেন পরম ধার্ম্মিক ব্যক্তি ; স্বধর্ম্মের সকল নিয়ম নিখুঁৎভাবে পালন করেন ; মন এমনই উদার হইয়াছে যে ব্যবহারে তিনি হিন্দু কি মুসলমান বুঝা যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে প্রায়ই সহধর্ম্মীর উপর একটু বেশী টান থাকে ; কিন্তু জিন্নৎ হোসেনের কোন কার্য্যে কাহারও উপর কোন প্রকার আকর্ষণ, রাগ কি বিরাগ কেহ কখনও লক্ষ্য করিতে পায় না ; ধনী সম্ভ্রান্ত মাননীয় মুসলমান জমিদারের বিরুদ্ধেও গরীব হিন্দু প্রজা জিন্নৎ হোসেনের দ্বারা তদারক প্রার্থনা করে! যদি ভাল মুসলমানেও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে হঠাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি জন্য জমিদারী কাছারিতে প্রজাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার হুকুম দিয়া একটু মারপীট করিয়া ফেলিয়া থাকেন, এবং অল্পেই ছাড়িয়া দিয়াও থাকেন, তথাপি জিন্নৎ হোসেনের কাছে রেয়াত হয় না। 'মোকদ্দমা সামান্য মারপীটের, আবদ্ধ-রাখার নয় ; সুতরাং পুলিস গ্রাহ্য মোকদ্দমা নয়' এরূপভাবে রিপোর্ট দিয়া উভয় পক্ষই আপোষে মিটাইতে চাহিলেও তাহা দেন না। রিপোর্ট

ঠিকই দেন, এবং আপোষে মিটাইবার জন্য উভয়কেই সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'এ সকল মোকদ্দমা আপোষে মিটানর আইনই আছে, কাছারিতে দরখাস্ত দিয়া মিটাও। অণুমাত্র ধর্ম্মহানি করিয়া রিপোর্ট দেওয়া আমার দ্বারা ঘটিবে না।"

এরূপ লোকের পদের অবনতি কেন হইল, জিজ্ঞাসায় কোর্ট বাবু বলিলেন, "কলিকাল! একালে ঐহিক উন্নতি কুপথেই হইতে দেখা যায়! সে উন্নতি স্থায়ী হয় না বটে; কিন্তু ভাল লোকের ঐহিক সুবিধা মাঝারি লোকের অধীনে কেন হইবে? আমাদের মধ্যে অনেকেই কেহ খুনের সংবাদ দিলে বলি, 'অনেক সময় যে খুন করে সেই খবর দেয়।' লোকটা তৎক্ষণাৎ দমিয়া পড়ে। তখন বলি পাল্‌কী ও বার জন মজবুত বেহারা আন।" খুন হওয়ার সংবাদ যখন পাই, তখন হইতে চারি ঘণ্টা পরের পাওয়া বলিয়া লিখি। দ্রুত চালিত বা বাহিত যান বাহনে পৌঁছিয়াও পৌঁছান খবরটা ঘণ্টা দুই পূর্ব্বের বলিয়া লেখা হয়। জিন্নৎ হোসেন এসব করে না, সমস্তই সে ঠিক ঠিক লেখে। গোরুর গাড়িতে যাইতেও তাহার দেরী হয়। সাহেবেরা ও মোকদ্দমার কথা ভাবেন না; কখন সংবাদপ্রাপ্তি, কতটা দূর, কখন্ পৌঁছান এবং কতক্ষণে শেষ রিপোর্ট—এই মাত্র দেখিয়া "কুইক" (ক্ষিপ্র) বা "স্লো" (দীর্ঘসূত্রী) বিচার করেন। আমাদের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থায় "কুইক" এবং "এনারজেটিক" (উদ্যমশীল) মনে করিতেই হইবে! জিন্নৎ হোসেনের সত্য কথায় তিনি একান্তই "স্লো" (ঢিমাচালের) সাব্যস্ত হইয়াছেন।

শত ধমকেও তাঁহার চাল বিগড়ায় না, সত্য পথেই থাকেন! ঘুস লয়েন না, কাজেই তেজী তেজী ঘোড়া রাখিতে পারেন না। পুলিস কর্ম্মচারীর ঘোড়া রাখিবার নিয়ম আছে বলিয়া জিন্নতের একটী দলচরী টাটু আছে। সেইটা দেখিয়াই পুলিস সাহেব চটিয়া আগুন। আর তাহার পরেই পদের অবনতি হইল।"

হউক! কিন্তু "সুদীর্ঘ" পরকাল আদর্শ দারোগা বলিয়া তাঁহার যশ ঘোষণা করিবে এবং শত সহস্রের আশীর্ব্বাদ তাঁহারই।

জিন্নৎ হোসেনের শেষ কি হইল জানিতে পারি নাই। তিনি দীর্ঘকালের ছুটী লইয়া তাঁর গুরুর নিকট গিয়াছিলেন শুনিয়াছিলাম। তাঁহার সেই ছুটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই আমাকে আরারিয়া হইতে জ্বরাক্রান্ত হইয়া ছুটী লইয়া সরিতে হয়।

## ২। দারোগা কাশীপ্রসাদ।

কাশীপ্রসাদ দারোগাকেও আরারিয়াতেই দেখিয়াছিলাম! সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক।

কাশীপ্রসাদ সিক্‌টি আউট পোষ্টের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নেপালের সীমাবর্ত্তী স্থলে আউট পোষ্টকে "নাকা" বলে। সিক্‌টি নাকার কয়েক হাত উত্তরেই নেপালের সীমা, ঐ সীমানায় একটী লম্বা ড্রেনের ন্যায় সোজা খাত আছে। উহার উভয় পার্শ্বের মাটী উচ্চ এবং ভিতর দিকে ঢালু; পরিষ্কার ঘাস বসান। যেখানে যেখানে সীমানার লাইন বাঁকিয়াছে, সেই সেই স্থানে সাদা চূণকাম করা থাম ( পিলার ) খাত মধ্যেই

প্রস্তুত করা আছে এবং তাহাতে উহার নম্বর বড় বড় কালো অক্ষরে লেখা আছে। প্রতিবর্ষে বৃটিশ সবডিবিজানগুলি হইতে নেপাল ঠিক আছে কি না, থামগুলি ঠিক আছে কি না রিপোর্ট পাঠাইতে হয়। সীমানার লাইন দোরস্ত রাখা ও থাম মেরামতের ভার পূর্ত্ত বিভাগের উপর ন্যস্ত। নেপাল দরবার এই খরচের অর্দ্ধেক বহন করে কি না জানি না। খাতের মধ্য-ভাগ দিয়া থামের মধ্যভাগ দিয়া যে কল্পিত রেখা গিয়াছে, তাহাই উভয় রাজ্যের সীমা। ঐ সীমা পার হইলেই উভয় রাজ্যে পুলিশ অপরাধীর অনুসরণে নিরস্ত হয়; পররাজ্যে গ্রেপ্তার করিতে পারে না, নেপালের রেসিডেন্সি এবং ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট মধ্যে লেখাপড়া চলে। পরস্পরের রাজ্যে পলাতক বড় বড় অপরাধীকে ধরিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা সন্ধির (একষ্ট্রাডিসান ট্রীটি দ্বারা হইয়া গিয়াছে।

কাশীপ্রসাদের একটী উৎকৃষ্ট ঘোড়া ছিল। মূল্য আড়াই শত টাকার কম নয়। তাহার বেতন তখন ৫০৲ টাকা মাত্র। ক্ষিপ্রকর্ম্মা পুলিশ অফিসার বলিয়া কাশীপ্রসাদের খ্যাতি ছিল।

একদিন রিপোর্ট আসিল যে কাশীপ্রসাদ দারোগার আউট পোষ্ট সংলগ্ন আবাস-গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। নিকটবর্ত্তী পলাসী আউটপোষ্টের দারোগার নিকট এজেহার। বিস্তর গহনাপত্র চুরি। পরে পলাসী থানার দারোগা আসামী ও চোরাই মাল চালান দিলেন। মোকর্দ্দমায় সাক্ষী দ্বারা প্রমাণ হইল যে নেপাল হইতে একদল "কঞ্জড়" (ইহারা বেদিয়ার ন্যায়

গৃহহীন জাতি "সির্কি" বা মাদুরের তাম্বুতে বাস করে) সীমানা পার হইয়া আসিয়াছিল; উহারাই দারোগার ঘরে চুরি করে। উহারা সরিয়া পড়ার পূর্ব্বেই কাশীপ্রসাদ উহাদের খানাতল্লাসী করিয়া মাল উদ্ধারান্তে পলাসীর দারোগার নিকট প্রথম এতেলা দেয়।

কঞ্জড়েরা বলিল তাহারা নির্দ্দোষ, নেপালের প্রথামত সেখানের ধনীরা যথেষ্ট স্বর্ণালঙ্কার ও তৈজসপত্র সহ মৃতদেহ দাহ করিতে আসেন, উহারা সেই সকল দ্রব্য লাভ করিয়া থাকে; চুরি করে নাই।

দারোগা বলেন যে তাঁহার পত্নী বড়ই ধনশালী ব্যক্তির কন্যা; তাঁহার শ্বশুরের বহু গোষ্ঠী ছিল; এক্ষণে সকলেই মৃত। তাঁহার পত্নী তাঁহাদের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী; সেই জন্য ছয় গাছা সোণার হাঁসুলি, এগারটা বাঁট্‌লো (এক প্রকার পশ্চিমা হাঁড়ি) প্রভৃতি দ্রব্য তাঁহার বাসায় ছিল।

আসামীরা কোন সাক্ষ্য সাবুদ মানিল না। দারোগার তরফে তাঁহার চাকর, বামুণ ও একজন কনষ্টেবল কেহ কোনও দ্রব্য সনাক্ত করিল। কঞ্জড়দের অবশ্য সাজা হইয়া গেল; কিন্তু কাছারিতে অনেকেই অনুমান করিলেন যে কঞ্জড়েরা নেপালে চুরি ডাকাতি করিয়া যে কয়েক সহস্র টাকার মাল লইয়া বৃটিশ অধিকারে পলাইয়া আসিয়াছিল, "চোরের উপর বাটপাড়ি" দ্বারা তাহা কাশীপ্রসাদ দারোগার হইয়া গেল! সন্দেহে খানাতল্লাসি দ্বারা উহাদের নিকট অনেক জিনিস পাওয়া যাওয়াতে দারোগা

সেগুলি 'সন্দেহের মাল' বলিয়া সরকারী মালখানায় জমা দেওয়ার অপেক্ষা, নিজের স্ত্রীধন তৈয়ারি করিয়া লইতে দ্বিধা করিলেন না। এ অনুমানটা সত্য হইলে লোকটা "ক্ষিপ্রকর্ম্মা" সন্দেহ নাই! বেতন বৃদ্ধিও হইতেছিল। শেষে "সমুলোস্তু বিনশ্যতি" হইল কি না সে সংবাদ জানি না; কিন্তু শাস্ত্রের কোন বাক্যই মিথ্যা নয় বলিয়া বিশ্বাস করি।

# সার হেনরী কটন

উদার-হৃদয়, মানব-প্রীতিতে পূর্ণ চিত্ত, কোমৎমতাবলম্বী সার হেনরী কটন মহোদয় ৭০ বৎসর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন (২৩।১০।১৫)। তিনি আসাম চা বাগানের কুলিদিগের দুঃখে একান্ত সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন এবং আসাম কুলি আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। বিনা আইনে অধিক মাহিনা দিয়া কুলি সংগ্রহ করা উচিত ইহাই তাঁহার মত ছিল। এ জন্য চা-কর প্লাণ্টার প্রভৃতি বেসরকারী ইংরাজ দল তাঁহার বিরুদ্ধ হয়েন, এবং তাঁহাকে আসামের চীফ কমিশনারের পদ হইতেই পেন্সন লইতে হয়; বাঙ্গালায় ছোটলাটের পদ তাঁহার প্রাপ্য হইলেও তিনি তাহা পান নাই। বাঙ্গালী মাত্রেরই ইহাতে একান্ত আশাভঙ্গ হয়—তিনি এতই লোকপ্রিয় ছিলেন।

তাঁহার "নিউ ইণ্ডিয়া" পুস্তকে এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত এবং কংগ্রেসের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ জন্যও তিনি প্রায় সকল অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানেরই বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। উঁহাদের কেহ কেহ তাঁহাকে "বাবু কটন" আখ্যাও দিয়াছিলেন। তিনি ছোট লাট হইলে নেটিভদিগের বড়ই বাড় হইবে উঁহাদের এই সন্দেহ হইয়াছিল। হয়ত কালে তাঁহার সম্মান ইংরাজ মহলেও হইবে। যাঁহারা অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পান, তাঁহাদের গৌরব সমসাময়িকেরা করিতে পারে না; বড়কে

বুঝিতে মন একটু বড় হওয়ার প্রয়োজন। স্থায়ী প্রকৃত স্বার্থ এবং পরার্থ যে অভিন্ন তাহা ক্ষুদ্র স্বার্থান্ধের মনে ঢুকিতে পারা সম্ভব নহে।

কটন সাহেব যখন চট্টগ্রামের কলেক্টর ছিলেন, তখন ঐ জিলা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া এক খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। আমার নোয়াখালিতে চাকরীর সময় ডেপুটী কলেক্টর বাবু কালীশঙ্কর সেন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার উন্নতির মূল কটন সাহেব। তিনি যখন আফিসের এক সামান্য কেরাণী মাত্র, তখন তাঁহার মধ্যে একটু কার্য্য-দক্ষতা লক্ষ্য করিয়া কটন সাহেব স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে ক্যাম্বেলি সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে বলেন। সেই উৎসাহের ফলে কালীশঙ্কর বাবু উক্ত পরীক্ষা দিয়া সবডেপুটী ও পরে ডেপুটী কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

আমি গয়ার আরঙ্গাবাদ সবডিভিজনে থাকা কালে কটন সাহেব ইরিগেশন কমিশনে শোণ নদের খালের তীরবর্ত্তী দাউদ-নগরে গিয়াছিলেন। তাঁহার অমায়িকতার কথা কালীশঙ্কর বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম বলিয়া, কোন প্রয়োজন না থাকিলেও তথায় গিয়া দেখা করিলাম। প্রায়ই ভারতবাসী কেহ বিনা প্রয়োজনে ইংরাজ উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের নিকট যান না। এবং যাওয়ার কারণটা সর্ব্ব শেষেই প্রকাশ করেন। কটন সাহেব আমার আসার কারণ বারবার করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, শেষে আমাকে প্রকৃত কারণ বলিতে হইল যে, বাবু কালীশঙ্কর

তাঁহার প্রশংসা শতমুখে করিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার সম্বন্ধে আমায় কিছু কৌতূহলাবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল,সাক্ষাতের সুযোগ পাইয়া তাহা ত্যাগ করিতে পারি নাই।

কটন সাহেব বলিলেন, "সে তোমাকে ভালবাসে।"

বৈকালে দেখি কটন সাহেব আমার তাঁবুর দ্বারে আসিয়া ডাকিতেছেন। বলিলেন, "চল, খালের ধারে খানিকটা বেড়াইয়া আসি।"

সঙ্গে সঙ্গে চলিলাম। কত বিষয়ের কত কথাই হইল, যেন কতকালেরই বন্ধুত্ব! যেন সহপাঠীরই সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি। তিনি যে সিভিলিয়ান উচ্চকর্ম্মচারী তাহা একেবারেই ভুলাইয়া দিলেন। কমিসনে সুপারিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার অন্যতম সভ্য ছিলেন; তাহার উল্লেখে হাসিয়া বলিলেন, "যাহার বিভাগের সম্বন্ধে তদারক সেই ব্যক্তি সহযোগীভাবে সঙ্গে থাকিলে রিপোর্ট লেখার বড় অসুবিধা।"

আরঙ্গাবাদ সবডিভিজন হইতে ছুটী লইয়া বাটী আসিবার পর একদিন রেভিনিউ বোর্ডে কটন সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলাম। কাজে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। বলিলেন, "তোমাকে সুস্থাবস্থায় দেখিয়া সুখী হইলাম। কোন বিশেষ কথা আছে?"

বলিলাম, "আপনাকে একবার দেখিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল।"

তিনি হাসিয়া কহিলেন, "আমরা যে দাউদনগরের খালের ধারে বড়ই পরিচিত হইয়া পড়িয়াছি। তোমায় আমার বরা-

বরই স্মরণ থাকিবে। যখন তোমার কোন প্রয়োজন মনে হইবে, আমায় বলিও, অথবা লিখিয়া জানাইও।”

এমন সুন্দর সুমিষ্ট ধরণ আমি উচ্চমনা শ্রীযুক্ত ডব্লু, বি, টমসন সাহেব ভিন্ন অন্য কোন ইংরাজে দেখি নাই; সেই একটী নিমেষের মধ্যেই আমাকে প্রকৃত পরিতৃপ্ত করিয়া ফিরাইয়া দিলেন, এবং কার্য্যে অভিনিবিষ্ট হইলেন।

যখন হুগলীতে কার্য্য করিতেছিলাম, তখন কটন সাহেব চাফ সেক্রেটারী হইয়া আমাকে মেহেরপুরে বদলী করিলেন। তথায় কিছুকাল কায করিবার পর পিতৃদেবের কঠিন পীড়ার সূত্রপাতে ছুটী লইলাম। ছুটীর মধ্যে একদিন দেখা করায় বলিলেন, “তোমার কি চাকরীতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা একটুও নাই? আমি তোমাকে মেহেরপুর এবং চুয়াডাঙ্গা দুইটা সবডিবিজনের ভার দিলাম; সেখানে সর্ব্বদা সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী থাকেন, সেস্থলে তোমাকে ঐরূপ বিশিষ্টভাবে বসাইলাম যে পরে উপযুক্ত বলিয়া উল্লেখে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ দেওয়াইতে পারিব; আর তুমি সেখান হইতে ছুটি লইলে?”

আমি বলিলাম, “পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শরীর অসুস্থ, তাঁহার সেবা যাহাতে করিতে পারি সেই সাহায্যই করিবেন।”

পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহিত ৺বৈদ্যনাথে গেলাম। তিন-মাস ছুটীর শেষাশেষি একদিন ল্যাণ্ড রেকর্ডস আফিসের অধ্যক্ষ মিষ্টার ডব্লু, সি, ম্যাকফার্সনের এক টেলিগ্রাম পাইলাম যে আমি তাঁহার পার্সন্যাল আসিষ্টাণ্ট হইতে রাজী আছি কি না?”

পূজ্যপাদ পিতৃদেব বলিলেন, "বাড়ী হইতে যাতায়াত চলিবে; আমার এ রোগ দীর্ঘকাল স্থায়ী; অন্যত্র চাকরীতে অসুবিধা; চাকরী না করাও ঠিক নয়। বরং একজনের প্রত্যহ বাটী হইতে কলিকাতায় যাতায়াতে ঔষধ পথ্য ডাক্তার কবিরাজ সম্বন্ধে সুবিধাই হইবে।"

পিতৃদেব সকল বিষয়েই ভাল দেখিতেন ও দেখাইতেন। ঐ চাকরী লইলাম।

আফিসে নিজের নিয়োগ সম্বন্ধীয় ফাইলে দেখিলাম, কটন সাহেবের স্বহস্তে লিখিত ডেপুটীদিগের নামের ফর্দ্দে আমার নাম রহিয়াছে। তিনি লিখিয়াছিলেন, "এই সকল অফিসরেরা কলিকাতায় যে কোন চাকরী পছন্দ করিবে, ইহারা মফঃস্বল হাকিম হওয়ার জন্য বিশেষ ব্যগ্র নয়।" দেখিলাম কার্য্যদক্ষ ইংরাজ কর্তৃপক্ষীয়েরা কর্ম্মচারীদিগকে বেশ চিনিয়া রাখেন এবং সেইজন্য এমন কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন।

সেক্রেটারীয়েট আফিসের ঐ চাকরী করিতে করিতে একদিন দেখা করিতে গেলাম। কটন সাহেব বলিলেন, "আজ আমার কাছে তোমার পূর্ব্বে ৪৪ জন দেখা করিতে আসিয়াছিল।"

একটু ক্লান্ত হইয়া ছিলেন স্পষ্টই দেখিলাম। বলিলাম, "পেনালটী অফ গ্রেটনেস্"—উচ্চপদ প্রাপ্তির দণ্ডই এই।

খুব হাসিলেন। আমি বলিলাম, "আমার কাষ হইয়াছে;

বলার বিশেষ কিছু ছিল না, আপনাকে ক্লান্ত বোধ হইতেছে ; যাই।”

তিনি বলিলেন, “বস। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছিলাম ; কাহাকে জিজ্ঞাসা করিব ঠিক করি নাই ; তোমার কাছেই ঠিক খবর পাইব। এখনকার নূতন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের সহিত প্রাচীন ডেপুটিদিগের কিরূপ সম্বন্ধ ? আমি যখন মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া আসিয়াছিলাম, সকল কথা গিয়া প্রাচীন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করিতাম। প্রথম প্রথম রায় লিখিয়া লইয়া গিয়া নথিসহ তাঁহাকে একবার দেখাইয়া লইতাম।”

আমি বলিলাম, “সেদিন আর নাই। ইংরাজ এবং ইংরাজী শিক্ষিত এদেশীয় যুবকমাত্রেই সর্ব্বজ্ঞ হইয়া পড়িয়াছে। কেহ কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করে না।”

খুব হাসিলেন। পরে দুঃখিত ভাবেই বলিলেন, “এখন সকলেই নভেল পড়িয়া অল্পায়াসেই মানব জীবনের জটিল ব্যাপার সমস্ত আয়ত্ত করিতে পারা যায় মনে করে! ইতিহাস পড়িয়া তাহার ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া, দার্শনিক প্রবন্ধ পড়িয়া এবং সকল লোকেরই সহিত একান্ত সহানুভূতির সহিত বন্ধুভাবে মিশিয়া, মানবসমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের প্রয়োজন আছে মনে করে না।”

পূজ্যপাদ পিতৃদেব অন্তিম রোগশয্যা হইতে বি-এ পরী-

ক্ষোত্তীর্ণ একান্ত নিকট আত্মীয় এবং সুচরিত্র একটী যুবকের চাকরীর জন্য অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন। তখন ডেপুটিকালেক্টর দিগের জন্য প্রতিযোগী পরীক্ষা লওয়া হইত। পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান যাহারা পাইতেন তাঁহাদের কয়েক জনকে নির্দ্ধারিত ভাবেই লওয়া হইত। বাকী খালি চাকরীগুলি পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে হইতে গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছামত বাছিয়া লওয়া হইত। ঐ উপলক্ষ্যে একদিন দেখা করিতে গেলে কটন সাহেব বলিয়াছিলেন, "তোমার পিতার সুপারিস সম্বন্ধে আফিসে খবর লইয়াছিলাম। দীর্ঘকাল উচ্চপদে থাকিয়া এবং উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীদিগের এরূপ সম্মান আকর্ষণ করিয়াও, আপনার লোকের জন্য সুপারিস যে একবারমাত্র করিয়াছিলেন তাহা গ্রাহ্য করিয়া গবর্ণমেণ্ট একজন উৎকৃষ্ট কর্ম্মচারী পাইয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার সুপারিস রক্ষা করিতে পারিয়া গবর্ণমেণ্ট-সার্ভিসের উপকার করিলাম বলিয়াই বিশ্বাস করিতেছি।"

যে সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত এই প্রকৃত কথাগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহাতে তিনি পূজ্যপাদ পিতৃদেবের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন।

যখন পিতৃবিয়োগের পরে ভ্রাতৃবিয়োগে একান্ত ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়ি এবং বড় বড় ড্রাফট চিঠির মুসাবিদা করা যেন বিষম ভারবোধ হইতে থাকে, তখন শ্রীযুক্ত ম্যাকফার্সান সাহেব আমার কথা কটন সাহেবকে বলায় কটন সাহেব আমাকে হুগলীতে

বদলী করিয়া দেন। নিজেই বলেন, "উহার এখন বাড়ীতে থাকা দরকার।"

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য গেলে বলিলেন, "তোমার দুঃখে আমি একান্তই দুঃখিত। দাউদনগরের খালের ধারে যে সদানন্দ ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলাম——সে চলিয়া গিয়াছে। ভারগ্রস্ত ভগ্নহৃদয় এক মানবকে সম্মুখে দেখিতেছি! পৃথিবীর গতিই এই। ভার যাহা পড়িল তাহাকে সমুচিত ভাবে গ্রহণ জন্য মেরুদণ্ডে জোর কর।"

সেই অসাধারণ সহানুভূতি হইতে (সাধু সন্ন্যাসীর নিকট আজ যেমন পাইয়া থাকি) অনেকটা বল হৃদয়ে পাইয়াছিলাম। উদার হৃদয় মহাত্মা কটন আজ শ্রীভগবানের পাদপদ্মে—তাঁহার প্রকৃত স্থানে গিয়াছেন।

# মিঃ জি এম করি

১৮৮৭ অব্দে গয়ার আরাঙ্গাবাদ মহকুমা হইতে তিন মাস ছুটী লইয়া বাড়ী আসিয়াছিলাম। আমার পূজ্যপাদ ৺ অগ্রজ মহাশয় তখন বুদবুদে (মানকর রেলওয়ে ষ্টেসন) মুনসেফ ছিলেন। প্রতি শনিবারে বাটী আসিতে পারিতেন। রবিবার পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের পিছনে পিছনে দুই ভাই ঘোড়ায় চড়িয়া আয়মার বাগানে যাইতাম। ৺ উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (হুগলীর উকিল), তাঁহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া আমাদের যাইবার সময় দেখিয়া একদিন পূজ্যপাদ পিতৃদেবকে বলিয়াছিলেন—"বড়লাট সাহেবেরও আপনার ন্যায় 'বডিগাড' নাই।" ঐ সময়টা কি সুখেই কাটিয়াছিল!

আমার ছুটীর শেষাশেষি একদিন দাদা বলিলেন—"বাবা বলিতেছেন—'ছুটী শেষে দূরে বদলী করিলে আমাদের এই সাপ্তাহিক মিলনটা থাকিবে না', ওঁর তুষ্টির জন্য আমরা কবে কি করিয়াছি? তুমি নিকটে একটা স্থানে যাইতে চেষ্টা করার জন্য বরং দার্জ্জিলিং যাও।"

তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির হইল। তথায় যাওয়ার পূর্ব্বে বক্‌লণ্ড সাহেবের সহিত রেভিনিউ বোর্ডে দেখা করিয়া আমার ও দাদার ইচ্ছার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন—"সাধারণ ভাবে ভাল যায়গা রেলের উপর এবং নিকটে চাহিলে ফল

পাইবে না। মাথা ঘামাইয়া খাতা-পত্র লইয়া কে কোথায় কত দিন আছে, সে সব কোন্ সেক্রেটারী খুঁজিবেন? সুতরাং—'আচ্ছা দেখা যাইবে' উত্তর লইয়া ফিরিতে হইবে; তাহাতে ফল হয় না। উলুবেড়িয়া খালি হইতেছে বলিয়া আমি জানি। শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইতে পারিবে। হাবড়ায় মিঃ করি আছেন। অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের সহিত একান্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন।"

আমি দার্জ্জিলিং গিয়া পূজ্যপাদ পিতৃদেবের প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন এডগার সাহেব চীফ সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিলাম। তিনি বর্দ্ধমান, শ্রীরামপুর, চব্বিশ পরগণা এবং হাবড়ায় স্থান খালি আছে কি না আফিসে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বেই উত্তর আসিল—'খালি নাই'। আমি তখন বকলণ্ড সাহেবের উপদেশ মত উলুবেড়িয়ার কথা তুলিলাম। এবারে উত্তর আসিল—'খালি আছে'। সাহেব সেই কাগজের উপরই আমার নাম লিখিয়া পাঠাইয়া দিলেন। পূজার ছুটীর মধ্যেই কলিকাতা গেজেটে হুকুম বাহির হইল।

উলুবেড়িয়া যাওয়ার পূর্ব্বে হাবড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট করি সাহেবের সহিত দেখা করিলাম। দীর্ঘাকার, বলবান পুরুষ, কিন্তু চক্ষের ভাবটায় দয়ালু বলিয়া মনে হইল না। শনিবারে শনিবারে বাড়ী চলিয়া আসার অনুমতি চাহিলে বলিলেন—"সে কিরূপে হইবে? ওখানে একজন সব ডেপুটীও নাই!"

আমি সব কথা খুলিয়া বলিলাম:—"যদি বাড়ী গিয়া মধ্যে

মধ্যে পিতৃদেবকে দর্শন করিতে না পাই তাহা হইলে হুগলী কলক্টারির সংস্পৃষ্ট উলুবেড়িয়া থাকায় আর বগুড়া বা চট্টগ্রামে থাকায় প্রভেদ নাই ; তবে স্বাস্থ্যকর আরাঙ্গাবাদ ছাড়িয়া আসিয়া কি হইল ! আমি আর কি বলিব—যাহা পারেন করিবেন।"

আমাকে প্রকৃতই দুঃখিত দেখিয়া এবং শেষের ঐ নিরাশার নির্ভরের কথাটা শুনিয়া সাহেব একটু মুচকি হাসিলেন—চক্ষের সে ভাবটা পরিবর্ত্তন হইয়া বড়ই সুন্দর দেখাইল ! বলিলেন—"তবে তাহাই হউক, তুমি প্রতি শনিবারে আমাকে একখানি পত্র লিখিবে—'আপনার অনুমতি অনুসারে পিতাকে দেখিতে যাইতেছি—কোর্ট সব-ইনস্পেক্টরকে বলিয়া যাইতেছি যে তেমন কিছু গুরুতর ব্যাপার ঘটিলে আপনাকে টেলিগ্রাম করিয়া কাগজ-পত্র লইয়া আপনার নিকট হাবড়ায় যাইবে।" প্রতি সোমবার ফিরিয়া আবার আমাকে পৌঁছান সংবাদ দিও।"

এইরূপ দুইখানা করিয়া পত্র লিখিয়া প্রতি সপ্তাহে বাড়ী যাওয়া প্রকৃতপক্ষে ঘটিবে না, মাঝে মাঝে যাওয়াই ঘটিবে, এইরূপ মনের মধ্যে হইতেছে—সাহেব যেন তাহা সুস্পষ্টই বুঝিয়া সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—"প্রতি সপ্তাহে ইহা করিতে লজ্জাবোধ করিও না ; প্রয়োজন আছে। কোন হাঙ্গামা ঘটিলে বলিব—'আমি নিজে চার্জে থাকিয়া যাইতে দিয়াছিলাম'—আর তোমার সেই সপ্তাহের পত্রখানি মাত্র বাহির করিব।"

দেখিলাম বকলণ্ড সাহেবের কথা একান্তই সত্য ; অধীনস্থ

কর্ম্মচারীদের সম্বন্ধে বাস্তবিকই অসাধারণ সহানুভূতি! ইহা শিখিবার জিনিষ এবং শিখাইবারও যোগ্য কথা।

করি সাহেব পাঁচটা বাজিলেই হাবড়ার আফিস বন্ধ করার নিয়ম করিয়াছিলেন; কাজের ভিড় পড়িলে পাঁচটার পরও খাটিতে হয়, বাতি জ্বালিতেও হয়। করি সাহেবের আমলে হাবড়ায় তাহা হইতে পাইত না। বাস্তবিকই পাঁচটার পরে খাটান বড়ই নির্দ্দয়তা। সাহেব মধ্যে মধ্যে ঠিক পাঁচটার সময় আফিসে আসিয়া দেখিতেন যে হুকুম পালিত হইতেছে কি না।

একবার উলুবেড়িয়া পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন; দেখিলাম প্যাণ্টালুন কর্দ্দমাক্ত। বলিলেন রাস্তা ছাড়িয়া কোণাকুণি মাঠ ও নালার ভিতর দিয়া দশ ক্রোশ পাখী শিকার করিতে করিতে আসিয়াছেন। যে গ্রাম্য চৌকিদার মারা পাখীর মোট লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে চারি টাকা বক্‌শিস্ দিয়া বিদায় করিলেন।

আমার আফিসের কার্য্য তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করিয়া বলিলেন—"তোমাকে বাড়ী যাইতে ছুটী দিই বলিয়া কোথাও কোন কাজের বিলম্ব হয় কি না ভাল করিয়া দেখিলাম; বেশ কাজ চলিতেছে।"

বিশেষ তৃপ্তি বোধ করিলাম এবং অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে আরও একটা সুশিক্ষা হইল—কার্য্যের নিখুঁত পরিদর্শন এবং উপযুক্ত প্রশংসা।

কিছুদিন পরে ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের জন্য দুই দিনের ছুটী চাহিলাম; উত্তর আসিল না। পুনরায় পত্র লিখিলে সাহেব

'প্রাইভেট আর্জ্জেন্ট টেলিগ্রামে' বাড়ী যাইবার অনুমতি দিলেন। বাউড়িয়াতে প্রায় এক মাস পরে দেখা হইলে বলিলেন—"দেখ, তোমার প্রথম পত্রের উত্তরে ছুটী দিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম বলিয়া কেমন যেন মনে হইয়াছিল। তাহার পর তোমার দ্বিতীয় পত্র পাইয়া দেখিলাম যে চিঠি লিখিলে তুমি তাহা সময়ে পাইবে না। তখন টেলিগ্রাম করিয়া দোষক্ষালণ করিয়াছিলাম।" তখন বুঝিলাম যে 'প্রাইভেট' টেলিগ্রাম কেন আসিয়াছিল; সাহেব নিজেকে জরিমানা করিয়াছিলেন এবং আমাকে ছুটী দেওয়া কতকটা বেসরকারী ভাবেই চালাইয়া দিলেন।

সকলের কাছেই আমি করি সাহেবের সুখ্যাতি করি। ক্রমে সাহেবের চরিত্রের আর একটা দিকের কথা লোকমুখে জানিতে পারিলাম এবং মর্ম্মাহত হইলাম।

(১) মফঃস্বলে রাস্তার ধারে দরিদ্র তাঁতিরা সুতা (টানা) গুছাইয়া লইতেছিল; ঘোড়া হইতে নামিয়া স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ সুতা ছুরি দিয়া মাঝামাঝি কাটিয়া দিয়াছিলেন;—সরকারী রাস্তায় কেন ও-সব করে!

(২) 'পানীয়' জলের কষ্ট কোথাও জিলা মধ্যে ঘটিয়াছে কিনা গবর্ণমেণ্ট জানিতে চাহিলে হৃদয়হীন ভাবে উত্তর দেন যে তিনি বাঙ্গালীদের ভাষা বুঝেন না—উহাদের দুঃখ কষ্ট জানিবেন কিরূপে? বিহার হইতে তাঁহাকে বাঙ্গালায় বদলী করার সময়ইত তাহা বলিয়াছিলেন; তবে তিনি 'চক্ষে' দেখিয়াছেন যে হাবড়া জলের দেশ, ইহার জল নিকাশই প্রয়োজন!

(৩) মিউনিসিপাল আফিসের বারান্দা হইতে একজন অবৈতনিক বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটকে স্বহস্তে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলেন—'এ তোমার পায়চারী করার জন্য নিজের বাড়ীর বারান্দা নহে !"

দাদার সহিত সাহেবের এই দুই বিপরিত মূর্ত্তির কথা হইল। তিনি তাঁহার অননুকরণীয় কৌতুক-মিশ্রিত দার্শনিক বিশ্লেষণ সহ বলিলেন ঃ—(১) প্রজাপীড়ক জমিদারগণও নিজের চাকর এবং গোমাস্তাদিগের প্রতি সদয়।

(২) খোদ সরকার বাহাদুর পুলিশ বিভাগের প্রতি সদয়তর হইতেছেন।

(৩) কোন কোন স্ত্রীলোক বড়ই ক্ষুদ্র দৃষ্টি।—তাহাদের মতে 'আপনার ছেলেটী খায় এতটী, বেড়ায় যেন লাঠীমটী—আর —পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।'

—তোমার যিনি উপরিতন কর্ম্মচারী তিনি তোমার সম্বন্ধে ভাল ব্যবহার করিলেও তোমার জাতিকে ঘৃণা করেন—সুতরাং তোমারও পনের আনা তিন পাইকে ঘৃণা করেন। তিনি চাণক্যের মতে লঘুচিত্ত। যথা—

অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্।
উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্॥

উলুবেড়িয়ায় যাওয়ার কিছু পূর্ব্বে আমার ছুটীর মধ্যে এক দিন কলিকাতার রাস্তায় প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিয়ান বাবু ত্রৈলোক্যনাথের সহিত দেখা হয়; তিনি বলেন—"তুমি

না এখন আরা জেলায় নিযুক্ত ? এ সময়ে এখানে কিরূপে ?" আমি বলিমাম—"তিন মাস পুরা বেতনে ছুটী লইয়া আসিয়াছি।" তিনি বলিলেন—"শরীর ত ভাল দেখিতেছি। প্রিভিলেজ লিভ শুধু শুধু লইতে নাই ; ব্যারাম-স্থারামের জন্য ওটা হাতে রাখিতে হয় ; সাহেবদের কথা স্বতন্ত্র। দেশীয় যেই সাধ করিয়া পুরা মাহিনায় ঐ ছুটী লয়, প্রায়ই তাহাদের শীঘ্রই অর্দ্ধেক মাহিনায় মেডিকেল লীভ লইতে হয়। তবে তোমার সেরূপ হইয়া কাজ নাই।"

কথাটা যে কাহারও কাহার পক্ষে ঠিক তাহা অল্পদিন মধ্যেই বুঝিলাম। উলুবেড়িয়ায় আমার ৫৪ দিন টানা জ্বর হইয়াছিল। জ্বরারম্ভের ৭।৮ দিন পরে করি সাহেবকে ছুটীর দরখাস্ত দিয়া পত্র লিখি। জ্বরের ধমকে কি কি লিখিয়াছিলাম সমস্ত মনে নাই। তবে বলিয়াছিলাম—'উলুবেড়িয়ায় সব-ডিবিজন্যাল অফিসরের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীটী পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের প্রস্তুত মৃত্যুর কল (ডেথ ট্রাপ) ; আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মিঃ আহম্মদ এবং তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী বাবু খগেন্দ্রনাথ মিত্র টাইফয়েড জ্বরে মারা যাইতেন, জ্বর গায়েই সরিয়া পড়িয়া বাড়ীতে যাওয়ায় বাঁচিয়া গিয়াছেন ; আমাকেও শীঘ্র সরিয়া যাইতে দেওয়া হউক এবং আমার পরবর্ত্তীদিগের প্রাণরক্ষা জন্য বাটীর পার্শ্বের পচা ডোবা তিনটী ও নিম্ন-ভূমি খানিকটা ভরাট করা হউক।"

করি সাহেব আমাকে অবিলম্বে ছুটী দিয়াছিলেন। রোগমুক্তির পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য গেলে বলিয়াছিলেন—

"তোমার সেই চিঠিটা পড়িয়া আমার বড় লজ্জাবোধ হইয়াছিল। আমার এবং সিভিল সার্জ্জনের এবং ইঞ্জিনিয়ারের ঐ বাড়ীটার সুস্পষ্ট অস্বাস্থ্যকর অবস্থা দেখিয়াও কখন উহার উন্নতি জন্য কাহারও কিছু করিতে কেন মনে হয় নাই তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার সেই চিঠিই গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম এবং ( খুব হাসিয়া ) শুধু লিখিয়াছিলাম—'মৃত্যুমুখে পতিত ধীর-স্বভাব কর্ম্মচারীর নির্ভীক সত্য কথা !'—উহাতে অবিলম্বে কাজ হইয়াছে। দুই হাজার টাকা মঞ্জুর হইয়াছে।"

দাদাকে এসব কথা বলায়, তিনি বলিলেন—"ইউরোপীয় কেহ উলুবেড়িয়ায় নিযুক্ত হন না ; তুমিও জজ কলেক্টর কাহাকেও খাওয়াইতে বাসায় লইয়া যাও না, তাহা করিলে উহাঁদের বারান্দায় পদার্পণ করিয়াই মনে হইত—'বাড়ীটা ভাল, কিন্তু চতুষ্পার্শ্ব টা ত ভাল নয়।' সেই ইউরোপীয় ঘনিষ্ঠতার অভাবে চতুষ্পার্শ্বের উন্নতি হয় নাই। পুলিশের থানা প্রভৃতির বাড়ী দিন দিন উন্নত হইয়াছে। উহাতে যে পুলিশ-সাহেবেরা গিয়া থাকেন ! করি সাহেবের অধীনস্থ কর্ম্মচারীরা উলুবেড়িয়ায় দুঃখ পায় ইহা তুমি তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়াতেই এবারে তাঁহার সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছিল।"

# বাবু বিহারী লাল ঘোষ

অতি প্রাচীন সহর পাটলিপুত্রের ভগ্ন স্তুপের উপর এক-জন দীর্ঘাকার পঞ্চাশোর্দ্ধ বাঙ্গালী বাবুর সহিত আমার পরিচয় হইল। তিনি ব্যাচিলর অফ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা। যখন খনন কার্য্য চলে তখন ১২৫।১৫০৲ টাকা ভাতা সমেত পাইয়া থাকেন। কয়েক জন কুলি তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে কোদালি দিয়া মাটি কাটিয়া একটী প্রোথিত দেওয়ালের উত্তর ও দক্ষিণ দিকটা বাহির করার চেষ্টায় নিযুক্ত ছিল।

বিশেষ জিজ্ঞাসায় ও কথাবার্ত্তায় আরও জানিলাম :—

(১) তাঁহার নাম বিহারী লাল ঘোষ। বাড়ী জোড়াসাঁকোয়। কন্যারা সুপাত্রে দত্ত। জামাতারা কেহ বা মুন্সেফ, কেহ বা ধনী সন্তান। পুত্রেরা কাজকর্ম্ম করে—বাড়ীতেও তাঁহাদের অবস্থা মন্দ নয়।

(২) তিনি শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট যাতায়াত করিতেন।

(৩) সরকারী চাকরীতে প্রথমে ঢুকিয়াছিলেন। শীঘ্র একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার সম্বন্ধে ভরষা না থাকায় বড় বড় ইংরাজী ফারমে ইঞ্জিনিয়ারের কার্য্য করেন। সময়ে সময়ে ১০০০।১২০০৲ মাসে পাইতেন। কার্য্যের প্রশংসা ছিল।

(৪) মদ্যপানাদি দোষে টাকা কিছুই জমে নাই।

(৫) একদিন গেরুয়া পরা পরমহংসদেবের ভক্ত কয়েকজন তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন—"আমাদের চক্ষে যিনিই সেই পুণ্যমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছেন তিনিই পবিত্র ; আমরা যে পরমহংসদেবকে দেখিবার পুণ্যভাগী হই নাই !"

(৬) মনে ধিক্কার হইল। মনে হইল—"তাঁহাকে দেখিয়াও 'আমার'ত কোন উপকারই হয় নাই—আমি ত যে কদর্য্য তাহাই রহিয়াছি—ইহাঁদের ভক্তি কি পবিত্র, কি সম্মানের বস্তু !"

(৭) সেই দিনই মগ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া বাটী ছাড়িলেন। ছোট ছেলেটীর হাত ধরিয়া কোঁচার খুঁট গায়ে দিয়া বাহির হইলেন। পত্নী বিয়োগে মনের ভিতর একটা বৈরাগ্য আসিয়াছিল এবং তাঁহার ছোট ছেলেটীর যত্ন হইবে না এই বোধে তাহার সম্বন্ধেই কর্ত্তব্য বাকী আছে বলিয়া মনে হইতেছিল। সেই জন্য এই ঘটনায় বৈরাগ্য তীব্র হইলে ছেলেটীর হাত ধরিয়া বাহির হইলেন।

(৮) প্রথম ভিক্ষা করিলেন বার্ণ কোম্পানির প্রশস সাহেবের নিকট। সাহেব বলিলেন—"কার্য্য ছাড়িও না ; ভাল কার্য্য করিতেছিলে ; এরূপ লোক আমরা আবার কোথায় পাইব ?" অবশেষে সাহেব অনেকগুলি টাকা আনিয়া দিলেন। তাহা হইতে এক মুঠায় যাহা উঠিল (১৮৲ টাকা কয় আনা উঠিয়াছিল) লইয়াছিলেন। সাহেবের সুশীলা অবিবাহিতা কন্যা ছেলেটীর হাতে দুইটী গিনি গুঁজিয়া দিলেন।

(৯) দুইখানি বিছানার চাদর কিনিয়া দুজনে গায়ে দিয়া,

৺কাশী যাত্রা করিলেন। সেখানে কলিকাতা বহুবাজারের "বোগি" বাবু এবং অন্যান্য কয়েকজন ভদ্রলোক ছেলেটীকে ওরূপে লইয়া ঘুরিতে দিলেন না। ছেলেটীকে ৺কাশীতেই রাখিয়া গেরুয়া পরিয়া, কমণ্ডলু লইয়া তীর্থ দর্শনে গেলেন। ৺রামেশ্বর, ৺ দ্বারকাপুরী, ৺ বদ্রিনাথ, ৺ কামাখ্যা প্রভৃতি ভ্রমণ হইয়া গেল।

(১০) বদ্রিনাথের পথে এক স্থলে একান্ত ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় পৌঁছিলে, একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহাকে একখানি মোটা যবের রুটি খাইতে দেয় এবং বলে 'শীঘ্র চলিয়া যান, আমার স্বামী আসিলে হাঙ্গামা করিবেন।' খাওয়া শেষ হইবার পরই বৃদ্ধার স্বামী আসিল এবং তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া বলিল 'আবার কোন সাধুকে নিজের খাবার দিয়া উপবাসী থাকার ব্যবস্থা করিলি ?' বৃদ্ধা স্বামীর জন্য মোটা রুটি খানি দিয়া বলে—'আমার আছে।' —'দেখা, দেখা'—বলিয়া বৃদ্ধ অগ্রসর হইল এবং না দেখাইতে পারায় সামান্য প্রহারও করিল!—'সবে দুই খানি রুটি সম্বল —দুজনে দুখানি দিন খাই ; তাহার ভিতরে আবার দান, ও সব হবে না!'

প্রকৃতই এতটা দারিদ্র্যের ভিতর এত দান ভারতের ন্যায় কোথাও নাই। এ মাহাত্ম্য কোথাও এরূপ ব্যাপক ভাবে সকলের মধ্যেই নাই!

(১১) দুই বৎসর ঘোরার পরে (১৯১৩) ৺কাশীতে ফিরিয়া ছেলেটীকে সঙ্গে লইলেন। ঘোরার ইচ্ছা আর নাই। এখন

ছেলেটিকে (১৫ বৎসরের) পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টে সরকার নিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

(১২) ভিক্ষার পরিবর্ত্তে এইরূপ খনন কার্য্যে ছয় মাস উপার্জ্জন হয়। অন্য সময়ে কষ্ট পড়ে। কাহাকেও কিছু বলেন না। বন্ধুরা সকলেই খুব শ্রদ্ধা করেন। সাহেব খুব ভালবাসেন ও সম্মান করেন।

(১৩) শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহিত পরিচয়ই এক্ষেত্রে গূঢ়ভাবে (বিষম সাংসারিক দুঃখে চিত্ত-চাঞ্চল্যের সময়ে তাঁহারই সেবকদিগের ভক্তির তীব্রতা দর্শন উপলক্ষ্যে) ইহাঁর পারলৌকিক দৃষ্টি উন্মুক্ত ও চিত্তের সুস্থিরতা সম্পাদন করিয়া ইহাঁকে অনেক উচ্চে উন্নত করিয়াছে সন্দেহ নাই।

(১৪) ইহঁার বড় ছেলেরা ভাল কাজকর্ম্ম করেন। ইনি তাঁহাদের কোন সম্বাদ দেন না। এক জনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইয়াছিল। পুত্র নাম হইতে পরিচয়ে বুঝিয়া পায়ের উপর পড়ে, ঘরে ফিরিতে বলে; ইনি বলেন যে 'তাঁহাদের' সম্বন্ধে উহঁাকে মৃতই ধরিতে হইবে।

[ একদিন ( ১৯১৭ ) ৺কাশীতে আসিয়া দেখা করেন এবং 'আমার কথা নাকি কাগজে লিখিয়াছেন'—বলিয়া অনুযোগ করেন। আমি বলি পড়া ও পড়ান, শেখা ও শেখান ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। তবে নাম দেওয়ায় আপত্তি করিতে পারেন বটে! তিনি বলিলেন—"আমার আবার নাম!" ]

# ডব্লু বি টমসন

আমি তখন বাঁকিপুরে ( ১৯০৬ )। ময়মনসিংহের কলেক্টর শ্রীযুক্ত টমসন সাহেব পাটনায় বদলী হইয়া আসিলেন। কিরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িল বলিতে পারি না কিন্তু শুনিলাম যে স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে গুপ্ত সার্কুলারের অনুযায়ী কোন কিছু করিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে বদলী করিয়া দেশের কার্য্যে উদ্বুদ্ধ পূর্ব্ববঙ্গ হইতে একেবারে সুদূর বিহারে আনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উনি নাকি বলিয়াছিলেন যে যাহা কিছু করা গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় বোধ করেন তাহা প্রকাশ্যভাবে আইন প্রণয়ন করিয়া মঞ্জুর করাইয়া ফেলুন—গুপ্ত হুকুমে বা আইনের বাহিরে তিনি কোন কার্য্য করিবেন না। এ সকলের সত্য মিথ্যা জানা অসম্ভব—কিন্তু মানুষটা ঐরূপই তেজস্বী, সত্যপূত, সুমিষ্ট এবং সরল ছিলেন এবং যদি কখন কোন সিভিলিয়ান ঐ ভাবের কথা বলিয়া থাকেন—তবে তিনি নিশ্চয়ই মিঃ টমসন। ইহার পরে ময়মনসিংহে ক্লার্ক সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেটের এবং মেদিনীপুরে ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন সাহেবের দ্বারা জিলা দুইটী উত্যক্ত এবং নিষ্পেষিত হওয়ার পর শ্রীযুক্ত টমসন সাহেবকে ঐ দুই জিলাতেই ক্ষত হৃদয়ে মলম লাগাইবার জন্য পর পর প্রেরণে ঐ জনরবে একটু আস্থা অনেকের হইয়াছিল। ফলতঃ নিখুঁত ন্যায়পরতা জন্য টমসন সাহেবের

ন্যায় কয়েকজন কর্ম্মচারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুদৃঢ় স্তম্ভ স্বরূপ।

আমি তখন কোর্ট অফ ওয়ার্ডস এবং সার্টিফিকেট ডিপার্ট-মেণ্টের ভার প্রাপ্ত। "মেঝলি নবাবের" জমিদারীতে মজঃফর-পুরের অনেকগুলি নীলকরের ইজারা। ইহাঁরা সাধারণতঃ ঠিক নির্দ্ধারিত দিনে জমিদারের প্রাপ্য খাজনার টাকা দাখিল করিয়া দেন। তবে ঐ সময়ে "কাঁটি" কুঠিতে একটু বেবন্দোবস্ত চলিতেছিল। টমসন সাহেবের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কলেক্টরের নিকট "নোট" লিখিয়া দিয়াছিলাম যে "কাঁটি কুঠির নিকট টাকা বাকীর জন্য সাধারণ পত্র, রেজেষ্টারি পত্র, এমন কি টেলিগ্রাম পাঠাইয়াও টাকা বা উত্তর পাই নাই; এখন কি করা হয়?" সে সাহেব লিখিলেন "আমি একখানি ডেমি অফিসিয়াল (আধা সরকারী ভাবে) পত্র লিখিলাম।" তাহাতে কিছুদিন পরে টাকা আইসে। টমসন সাহেবের আমলে ঐরূপ ঘটনায় সাহেব আমাকে লিখিলেন "সকল ঠিকাদারের সহিতই কি এইরূপ মৃদুভাবে চলা হয়?—তাহা যদি না হয় ত কেন হয় না? এক্ষণে উহাদের তারে খবর দাও যে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে টাকা দাখিল না হইলে সার্টিফিকেট মোকর্দ্দমা দায়ের হইবে।"—দেখিলাম এখানে দেশী বিলাতীর কোন পার্থক্য নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহেবের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর লোক নহেন, পরন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রথম; এরূপ লোকের অধীনস্থ কর্ম্মচারী থাকায় গৌরব বোধ করিলাম। মনে হইল এইরূপ দূরদর্শী ভাললোকের

জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য অটুট রহিয়াছে—বল দর্পিত শত শত কড়া ( ষ্ট্রং ) দিগের জন্য নহে।* সে যাহা হউক কাঁটি কুঠির টাকা তিন দিনের মধ্যে আসিল কিন্তু তৎপূর্ব্বেই সাহেবের নিখুঁত কথামত সার্টিফিকেট দায়ের হইয়া গিয়াছিল। আমি লিখিলাম একদিন বিলম্ব হইয়া গিয়াছে ; ষ্ট্যাম্প খরচাটা লইয়া সুদ মাফ করা হউক।" সাহেব হুকুম দিলেন "অর্দ্ধেক সুদ মাফ কর, সবটা করিও না। সকল ঠিকাদারের সহিতই এই ভাবে চলিও। তবে দেশীয়দিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বিবেচনার সহিত প্রথম প্রথম অল্প একটু বেশী সময় দিও, উহাদের সকলেই ক্ষিপ্র কার্য্যে অভ্যস্ত নয়। নীলকরগণ সবই জানিয়া বুঝিয়া সক্ষম থাকিয়াও অগ্রাহ্য করিতেছিলেন !"

৺গঙ্গাতীরে একটা চরের তিন শত বিঘা জমি কোন মুসলমান ডেপুটী কলেক্টরের মাপের ভুলে গবর্ণমেণ্টের খাস-মহল ভুক্ত হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত জ্ঞানদা প্রসাদ ঘোষ ডেপুটী কলেক্টর অন্য পার্শ্ববর্ত্তী চর মাপিবার সময় ঐ ভুল ধরিতে পারেন, কিন্তু ২০ বৎসর পার হইয়া যাওয়ায় তাহার প্রতিকার হইতে পারে না বলিয়া রিপোর্টে লেখেন। সাহেব স্বয়ং ঐ চরে গিয়া মাপ দেখিয়া ২০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে যে ভুল হইয়াছিল তাহা বুঝিলেন। তাহার পর হুকুম লিখিলেন—

* যাঁহাদের সাধারণতঃ ষ্ট্রং অফিসর বলিয়া নাম জাহির হয় তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে সরল চরিত্র নহেন ; ভিতরে ভীরু এবং বাহিরে কড়া মাত্র। পঞ্জাবে যাহারা সহস্র সহস্র নিরস্ত্রের হত্যাকাণ্ড জালিয়ানওয়ালাবাগে ( ১৯১৬ ) করাইয়া ছিল তাঁহারা প্রকৃতই মশা মারিতে কামান দাগিয়াছিলেন ! "অবিচলিত ন্যায়পরগণই সরল চরিত্র।"

"তমাদির উল্লেখে পরের প্রাপ্য না দেওয়া কোন ভদ্রলোকের উপযুক্ত কার্য্য নয়; একটী মহৎ সাম্রাজ্যেরর পক্ষে উহা একান্তই অসঙ্গত ( অন ওয়ার্দি অফ এ গ্রেট গবর্ণমেণ্ট )। আমি বোর্ডের মঞ্জুরি হইবে এই বিশ্বাসে ( অ্যান্টিসিপেশন অফ স্যাংসন ) জমিটা মালিক জমিদারকে ছাড়িয়া দিলাম।" এরূপ মহত্বের এবং তেজের ভাব আমি অপর কোন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীতে দেখি নাই। ইহাই প্রকৃত তেজ—সত্য এবং ন্যায়ের তেজ—ভগবৎ তেজের স্ফুলিঙ্গ ?

হরিহর ধারী সিংহের এষ্টেটেও তমামির জন্য দেনা বাতিল করা হয় নাই, তবে অধিক সুদ ছাড়াইয়া মিটমাট করিয়া দেওয়া হয়। আমাদের মনে হইয়াছিল যে ঋণ না দিলে নরকস্থ হইতে হয় এইরূপ পবিত্র হিন্দু সংস্কারই যেন সাহেবের ভিতরে জন্মান্তরের সংস্কাররূপে ঢুকিয়া রহিয়াছে !

কোর্ট অফ ওয়ার্ডের অধীনে অক্ষম ( ডিসকোয়ালিফায়েড ) মালিকদিগের মধ্যে কোন নবাব একান্ত অকৃতজ্ঞভাবে একখানি পত্র লিখিলে আমি মনে করিয়াছিলাম যে সাহেব একটু ক্রুদ্ধ হইবেন; কিন্তু সাহেব শুধু লিখিলেন "ইহারা যে গুণবান ( কোয়ালিফায়েড ) নহেন তাহা গবর্ণমেণ্টের সেরেস্তায় রেজেষ্টারী করা রহিয়াছে—সুতরাং কৃতজ্ঞতা থাকার আশা করাই অসঙ্গত।—পত্রের ভাষার দিকে দৃষ্টি না করিয়া অভিযোগ এবং অভাব সম্বন্ধে যে টুকু সত্য আছে তাহার জন্য যথাসম্ভব ব্যবস্থা কর।" এই ধীর ভাব সকলেরই অনুকরণীয়।

মিউসিপ্যালীটিতে ৩০০৲ টাকা মাসিক মাহিনা দিয়া একজ নিয়ার সেক্রেটারী রাখার প্রয়োজন বোধ হইল। সুপারিং ইঞ্জিনিয়ার মিঃ টুগুড ঐ সময়ে পেনসন লইলেন; কিন্তু কাজ কর্ম্ম গুছাইয়া রাখার অপেক্ষায় দুই বৎসর পরে ফিরিবেন এইরূপ কথা হইল। টমসন সাহেব উঁহাকে সেক্রেটারীর কার্য্য দেওয়া সঙ্গত মনে করিয়া সে কথা কেন কমিশনরকে বলিলেন। কমিশনরদিগের মধ্যে পরামর্শ হইল যে দেশীয় কাহাকেও লইতে হইবে। কমিটির অ মিঃ টুগুডের পক্ষে খুব কম ভোট হইল। রুরকী উৎকৃষ্ট ছাত্র শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মিঃ ট্যানার্জি—পরে কলিকাতা কর্পোরেশনে উচ্চ কর্ম্ম পান) অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারে নিযুক্ত হইলে সবার পরে টমসন সাহেব হাসি মুখেই বলিলেন "আমি টুগুড সাহেবকে চাহিয়াছিলাম তাহা আপনারা স্বতঃই বুঝিবেন মনে করিয়া সব কথা বলি নাই। কিন্তু দো আপনারা মনে করিয়াছেন যে ইংরাজ বলিয়া আমি উহ মত দিয়াছিলাম এবং সেই জন্য জাতীয় প্রতিদ্বন্দিরস কোয়েশ্চেন) আনয়ন করিয়াছেন। পাটনায়হার ড্রেনগুলি ভাল করা আবশ্যক। কাল যিনি এখরিণ্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন তাঁহার প্রস্তুত প্ল্যান গবর্ণরী হইতে ক্ষণ বিলম্ব হইবে না। এই জন্যই আ এত কম মাহিনায় এই কার্য্য লইতে স্বীকৃত

করিয়াছিলাম।" সকলকেই একটু অপ্রস্তুত হইতে হইল। বৎসর খানেক পরে মিঃ টি এন ব্যানার্জ্জির প্রতি মিউনিসিপ্যাল কমিশনরগণ বিরূপ হইলেন। তিনি ইংরাজদের কুঠিতেও যাইতেন না—দেশীয়দিগের কাছে গিয়াও হাজিরা দিতেন না। সমস্ত সহরের সাফাই সম্বন্ধে অক্লান্ত ভাবে যত্ন করিতেন—ইংরাজের কুঠি বা কমিশনরদিগের গলির জন্য কোন "বিশেষ ব্যবস্থা" করিতেন না! আবার জটলা হইল এবং বজেট প্রস্তুতের সময় সেক্রেটারীর মাহিনা ৩০০৲ হিসাবে না ধরিয়া ২৫০৲ ধরা হইল; কারণ দেখান হইল যে মিউনিসিপালিটির ব্যয় অত্যধিক, উহার সঙ্কোচ আবশ্যক। অধিবেশনের দিনে টমসন সাহেব প্রথমেই হাসিমুখে বলিলেন "হয়ত আপনারা কেহ মনে করিয়াছেন যে যখন বর্ত্তমান সেক্রেটারীর নির্ব্বাচন আমার মতের বিরুদ্ধে হইয়াছিল তখন উঁহাকে কোনরূপে তাড়ানয় আমারও প্রীতি হইবে। কিন্তু আমি কেন মিঃ টুগুডকে চাহিয়াছিলাম তাহা গত বৎসর জানাইয়াছিলাম। এক্ষণে আপনারা ভাবিয়া দেখুন যে কোন ব্যক্তিকে দুই বৎসর কার্য্যে বিশেষত্ব দেখাইবার অবসর না দিয়া তাড়ান কি উচিত (ফেয়ার)? মিঃ ব্যানারজ্জি এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে কার্য্যকরী জীবনের প্রথমেই (ইন দি ভেরি বিগিনিং অফ হিজ প্র্যাকটিক্যাল লাইফ) একটা অযথা ধারণার প্রচার করিয়া —যেন উনি পাটনায় ভাল কাজ করিতে পারেন নাই—উঁহাকে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হইবে! আমরা এখনে কোন

প্রকারেই অসৎ কার্য্যের জন্য ত একত্রিত হই নাই। যদি সকলের মত হয় তাহা হইলে বজেটে সাবেক মাহিনাই বসাইয়া দিই।" সকলেরই অগত্যা মত হইল। তাহার পর সে দিনের অপর কার্য্য চলিতে লাগিল। এক জন বিহারী মিউনিসিপ্যাল কমিশনর আমাকে বলিয়াছেন "আমরা একটা ছোট কাজ করিতে যাইতেছিলাম; শ্রীভগবান টমসন সাহেবের মুখের কথা দ্বারা আমাদের রক্ষা করিলেন!" লোকটার সংস্পর্শে এমনই মনের ভাব আসিত বটে!

আমার বাসার ঠিক পাশের বাড়ীতে একবার বাঁকিপুরে বিহার কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল। কোন বিষয়ের কাগজ পত্র লইয়া সাহেবের কুঠিতে গিয়া একটা কাজ শেষ করিয়া লওয়ার পর টমসন সাহেব বলিলেন "তোমার বাসার পার্শ্বেই খুব বক্তৃতা হইতেছে; উহারা কি প্রকৃত পক্ষেই মনে করেন যে আমরা চলিয়া গেলে রাজকার্য্য এই ভাবে চালাইতে পারেন?" আমি বলিলাম "উঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিন; উহারা কতকটা আইরিশ দিগের মত গ্রহণ করিয়া লইয়া বলেন অশান্তি কোন্ দেশে নাই! আমরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মারামারি করিয়াছি—বাহিরের সহিতও করিয়াছি এবং ভিতরেও করিয়াছি সে জন্য ত নির্ম্মূল হই নাই। বরং সংখ্যায় ২০।২৫ কোটি হইয়াছি! দুর্ভিক্ষে, প্লেগে, ওলাউঠায়, ম্যালেরিয়ায় যত লোক মরে তাহার শতাংশও যুদ্ধে মরে না। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংলণ্ড ২।।০ লক্ষ হারাইয়া—(সাহেব কথার মধ্যেই বলিলেন

'অত নয়' ) রুসযুদ্ধে জাপানীরা ছয় লক্ষ যোদ্ধা হারাইয়া দুর্ব্বল হয় নাই বরং তাহাদের মধ্যে কর্ম্মঠ নেতাদিগের অধিকতর সংখ্যায় আবির্ভাব হইয়াছে। ফলতঃ কংগ্রেসের দল কোন জাতির অপেক্ষা হীনাবস্থায় থাকিতে কষ্ট বোধ করেন এবং সেই জন্যই রাষ্ট্রীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করেন।" সাহেব অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন এবং তাহার পর বলিলেন 'মোটের উপর উহাদের ঐ মনের ভাবটা ঠিক ( আফটার অল দে আর রাইট )। আমি বিস্মিত হইয়া সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া কি সুমিষ্ট স্নিগ্ধ হাসিই দেখিলাম—বুঝিলাম যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব সম্পন্ন টমসন সাহেবের কংগ্রেসের সকল ধরণ বা উক্তি সম্বন্ধে পছন্দ না থাকিলেও উহাদের লক্ষ্য "রাষ্ট্রীয় উন্নতি" যে ভারতবাসী মাত্রেরই প্রীতিকর তাহা বুঝিয়া আমারও ঐ সম্বন্ধীয় আকাঙ্ক্ষার প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি বোধ করিতেছিলেন! অনেকক্ষণ পরে বলিলেন "যাহার যতটুকু শক্তি এবং সুবিধা আছে তাহার সমস্ত টুকুই স্বদেশীয়ের সহিত মিলিত হইয়া সাধারণের কার্য্যে সৎপথে প্রয়োগই জাতীয় উন্নতির একমাত্র পথ—সকল কালে সকল দেশে, সকল অবস্থায় ইহা সত্য ; বৃথা বিচলিত হইয় বা বিচলিত করিয়া লাভ নাই।

# ৺ রাখালদাস ন্যায়রত্ন

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। আমার অল্প বয়সে আমাদের বাটীতেই তাঁহাকে প্রথম দেখি। গৌরবর্ণ, দীর্ঘচ্ছন্দ, সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং মধুর সরল হাস্য-মূর্ত্তি আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছিল। শুনিলাম অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং অসামান্য তেজস্বিতা। তাঁহার কাশীবাসের সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া আমার হৃদয়ে মূর্ত্তিমান ব্রহ্মণ্য স্বরূপ পিতামহদেবের চেহারা মনে পড়িত। একদিন সে কথা বলিয়া ফেলায় বলিলেন "শরীরের গঠনের মিল কিছু দেখিতেছ; কিন্তু সে উগ্র সাধনা আমার নাই। তিনি বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন; তাঁহার আশীর্ব্বাদে বড় বড় রোগ আরোগ্য হইয়াছে! যখন চলিতে পারিতেন না—তখনও চেয়ারে বসাইয়া ধরাধরি করিয়া প্রত্যহ গঙ্গা স্নানে লোককে লইয়া যাইতে হইত। মনের এতটা জোর, এতটা দৃঢ়ভাবে নিয়মপালন, আমি কাহার কখন দেখি নাই।" পিতৃদেব সম্বন্ধেও ভালবাসার ও শ্রদ্ধার কথা এত বলিতেন এবং আমারও সম্বন্ধে এত স্নেহ প্রকাশ করিতেন যে কখন একদিনের জন্যও ৺ কাশী আসিলে তাঁহার সহিত দেখা করিতেই হইত যেন সাক্ষাৎ পিতৃব্য।

মহামহোপাধ্যায় ৺ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের দেহান্ত হইলে ৺ কাশীর ছাত্রদিগের মধ্য হইতে বিশ্বনাথ বৃত্তি দানের

যোগ্যদিগকে নির্ব্বাচনের সাহায্য প্রার্থনা করিলে বলেন "ভাল ছাত্র এখনও অনেক কাশীতে পড়িতে আসে। সকলেই দরিদ্র ; সকলেই যোগ্যপাত্র ;—কঠিন কার্য্য দিতেছ। যাহারই জন্য বলি, অপরে আমাকে পক্ষপাতী বলিবে—তবে তোমার পিতার কার্য্য যাহাতে ভাল চলে সে জন্য চেষ্টা অবশ্যই করিব। বেদান্তের জন্য বৃত্তি ; কিন্তু ন্যায় না পড়িলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না।" আমি বলিলাম "পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেব বলিতেন যে ব্যাকরণ ভাল করিয়া পড়া এবং একটু কাব্য ও পুরাণ পাঠ ত সকলেরই চাই ; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের স্মৃতি শিক্ষা করিয়া নিজের আস্তিক থাকা এবং সমাজকে রাখা প্রয়োজন ; ন্যায় পড়িয়া বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদন করিয়া বেদান্ত-বিচার জন্য শক্তি অর্জ্জন করা আবশ্যক ; ইউরোপীয় জড়বাদের সহিত যুদ্ধে—ভারত হইতে বৌদ্ধমত নিরসন যাহা দ্বারা হইয়াছিল তাহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।"

ন্যায়রত্ন মহাশয় যে সকল ছাত্রের জন্য বিশেষ প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহারা ভালই দাঁড়াইয়াছিল। পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের ছাত্রবৃত্তি সম্বন্ধে উদ্দেশ্য—ধর্ম্ম এবং নীতি বিষয়ে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তাশীল উচ্চ শ্রেণীর উদ্যমী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রস্তুতে সাহায্য—সম্পূর্ণ রূপেই বুঝিয়া তিনি যাঁহাদের দ্বারা সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যা, সমর্থন, প্রচার এবং পাঠনা হইতে পারিবে সেইরূপ দৃঢ়চরিত্র ছাত্রদিগকেই মনোনীত করিতেন। কেহ কেহ আমার নিকট বলিয়াছেন যে ন্যায়রত্ন মহাশয় 'ন্যায়ের পক্ষপাতী বলিয়া ন্যায়ের ছাত্রদিগকেই প্রশংসাপত্র দিয়া থাকেন

এবং তিনি অদ্বৈতবাদ খণ্ডন চেষ্টা করেন সুতরাং বেদান্ত পাঠের ছাত্র নির্ব্বাচন তাঁহার দ্বারা করান সঙ্গত নহে। কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয় পূজ্যপাদ ৺ পিতৃদেবের উদ্দেশ্য সফল যাহাতে হয়; 'তাঁহার ফণ্ডের বৃত্তি দান সম্বন্ধে' সেইরূপ কার্য্যই করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রিয় ছাত্র শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয় অদ্বৈতবাদ সংস্থাপনের জন্যই বিচার করিয়াছেন; সযত্নে বেদান্ত পাঠনা করিতেছেন। প্রকৃত কথা এই যে ব্রাহ্মণ মাত্রেই গূঢ়-অদ্বৈতবাদী; ব্যবহারে সাত্ত্বিক গৃহস্থ মাত্রেই পূজাপাঠ পরায়ণ, দ্বৈতবাদী এবং ব্রহ্মশক্তির ধ্যানে নিরত।

ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত আমার ঠিক ছিল যে—'তোমার পিতার বৃত্তি প্রাপ্তির সম্পূর্ণ উপযুক্ত এইরূপ লিখিলেই তাঁহার সর্ব্বোচ্চ প্রশংসা পত্র বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ ঐ ছাত্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চরিত্রের দৃঢ়তা আছে—উত্তরকালে ভাল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইয়া দাঁড়ানর—সনাতন ধর্ম্মের ব্যাখ্যার ও রক্ষার সহায়ক সেবক হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। নচেৎ "দরিদ্র" "শাস্ত্রে অনুরাগী" "কতকটা শাস্ত্রে প্রবিষ্ট"—'উপযুক্ত পাত্র" অনেক ছাত্রই ত বটেন!

যখন আমার তৃতীয় পুত্রটীকে হারাইয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ের সহিত দেখা করি তখন বলিলেন "তোমাকেও এই দুঃখ ভোগ করিতে হইল! তা তোমার বাপের কাছে আমার হরকুমারও গিয়াছে—এও গেল! সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলদিগের যে সেই একমাত্র স্থান!" আমার চক্ষে ক্ষোভের চিহ্ন প্রকাশিত

দেখিয়া বলিলেন "না! পিতা মাতা পিতামহকে স্মরণ করিয়া যে স্নিগ্ধ পবিত্র আনন্দ পাও, পুত্রকেও তাঁহাদের নিকটস্থিত ভাবিয়া সেই "আনন্দই" উপভোগ কর; ক্ষোভে তাঁহাদের কষ্ট হয়।—এইরূপেই ত চলিবার বিধি।"—'বিধি প্রতিপালক' তেজস্বী আদর্শ ব্রাহ্মণের দর্শনে এবং কথায় এত শান্তি! এই শান্তি দিতে পারিতেন বলিয়াই ব্রাহ্মণ পূজ্য ছিলেন—এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে সদাচারী সাধক যাঁহারা সংযমের ও চরিত্রের গুণে তাহা দিতে পারিবেন, তাঁহারা চিরদিনই পূজ্য থাকিবেন সন্দেহ নাই!

শেষ যে বারে গিয়াছিলাম তাহার পূর্ব্ববারে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাই। এত আশীর্ব্বাদ করিলেন! এত প্রীতি এত পাণ্ডিত্যের এবং তেজের সহিত মিশ্রিত ছিল! অটল অচল আদর্শ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।



# প্রেমানন্দ স্বামী

৺মাতাপ্রসাদ সুকুলজী সরযুপারী ব্রাহ্মণ। দিল্লীর নিকট বল্লভগড়ে বাস করিতেন। তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে বিচার বিভাগে কার্য্য করিতেন। ১৮৩৫ অব্দে জন্ম, ১৯০০ অব্দে দেহত্যাগ করেন।

তিনি শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রকে স্বামীজীর নিকট দীক্ষা দেওয়াইয়া ছিলেন। সুকুলজী এক সময়ে ঐ পুত্র সমভিব্যাহারে আসিয়া স্বামীজীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা প্রার্থনা করেন। স্বামীজী বলেন "তোমার উহা হইবে না—যে কাজ আছে তাহা ভালই করিতেছ, তাহাই করিতে থাক।" ইহার পরই সুকুলজী সেসন জজের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে স্বামীজী ইহাও বলিয়াছিলেন "কখন কখন পিতার সাধ পুত্রের জীবনে পূর্ণ হয়।" এই কথাগুলি সুকুলজীর দ্বিতীয় পুত্রের হৃদয়ে গভীর ভাবে বসিয়া যায়।

কন্যা প্রসবের পর সুতিকা গৃহে ঐ পুত্রের পত্নীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার হৃদয়ে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হয়। সুকুলজী কিছুদিন নিকটে রাখিয়া যখন পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের একান্ত ইচ্ছা উপলব্ধি করিলেন, তখন সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। স্বামীজীর কথা ঠিকই দাঁড়াইল। পিতার ইচ্ছা পুত্রে পূর্ণ হইল।

তিনি এক্ষণে ( ১৯১৬ ) প্রেমানন্দ স্বামী। হৃষীকেশে কুটীর নির্ম্মান করিয়া থাকেন। ৺ কাশীতে শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীর সমাধি মন্দিরে তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

প্রেমানন্দ স্বামীজীর বয়স এখন বিয়াল্লিশ। দেখিতে বত্রিশের অধিক বোধ হয় না। ইংরাজী পড়াশুনা করিয়াছেন। প্রশান্ত মূর্ত্তি, স্বল্পভাষী, কিন্তু বড়ই মিষ্ট ভাষী। স্বামী ভাস্করানন্দের সহিত শেষ দেখা যে দিন হয় সেদিন কতকগুলি কড়াই সুঁটী কে স্বামীজীর সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া গিয়াছিল। উপহারের দ্রব্য স্বামীজী সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত লোকদিগকে তুলিয়া লইয় যাইতেই বলিতেন। কখন কিছু রাখা হইত না। বস্ত্রত্যাগ পরমহংস দশটার সময় যাহার কর্তৃক যে খাদ্য আনিত হই তাহাই খাইতেন। ঐদিন কড়াই সুঁটি গুলি লিয়া প্রেমানন্দে দিকে সরাইয়া দিয়া স্বামীজী বলেন—'এইগুলি পথে খাই শরীর ক্ষণ ভঙ্গুর!' তখন প্রেমানন্দজী এই কথার অর্থ বুঝি পারেন নাই। এতদ্বারা স্বামীজী আভাষ দিয়াছিলেন অ দেখা হইবে না। প্রকৃত পক্ষে অল্প কাল পরে স্বামীজী দে ত্যাগ করেন। ঐ কড়াই সুঁটি গুলি স্পর্শ করিয়া দেওর প্রীতির স্মৃতিই শেষ দান।

প্রেমানন্দ স্বামীজী বলেন ভাস্করানন্দ স্বামীজী ভিন্ন অ সকলেই তিনি দোকানদারী দেখিতে পাইতে থাকায় প্র মহাত্মার অনুসন্ধানে নেপালের পথ দিয়া এবং কেদারখণ্ডের দিয়া দুইবার মানস সরোবর গিয়াছিলেন। ভারতের নানা স্থা

ভ্রমণ করিয়াছেন ; মহাত্মা অবশ্যই নানা স্থানে আছেন—কিন্তু তাঁহারা প্রকাশ হন না ; সহজে ধরা দেন না। তিনি দুইজন মহাত্মা দেখিয়াছেন। তাঁহার কথাতেই বলি ঃ—

(১) আমি পাঁচজন সাধুর সহিত পশুপতিনাথের মেলা দেখিয়া কাটমাণ্ডু হইতে বাহির হইলাম। পথের কষ্টে একজন ভিন্ন সকলে ফিরিলেন। আমি যে পথ ধরিয়া চলিতেছিলাম হঠাৎ তাহা পাহাড়ের গায়ে শেষ হইয়াছে দেখিলাম। একেবারে ৫০০ হাত নীচে নদী। পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম। জঙ্গলের ভিতর যদৃচ্ছা ঘুরিয়া একান্ত শ্রান্ত হইয়া একটি ছোট পাহাড়ের তলে পৌঁছিলাম ; উপর হইতে ধূম উঠিতেছিল। সঙ্গী একান্ত শ্রান্ত হইয়া ঐখানেই শুইয়া পড়িলেন। আমি ঘাসের গোছা ধরিয়া ধরিয়া অল্পে অল্পে উঠিলাম। উপরে একটা কাঠের ধূনী জ্বলিতেছিল। কোন লোক ছিলেন না ; শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম এ স্থানে কোন মহাত্মার থাকা অসম্ভব নহে। যাহা খুঁজিতেছি তাহা হয়ত পাইব। এমন সময় একজন বৃদ্ধ দীর্ঘাকার লোককে নিকটে দেখিলাম। কঙ্কালসার শরীর কিন্তু ঠিক সোজা ; লম্বা দাড়ি ও কেশ ; ভ্রূ পর্য্যন্ত সমস্তই সাদা। তিনি কোন কথা না কহিয়াই ধূনীর নিকটস্থ বাঘছালে বসিয়া স্থির হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ পরে আমার দিকে চাহিলেন ; আমি ইঙ্গিতে মুখের নিকট অঙ্গুলি লইয়া গিয়া দেখাইলাম যে আমি পিপাসার্ত্ত। তিনি একটা তুম্বী দেখাইয়া একটা পথ দেখাইয়া দিলেন এবং বলিলেন 'জল লইয়া আইস ;

পান করিও না।' আমি জল আনিতে নিম্নের ঝরণায় গেলাম। তথায় জল পড়িয়া পড়িয়া একটু গর্ত্ত হইয়াছে, এক কোমর জল; জল খুব ঠাণ্ডা। তাহা হইতে ঝরণার জল নিম্নে বহিয়া যাইতেছে। কুল্লি করিয়া জল লইয়া ফিরিতে দেখিলাম মহাত্মা কতকগুলি পাতায় একটা মূল জড়াইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন। অল্পক্ষণ পরে উহা চিমটা করিয়া একটা শাল পাতার উপর ফেলিয়া দগ্ধ অংশ চিমটার দ্বারা পরিষ্কার করিলেন এবং একটা শাল পাতার উপর ঠুকিলেন। ময়দার মতন সাদা সাদা চাপ চাপ গুঁড়া পড়িল। উহা আহার করিয়া জলপান করিলাম; বেশ তৃপ্তি বোধ হইল। সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। বলিলেন—'যোগ দর্শন পড়িয়াছ, পুঁথির কথায় ঠিক পথ পাইতেছ না; গুরুর উপদেশ খুঁজিতেছ; যতটা করিয়াছ তাহা ঠিক; সদ্‌গুরুই পাইয়াছিলে; এক্ষণে এইরূপ কর [ত্রিকুটী সাধনার কথা বলিলেন]; আত্মা খুঁজিতে থাক, পরে পরাত্মার দর্শন পাইবে।' কোন কথাই ভাঙ্গিয়া বলিতে হইল না। আমি সাথীর কথা বলিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন 'সেও জলাদি পাইবে।' তাহার পর কখন নিদ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম বুঝিতে পারি নাই। প্রাতঃকালে দেখিলাম দুইজনে তিব্বতের সোজা পথের ধার হইতে নিদ্রোত্থিত হইলাম। ক্ষুদ্র পাহাড় বা আশ্রম সেখান হইতে দেখা গেল না! সঙ্গীর জিজ্ঞাসায় জানিলাম একজন সাধু তাহাকে শালপাতায় খাদ্য এবং তুম্বীতে জল আনিয়া দিয়াছিলেন।

(২) বহুবর্ষ পরে গির্ণারে গিয়াছিলাম ; সেখানে শুনিলাম যে দত্তাত্রেয়ের মন্দিরের নিকট রাত্রে ব্যাঘ্র আইসে, তথায় রাত্রে একাকী যাওয়া ভয়ের কথা। একজন সাধু আমাকে পথে বলিয়া দিলেন যে সেখানে একজন অঘোরী সাধু থাকেন ; তিনিই নানা বেশে লোকের ভয় উৎপাদন করেন ; এজন্য রাত্রে তাঁহার কোনরূপ ব্যাঘাত জন্মাইতে কেহ তথায় যায় না। একান্ত নির্জ্জনতাই পছন্দ করেন। আমি সাহসে ভর করিয়া সেই খাড়া পথে উঠিয়াছিলাম। অল্প দূরেই একটা কূপের কাছে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন শুনিলাম। দেখিলাম অনতিদূরে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র। ভয় হইল, কিন্তু মনে হইল যে প্রকৃত ব্যাঘ্র হইলে শুধু গর্জ্জন করিয়া নিরস্ত থাকিবে কেন ? এতক্ষণে ঘাড়ে আসিয়া পড়িত ! দুই ঘণ্টা আন্দাজ পরে একজন লোক খড়ম পরিয়া কূপের নিকট আসিলেন। সেখান হইতে ঝরণার জল বহিয়া যাইতেছে। আমি কোমরে কিছু ফল বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট গিয়া ফলগুলি অঞ্জলি করিয়া সামনে ধরিলাম। তিনি একটী ফল লইয়া বলিলেন "কিছু খাও, ও নিদ্রা যাও। প্রাতে চলিয়া যাইও ; আর দেখা করার চেষ্টা করিও না। নেপালে যে উপদেশ পাইয়াছিলে—তদনুরূপ সাধন এখনও ঠিক হয় নাই। এই এই বিষয়ে একটু উপদেশ ভুলিয়া গিয়া ঠিক পথ পাইতেছ না। এই এইরূপ করিও।" আমি দেখিলাম যে ঠিক কথা। ঐরূপই উপদেশ পাইয়াছিলাম বটে, ভুলিয়া গিয়া মনগড়া করিয়া ফেলিতেছিলাম ! ইনি

নেপালের সে সাধু নহেন ; অপর ব্যক্তি ; অপেক্ষাকৃত স্থূলাকার এবং কম বয়সের শরীর।

নেপালের সে সাধুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম 'আপনার এ শরীর কোথাকার ?' কোথায় বাড়ী ছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইলে ঐরূপ ভাবে প্রশ্ন করাই দস্তুর। তিনি উত্তরে হাসিয়া বলিয়াছিলেন (ইহাঁদের হাসি কি মধুর—একেবারে আনন্দ প্রভা বিকীর্ণ করে ! ) "তাইত একমাত্র প্রশ্ন ! এ দেহটা কোথা হইতে আসিয়া পরমানন্দের ব্যাঘাত জন্মাইল !" তিনি দেহ এবং আত্মার কথা পাড়িলেন ; বৃথা কৌতূহলের প্রশ্নের ভাবই বদলাইয়া দিলেন।

'মাগো, আমার এই ভাবনা।
আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম,
কোথায় যাব নাই ঠিকানা ॥'



# গুরুদাস বাবুর কথা

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়, সনাতনধর্ম্মী বাঙ্গালীর বড়ই গৌরবের পাত্র। তিনিও আমার পূজ্যপাদ পিতৃদেবের ন্যায় তাঁহার সকল শুভ পিতামাতার পুণ্যফলে প্রাপ্ত বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করেন। এক সময়ে এদেশের সকলেরই সেই বিশ্বাস ছিল। "পিতৃপুণ্যে বাঁচিয়া গিয়াছে"—প্রভৃতি এ দেশের সাধারণ কথা ছিল। এখনই ইংরাজী শিক্ষিতেরা কেহ কেহ আত্মনির্ভরতা এবং বিচার-নিষ্ঠতার দোহাই দিয়া পিতৃপিতামহের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হইয়া আসিতেছেন। লাভ হাতে হাতে না দেখাইলে দীক্ষা গ্রহণও করেন না!!

গুরুদাস বাবুর পিতা সওদাগরী আফিসের বুক-কিপার ছিলেন। মাহিনা ৫০৲ টাকা মাত্র ছিল। কিন্তু তখনকার ৫০৲ টাকা এখনকার ২০০৲র সমান। চাউলের দর ৪ গুণ বাড়িয়াছে। গুরুদাস বাবু তাঁহার পিতার মুখের ছাঁদ পাইয়াছেন—কিন্তু তাঁহার পূর্ণ গৌরবর্ণ বা দীর্ঘকার প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার পিতা চরিত্রগুণে পরিচিত সকলেরই প্রিয় এবং সম্মানের পাত্র ছিলেন। গুরুদাস বাবুও তাহা পাইয়াছেন—তবে তিনি সকল বাঙ্গালীরই পরিচিত। তাঁহার পিতৃ-বন্ধুরা সকলেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলে পিতার চরিত্রের গৌরব তাঁহার বংশে নিষ্কলঙ্ক রাখিতে উপদেশ দিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু পিতাকে অধিক দিন পান নাই; মাতাই তাঁহার পক্ষে মাতাপিতার কায করিয়াছিলেন।

গুরুদাস বাবু স্কুলে কলেজে উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি ডি, এল এবং স্যার উপাধিযুক্ত ভূতপূর্ব্ব হাইকোর্ট জজ। সে সকল জানে না কে? এ স্থলে তাঁহার মাতার সূক্ষ্ম অনুভব শক্তির এবং তাঁহার কার্য্যে-ক্ষেত্রের প্রথম অবস্থার দুই একটি কথা মাত্র বলিব।

কলেজ হইতে বাহির হইয়া গুরুদাস বাবু জেনারেল অ্যাসেমব্লি কলেজে ১০০৲ টাকা মাহিনার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার মাতার ইচ্ছা ছিল যে, তিনি বরাবরই কলিকাতায় থাকেন, বাহিরে না যান। এজন্য কয়েকস্থলে উচ্চ বেতনের চাকরী পাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও সে চেষ্টা করেন নাই।

বহরমপুর কলেজে যখন আইনাধ্যাপকের কার্য্য মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে পাইবেন স্থির হইল এবং বেলা ১১টার পূর্ব্বে এক ঘণ্টা তথায় অঙ্ক পড়ানর জন্য আরও ১০০৲ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইল, তখন ঐ পদ লইবার জন্য সটক্লিফ সাহেব বিশেষ জিদ করিয়া বলেন। মাতার অমত খণ্ডন জন্য গুরুদাস বাবু তাঁহার মাতুলকে অনুরোধ করেন। তাঁহার মাতুল তাঁহার মাতাকে বুঝান যে, গুরুদাস বাবুর পরমা সুন্দরী শিশু কন্যাটির (উহার নাম পিতামহী রাখিয়াছিলেন মোহিনী) বিবাহ সময়ে টাকা-কড়ির প্রয়োজন হইবে, ১০০৲ টাকা বেতনে কিরূপে

টাকা জমিবে ? গুরুদাস বাবুর মাতা বলেন 'বিদেশের টাকা প্রায়ই বিদেশে থাকে, জমে না। বাড়ী হইতে গিয়া কায নাই।' তিনি আরও বলেন,—'ভূতপূর্ব্ব আইন অধ্যাপকের মৃত্যুতে ঐ পদ খালি হইয়াছে ; যেখান হইতে তাহার স্ত্রীপুত্র কাঁদিয়া আসিয়াছে, সেখানে ভাল হইবে না বলিয়াই মনে হইতেছে।' 'তাঁহার মৃত্যুর সহিত গুরুদাস বাবুর ত কোন সম্বন্ধ নাই, মেয়ের বিবাহ জন্য টাকা জমান চাই' ইত্যাদি কথার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিতে শেষে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও মত দিলেন। গুরুদাস বাবু বহরমপুরে গেলেন। তথায় ৺গঙ্গা থাকায় উঁহার মাতাও পরিবারবর্গকে লইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরবিগ্রহ সহিত তথায় গেলেন। গুরুদাস বাবুর পুণ্যবতী মাতার শুদ্ধচিত্তে পুত্রের বিদেশ গমনে ক্ষতি হওয়ার যে একটা ছায়া পড়িতেছিল,—যাহা অপরে কেহই বুঝে নাই তাহাই ঘটিল। যে কন্যাটির বিবাহ সময়ে টাকা প্রয়োজনের চিন্তায় মাতার মন-পরিবর্ত্তন তাঁহার মাতুল ( মাতার বড় ভাই ) করাইয়াছিলেন, সে কন্যাটি বহরমপুরে পৌঁছিয়াই সেই রাত্রিতেই কলেরায় আক্রান্ত হইয়া দেহত্যাগ করিল ! ভক্তিমতী ও পুণ্যবতী বঙ্গনারীদিগের অনেকেই এইরূপ যোগিজনসুলভ সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী ছিলেন। সকলের শুভ চিন্তায় যাঁহারা অভ্যস্ত—অপরের ক্ষতিতে নিজেদের কোন উপকার আসায় যাঁহারা "শঙ্কিত", সেই সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন বঙ্গনারীকে ইংরাজী শিক্ষিতেরা অশিক্ষিতা মনে করিতেন !

গুরুদাস বাবুর বহরমপুরে সহজেই পসার হয়। বঙ্গাধিকারী বংশ—মুর্শিদাবাদের দেওয়ান বংশ—খুব সম্ভ্রান্ত। সেই বংশের কেহ পত্নীর নামে বিষয় বেনামী করিয়া এক অবিবাহিতা কন্যা এবং এক পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। ঐ পত্নীও কন্যাকে অবিবাহিতা রাখিয়াই মরেন। ঐ বংশে কন্যারা পিতৃগৃহেই থাকিতেন। জামাতারা ঘরজামাই হইতেন। ঐ কন্যার বিবাহের পর জামাতাকে লোক পরামর্শ দিল, বিষয়ের অর্দ্ধেক তোমার। ঘরজামাই থাক কেন? স্ত্রীকে অন্যত্র লইয়া গিয়া মোকর্দ্দমা কর। জামাতা তাহা করিতে গেলে—বাধা পাইলেন। পত্নীকে সরাইতে পারিলেন না। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিলে এক জন ফিরিঙ্গি ইন্‌স্পেক্টর প্রেরিত হয়েন। তিনিও মার খাইলেন, মোকর্দ্দমা হইল; আসামীর পক্ষে সকল বড় বড় উকীলকে অবিলম্বে নিযুক্ত করিয়া লওয়া হইল। সরকারী উকীল ইংরাজী জানিতেন না। গুরুদাস বাবু সরকারী পক্ষে নিযুক্ত হইলেন। আসামীর সাত দিন কয়েদ হইল। এত বড় মোকর্দ্দমা তাঁহার হাত শীঘ্র পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ঘটনাচক্রে পিতৃমাতৃপুণ্যেই পাইলেন। সক্ষম উকীল বলিয়া নাম হইয়া গেল।

তাঁহার মাতা উঁহার টাকা জমাইয়া যখন ২৪ হাজার টাকার কাগজে মাসিক ১০০৲ টাকা সুদ হইল, তখন কলিকাতায় ফিরিতে বলিলেন। তখন কোম্পানির কাগজের শতকরা ৫৲ টাকা সুদ ছিল। সেই জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির চাকরীটির যেন

পুরা পেন্‌সন পাইলেন, এই মনে করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ঢুকিতে মাতা দ্বারা আদিষ্ট হইলে—এবারে আর গুরুদাস বাবু দ্বিরুক্তি করিলেন না। তদ্ভিন্ন তাঁহার মাতা নগদ ১২০০৲ টাকা রাখিয়াছিলেন; যেন এক বৎসর মাসে ২০০৲ টাকা খরচ করিয়াও পুত্র হাইকোর্টে পসারের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।

মাতার এই সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সর্ব্ববিষয়ে এরূপ দূরদৃষ্টি সহ তাঁহাকে পরিচালনাই শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর হাইকোর্টে আসিয়া পসার হওয়ার এবং জজিয়তী প্রাপ্তির মূল। মফঃস্বলে যতই পসার হউক না, তাহা হইতে ত জজিয়তী প্রাপ্তি ঘটিত না!

অপর এক সময়ে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর নিজের অনুভূতির বিরুদ্ধে কার্য্য হইয়া যাওয়ায় বড়ই ক্ষতি হয়। তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষ বয়স্ক পুত্রকে ৺তারকেশ্বরে লইয়া যাওয়ায় তিনি অমত করেন। 'ঠাকুরের নিকট যাওয়ার কথা উত্থাপন করিয়া তাহার পর আর না যাওয়া ভাল নয়,' ঐরূপ কথাতেও অমত করেন। পরে তিনি অপর কাহার সহিত কথায় মগ্ন থাকার সময় বহির্ব্বাটীতে পুনরায় অনুমতি প্রার্থনা হইলে তিনি অন্যমনস্কভাবে যাওয়ার মত দিয়া ফেলেন। ঐ পুত্রটি ৺তারকেশ্বর হইতে আসিয়াই কলেরায় মারা যায়। উহার স্মৃতির জন্য হেয়ার স্কুলে একটি বার্ষিক প্রাইজ দেওয়া হইয়া থাকে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতা অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যা ছিলেন। কলিকাতায় গ্রে ষ্ট্রীট যেখানে খোলা হইয়াছে—সেইখানে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতামহাশ্রয় ছিল। শ্রীযুক্ত

গুরুদাস বাবুর এক মামাতো ভাগিনীর সহিত ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ৺অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের বিবাহ হয়।

শ্রীযুক্ত গুরুদাস বাবুর মাতার শিক্ষা-প্রণালী উচ্চ অঙ্গের ছিল। তিনি বলিতেন যে, শৈশবকাল হইতে ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এগুলি মাটীর পুতুল নহে যে খানিকক্ষণ নাচাইয়া রাখিয়া দিবে। উহাদিগের মন আছে এবং সেই মনে ভালবাসার সহিত দূরদর্শিতার ছায়া প্রথম হইতেই ফেলিতে হইবে ; উহারা সে প্রীতির ও জ্ঞানের আভাস অজ্ঞাতসারেই লাভ করিতে থাকিবে। তিনি কোন পৌত্রবধূকে বলিয়াছিলেন, 'ছেলে দুরন্তপনা করিতেছে বলিয়া তুমি বলিলে যে, মারিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া দিব ; কিন্তু ও যখন দেখিবে যে, প্রকৃতপক্ষে হাড় ভাঙ্গিয়া দিলে না, তখন উহার আর তোমার কথায় বিশ্বাস বা তোমার উপর সম্ভ্রম থাকিবে কি ? মিষ্ট কথায় বুঝাইয়া বল বা যেমনটি উচিত, ঠিক সেই টুকু শাসন কর।' আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত হার্ব্বার্ট স্পেনসর তাঁহার 'এডুকেশন' বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকে ঠিক এই উদাহরণটিই দিয়াছেন !—সত্যপ্রিয় মানবমাত্রেই এই সূত্র ধরিতে পারেন। সকল উচ্চ ভাবই যে সেই "একেরই" নিকটবর্ত্তী করে।

শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু শৈশব হইতে আম্র খাইতে ভালবাসিতেন। তাঁহার স্মরণ আছে যে, তাঁহার চারি বৎসর

মাত্র বয়সের সময় তাঁহার মাতা ১লা আষাঢ়ে তাঁহাকে আম্র দিলেন এবং বলিলেন,—'আষাঢ় মাসে আর আম খাইতে হইবে না ; যখন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাই খাওয়ার জিদ করিতে নাই ; তুমি বল, আষাঢ় মাসে আম চাহিব না।' অনেক কান্নাকাটি করিলেও তিনি ঘরে আম থাকিতেও তাহা দিলেন না। "আমি চাহিব না" এই কথা—মারপিট প্রভৃতি কিছুই না করিয়া—শুধু পাখীপড়ানর চেষ্টার ন্যায় নিজেই বলিতে থাকিয়া শেষে শিশুকে দিয়া বলাইলেন। শ্বাশুড়ী তাহাকে বলিলেন, "মা ! দিলেই বা—অত জিদ করিতেছে।" তিনি একটু ক্ষুব্ধভাবে উত্তর দেন, "মা আপনি বলিলে এখনই দিব ; কিন্তু আজিকার চেষ্টাতেই ভোজ্যদ্রব্য সম্বন্ধে উহার জিদ ছাড়িতে শিখিবে। দেশকাল ভাল নয় ; ব্রাহ্মণের ঘর।" সংযত অধ্যাপক পণ্ডিতের কন্যার—একান্ত বশীভূতা বধুর—অতিশয় নম্রতাসহ অনুরোধ কখনই উপেক্ষিত হয় নাই : এ ক্ষেত্রেও হইল না। পিতামহীর সহিত মাতার মতের মিল দেখিয়া শিশু মাতার সহিত পাখীপড়ার মত বলিল, "আম চাহিব না ; আষাঢ় মাস।" সেই দিন রাত্রিতে শ্বাশুড়ীরও কথা রক্ষা সম্পূর্ণভাবে করা উচিত বোধে তিনি শিশুকে একটি আম দিয়াছিলেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন, "তুমি চাহিবে না—এ মাসে আমিও আর দিব না।" বাটী শুদ্ধ একমত না হইলে শৈশবের সুশিক্ষা হয় না। মাতার বিরুদ্ধে পিতামহীর নিকট আপীলে সর্ব্বদা জয় হইলে শিশুর কর্ত্তব্য-জ্ঞান দৃঢ় হয় না।

আদি গুরু পিতামাতার প্রতি ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ দেবতা জ্ঞানের মূলে একটু না একটু আঘাত পড়ে।

আর একবার একটি পৌত্র জিদ ধরে যে, একটি পিতলের কুলুপ লইবে। গুরুদাসবাবুর মাতা বলেন, "আর একটি আনাইয়া দিব; ভালটি খেলায় নষ্ট করিও না।" তাহার পর ঐ কথা ভুলিয়া যান। মাতার কথা সত্য রাখার জন্য গুরুদাস বাবু সন্ধ্যার পর লোক পাঠাইয়া ঐ কুলুপ আনাইয়া দিয়াছিলেন। মাতার গুণে শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবুর গৃহ প্রকৃত নিখুঁত হিন্দুর গৃহ।

তিনি চাকর প্রতিপালন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এবং কর্ত্তা ও গৃহস্থ সাধারণের যেন একই চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়। ভাতের সম্বন্ধে কোন তারতম্য না হয়: তরকারি সম্বন্ধে না হয় দুই একটা তাহারা কম পাইবে। কতটা সাংসারিক সুবিধা এই উদার হিন্দুধর্ম্ম-প্রণোদিত গৃহস্থালীর ব্যবস্থায় নিহিত! (১) ঝি-চাকরেরা দেখে যে, উহারা পরিবারের অঙ্গভুক্ত ভাবেই ব্যবহৃত; এ উদারতা উহাদিগকে প্রীত করিবেই করিবে এবং উহাদের কাব্যও ভাল হইবে। (২) আহারাদির বৃথা আড়ম্বর সমস্ত পরিবার মধ্যেই কম থাকায় অনাবশ্যক ব্যয়ে অর্থনাশ হইবে না। (৩) সচ্ছল বাঙ্গালীর মধ্যে বর্ত্তমানকালে বর্দ্ধমান মারাত্মক রোগ প্রাত্যহিক ভোজনবিলাসিতা—সঙ্কুচিত থাকিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় থাকিবে। তিনি বলিতেন যে, বাটীতে পাচক বা অপরাপর যে কোন ব্রাহ্মণ থাকে, তাহাকে একটু

একটু দুধ দিতে হয়। ব্রাহ্মণ ত—সুতরাং ঐ সম্মান পাইতে অধিকারী।

ভোজ্য পানীয় দ্রব্য তিনি কিছুই অনাবৃত রাখিতে দিতেন না। ধূলি-কীটাদি পড়িলে ভোজ্য অশুচি হয়; তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদনের অযোগ্য; দেহাভ্যন্তরস্থিত নারায়ণের সেবারও অযোগ্য। এক সময়ে ঐরূপ অনাবৃত অন্ন তিনি বাটীর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেন নাই। নিজেরা যাহা খাইব না—ঝি-চাকরকেও তাহা দিব না—তাঁহার এই ব্যবস্থা হয়। ঐ ক্ষতিতে লজ্জিত হইয়া পরিবারবর্গের শিক্ষা সুদৃঢ় হয়। তিনি যাহা ভক্তির চক্ষে প্রকৃত হিন্দুভাবে প্রত্যক্ষই ধরিতে পারিতেন—শুধু দেহের স্বাস্থ্য জন্য ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক তাহা বিস্তর গবেষণার পর বলিতেছেন—ভোজ্যদ্রব্য অনাবৃত রাখিতে নাই।

গুরুদাসবাবুর সহিত কথাবার্ত্তা হইলেই তিনি সম্প্রতি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে পূজ্যপাদ পিতৃদেবের সহিত হ্যাণ্ড সাহেবের কথাবার্ত্তার প্রসঙ্গাদি আছে।

নারিকেলডাঙ্গা, কলিকাতা।

২রা ফাল্গুন, ১৩২২ সাল।

কল্যাণবরেষু—

আপনার সযত্নপ্রদত্ত আপনার পিতৃদেব প্রণীত গ্রন্থাবলী ও স্বপ্রণীত "সদালাপ" নামক গ্রন্থখানি সাদরে গ্রহণ করিয়াছি এবং ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

আপনার 'সদালাপ' অতি সুন্দর গ্রন্থ। ইহা কেবল বালক ও যুবকের নহে, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরও শিক্ষাপ্রদ এবং আনন্দজনক।

আপনার পিতৃদেবের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। আমার পঠদ্দশা হইতেই তাঁহাকে একজন অসামান্য পণ্ডিত ও স্বাধীনচেতা ব্যক্তি বলিয়া ভক্তি করিতে আরম্ভ করি, এবং ক্রমে তাঁহাকে যতই ঘনিষ্ঠভাবে জানিতে লাগিলাম এবং তাঁহার লেখা পড়িতে লাগিলাম, ততই সেই ভক্তি প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। বহরমপুর কলেজের আইনের অধ্যাপক হইয়া যে দিন বহরমপুর যাত্রা করি, সেই দিন ভূদেববাবুর সঙ্গে হাবড়া ষ্টেশনে প্রথম দেখা হয়। দেখিলাম, তিনি এক জন দীর্ঘকায় বিশাল-ললাট শুভ্রবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি পুরুষ। তাঁহার অন্তরের উদারতা ও প্রখর বুদ্ধি যেন তাঁহার মুখকান্তিতে বিকাশ পাইতেছিল। আমরা যে গাড়ীতে উঠিলাম, সেই গাড়ীতে বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ হ্যাণ্ড সাহেবও উঠিলেন এবং তিনিই আমাকে ভূদেববাবুর নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তাহাতে ভূদেববাবু এতই অমায়িকতা ও স্নেহের সহিত আমার সঙ্গে আলাপ করিলেন যে, বোধ হইল যেন, আমার সঙ্গে তাঁহার কতকালের পরিচয় ছিল। হ্যাণ্ড সাহেব নিজের একখানি ফটোগ্রাফ তাঁহাকে দেওয়াতে তিনি বলিলেন,—"ছবিটি ঠিক উঠিয়াছে, কিন্তু ইহার আসলটিকে আমি অধিক পছন্দ করি। (ইট্ ইজ এ গুড লাইকনেস্ বট আই লাইক দি ওরিজিনেল বেটার দ্যান দি কপি)।" তাঁহার সঙ্গে হ্যাণ্ড সাহেবের ও আমার

নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। সে কথাগুলি সকল মনে নাই, কিন্তু ইহা বেশ মনে আছে যে, তাঁহার কথাতে কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব ছিল। এইরূপে হুগলী পর্য্যন্ত যাওয়ার পর তিনি হুগলী ষ্টেশনে নামিয়া গেলেন।

তাঁহার গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, তাহাতে যে সকল কথার আলোচনা আছে, তন্মধ্যে দুই একটি কথা লইয়া মতভেদ থাকা বিচিত্র নহে, কিন্তু যতই সময় যাইবে, ততই তাঁহার অধিকাংশ কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ হইবে এবং সমাজ-সংস্কারকেরা তাহার প্রকৃত মূল্য বুঝিতে পারিবেন।

ইতি—

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।



# মিত্র লাভ

৺কাশীতে আমি শ্রীযুক্ত অন্নদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ডাক্তারের সহিত পরিচিত হই। তিনি গঙ্গার গাঙ্গুলিদের বাড়ীর দৌহিত্র। আমার পূজ্যপাদ ৺পিতামহদেব গঙ্গার ৺ভবানীচরণ গাঙ্গুলি মহাশয়ের নিকট কিছুকাল থাকিয়া সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। এই সূত্রে অন্নদা বাবু আমার পিতার "মামা" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এদেশে এমনই মধুর ছিল এবং হিন্দুর উচ্চ অঙ্গের শিষ্টাচার এতই প্রীতিপূর্ণ!

একদিন বৈকালে অন্নদা বাবুর সোণারপুরার চৌরাস্তার নিকটের বাসা হইতে দুজনে একত্রে বেড়াইতে বাহির হইলাম (অক্টোবর ১৯১৫)। "মান সরোবরে একটী বন্ধু পীড়িত" অন্নদা বাবু বলায় আমি বলিলাম "তোমার বন্ধু আমারও বন্ধু হইবেন; চল, আমিও যাইব।" তখন জানিতাম না ঐ সুরের একটা অশ্রুতপূর্ব্ব কথা অবিলম্বে একান্তই সুমিষ্ট ভাবে শুনিতে পাইব! মান সরোবরে যে বাটীতে মহামহোপাধ্যায় ৺রাখাল দাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত শ্রীশঙ্কর তর্করত্ন মহাশয়ের বাসা, তাহার পার্শ্বের বাড়ীতে উভয়ে প্রবেশ করিলাম। দ্বিতীয় তলে একটী ঘরে গিয়া দেখিলাম, কয়েক-জন লোক বসিয়া আছেন; ঘরের পার্শ্বে রোগী শায়িত;

দুর্ব্বল। অন্নদা বাবু আমার নাম বলিয়া পরিচয় দিলে রোগী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দে বলিয়া উঠিলেন—"ওহে! তোমার সঙ্গে যে আমার আজ ৪৫ বৎসরের আলাপ! পঙ্কজের কাছে যে তোমার কথা বাল্যকাল হইতেই শুনিতেছি। আমার বাল্য বন্ধুর এই বন্ধু প্রকৃতই প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া আমার অজ্ঞাতসারে আমার বন্ধু গড়িয়া উঠিতেছিলেন! শ্রীযুক্ত পঙ্কজকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পিতা ৺শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমার পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের হাবড়া স্কুলের প্রিয় ছাত্র, তাঁহার পাঠশালার উন্নতি সাধনকালে উৎসাহী সহকারী ডেপুটী ইনস্পেক্টর এবং তাঁহার এডুকেশন গেজেটের পরিচালনের প্রথম কয়েক বৎসর সুলেখক সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালা ইংরাজী সুন্দর লিখিতেন এবং পড়াশুনা এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি জন্য পূজ্যপাদ ৺পিতৃদেবের পুত্রপ্রতিম স্নেহভাজন ছিলেন! চুঁচুড়া ক্রুকেড লেনের বাসায় পঙ্কজের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়। তাহার পর উহাদের বাসা হুগলী বাবুগঞ্জে হয়। পঙ্কজের সহিত ছুটীর দিন সদলে গঙ্গাস্নান জন্য মধ্যে মধ্যে হুগলী রাশমনির ঘাটে যাইতাম এবং তথা হইতে সকলে সাঁতার দিয়া মাঝ গঙ্গায় পর্য্যন্ত গিয়া চুঁচুড়া বড় বাজারে দত্তদের ঘাটে গিয়া উঠিতাম! পঙ্কজের সবই আমার ভাল লাগিত। আমার এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেওয়ার এক বৎসর আন্দাজ পূর্ব্বে যখন ৺শরৎ বাবু বহুবাজার গৌরচরণ দের লেনে গিয়া বাসা করিলেন তখন হইতে পঙ্কজে এবং

বহুবাজারের দে সরকার গোষ্ঠীয় রঘুর প্রাগাঢ় বন্ধুত্ব। ফিরিঙ্গির ছেলেরা তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বাঙ্গালীর ছেলেদের উপর অত্যাচার করিত। রঘু, পঙ্কজ, নন্দী (৺নরেন্দ্র নাথ সেন) প্রভৃতি তাহার নিরাকরণ করেন। সে সব কথা পঙ্কজের চিঠিতে জানিতে পারিতাম। পঙ্কজের সহিত যাবজ্জীবনই একটা সংসর্গ রহিয়াছে—দুই পুরুষের প্রীতির সম্পর্ক।

৺কাশীর জলবায়ু এবং শান্তিপূর্ণ পরিবৃতির গুণে রঘু অল্প দিনেই সারিয়া উঠিলেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে চিফ ইঞ্জিনিয়ার অফিসের চাকরীতে অল্প দিনের জন্য ফিরিয়া গিয়া প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকা লইয়া আসিয়া ৺কাশীতে অগস্ত্যকুণ্ডে একটী বাড়ী খরিদ করিলেন। আমি সর্ব্বদাই উহাঁর কাছে যাই। মিশরের পিরামিড হইতে দৈনিক সম্বাদ পর্য্যন্ত সকল দেশের সকল সময়ের কোন কথাই বুঝি বাদ যায় না! লোকে জিজ্ঞাসা করে তোমাদের কোথায় কবে পরিচয়? আমি বলি "প্রথম দেখা ৺কাশীতে দুই বৎসর মাত্র পূর্ব্বে; কিন্তু বন্ধুত্ব যে আজ ৪৭ বৎসর!"

রঘুকে গিয়া ডাকিলেই ৺কাশীর চিরন্তন ব্যবস্থামত দড়ি টানিয়া দ্বার খুলিয়া দেয় আর ডাকিয়া বলে "মাথা"। দ্বারটী ৺কাশীর হিন্দুস্থানী ধরণে ক্ষুদ্র আর আমি লম্বায় চারি হাত। ফিরিয়া আসিবার সময়ও রঘু স্মরণ করাইয়া দেয় "মাথা"! আর কেহত অর্দ্ধ শতাব্দীর বন্ধু নয় যে মাথা রক্ষা করিবে। ৺কাশীতে বাঙ্গালীর প্রস্তুত নূতন বাড়ীছাড়া প্রায় সর্ব্বত্রই

আমি মাথায় আঘাত পাই। বাস্তু দেবে মাথা ঝুঁকাইয়া প্রত্যেক গৃহে প্রবেশ এবং নির্গমণ এতকাল পশ্চিমে থাকিয়াও আমার অভ্যস্ত হয় নাই।

আমার ৩৷৷০ বৎসর বয়স্ক পৌত্রের বিশ্বাস যে আমি প্রত্যহই রঘুর বাড়ী যাই। আমার বাড়ী হইতে অনুপস্থিত কালে কেহ আসিলে সে বলে "দাদু দোঘুর বাড়ী গেছে!" আমি "রঘু" বলি, রঘু বাবু বলি না; শিশু তাহাই শুনিয়াছে। (১৩।২।১৩২৪)

# লাট ডফারিন

[ আমার কোন বন্ধু লাট ডফারিনের গোঁড়া। লাট ডফারিন যে কিরূপ ধরণের রাজপ্রতিনিধি ( ভাইসরয় ) এবং কিরূপ রাশভারী তেজস্বী শাসনকর্ত্তা ( প্রান্‌সিং প্রোকন্‌সল ) ছিলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য বন্ধুবর একটী গল্প বলিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ঘটিয়াছিল এরূপ মনে করিতে যে নিষেধ, 'তাহা' ভুলিলে রসভঙ্গ হইবে। চিত্রটির সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষীয় স্থানের এবং ভারত-সংস্পৃষ্ট নামের ব্যবহার, ইহা 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তিকে বলা বাহুল্য নয় কি? আমি লাট ডফারিনকে কখনও দেখি নাই; কিন্তু বন্ধুবর দেখিয়াছিলেন। তাহাতেই আমার দেখা লোকের মধ্যে পড়িয়াছে।—ইতি প্রস্তাবনা। ]

স্থান ভেরাণ্ডাফুলি ষ্টেশন। সময় একটা রেলওয়ের প্রথম খুলিবার দিন। প্লাটফরমে শালু পাতা। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ উহার দুইপাশ দিয়া অবিরত চলাফেরা করিতেছেন। শালুতে কেহ পা দিলে সার্জ্জেণ্টরা অল্প একটু ধাক্কা দিতেছে। পাশে দাঁড়াইলেও তাই। 'অবিরত' চলাফেরা চাই ( অর্থাৎ ইংরাজীতে 'নো ক্রাউডিং' এবং 'বি কনষ্টাণ্টলি অন দি মুভ্' )। একখানি স্পেশিয়াল ট্রেণে রাজামহারাজা প্রভৃতি আসিলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা, লাট সাহেবের আসার অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত

গাড়ীতেই বসিয়া থাকেন এবং লাট সাহেবকে প্লাটফরমে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে অল্প-দূরস্থিত সামিয়ানার নিম্নে যাইবেন। প্লাটফরমে বা নিকটে অন্যত্র বসার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না; ওদিকে তাঁহাদের গাড়ীশুদ্ধ কোন 'সাইডিংয়ে' রাখিয়া দেওয়ার কথা কাহারও মনে পড়ে নাই বা তাহা করা আবশ্যক বলিয়া কেহ ভাবে নাই।

পুলিস সার্জ্জেণ্ট। (গেট ডাউন কুইক্‌লি বাবুজ্) বাবুরা শীঘ্র নামিয়া পড়ুন।

দেবেন্দ্রনাথ। ইহাঁরা সকলেই বাবু নহেন; রাজামহারাজা আছেন।

সার্জ্জেণ্ট। ও সবই প্রায় একই দাঁড়ায় (ওহ্ ইট অল কম্‌স্ টু দি সেম থিং) নামো শীঘ্র। (গেট ইউ ডাউন!)

দেবেন্দ্রনাথ। বসিব কোথায়? ধাক্কা খাইতে খাইতে প্লাটফরমে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারিব না। নিমন্ত্রণ করিয়া আনা হইয়াছে; এখন না হয় কনেষ্টবল দিয়া হাত ধরিয়া নামানো হউক!

পুলিস সাহেব (ইতিমধ্যে তথায় আসিয়া)। সে কাজ সহজেই হইতে পারে। (ওহ্ দ্যাট ইজ ইজিলি ডন্) কন্‌ষ্টেবল্! (কনষ্টেবল্ আসিলে) ইহাঁদের নামাইয়া দাও।

দেবেন্দ্রনাথ (পুলিস সাহেবকে)। এর জন্য পরে মজা দেখিবে (ইউ উইল রিগ্রেট দিস্)।

রাজা লালকৃষ্ণ। ইহাই যথেষ্ট,—হাত ধরিতে হইবে না।

আমরা নামিতেছি। ( নামিয়া দেবেন্দ্রনাথকে ) এর জন্য একটু বলা আবশ্যক ঐ যে ছোট লাট ! আপনিই বলুন।

দেবেন্দ্রনাথ ( অগ্রসর হইয়া )। আমি এবং নিমন্ত্রিত রাজা-মহারাজাগণ অপমানিত হইয়াছি।

ছোটলাট। আমি তোমাদের দুঃখ-কাহিনী শুনিতে শুনিতে জ্বালাতন ( আই অ্যাম সিক অফ হিয়ারিং ইয়োর গ্রীভান্‌সেস্ )। বেলভেডিয়ারে গিয়া এর পর জানাইও। এখন আমার সময় নাই।

বৃদ্ধ রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণের চোপদার ( খুব লম্বা, ফর্সা শ্বেত শ্মশ্রু-সমন্বিত, সুসজ্জিত, সুপুরুষ—লর্ড ডফারিন ইহার কিছু পরে শালুর উপর দিয়া আসিয়া নিকটে পঁহুছিলে উচ্চৈঃ-স্বরে ) রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ দেব বাহাদুর !

লর্ড ডফারিন। ( অমায়িকভাবে মুচকি হাসিয়া হস্ত প্রসারণ-পূর্ব্বক ) এখানে দেখা পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম ( ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ হিয়ার )। ( শালুর উপর টানিয়া লইয়া করমর্দ্দনপূর্ব্বক ) এস, একত্রে যাই।

রাজা রাজেন্দ্রনারাণ ( সবিনয়ে )। আমি আর যাইব না ; বড়ই অপমানিত হইয়াছি। ইনি বাবু দেবেন্দ্রনাথ। ইনিই সব কথা বলিবেন।

লর্ড ডফারিন ( দেবেন্দ্র বাবুর দিকে ফিরিয়া )। কি হইয়াছে ? বলুন।

দেবেন্দ্রনাথ। ( সম্পূর্ণ ঘটনা এবং সার্জ্জেণ্টের এবং পুলিস

সাহেবের উক্তি ঠিক ঠিক বলিয়া )—ছোটলাট বাহাতুরকে এ সকল কথা জানানয় তিনি বেলভেডিয়ারে গিয়া এ সকল কথা জানাইতে বলিলেন !

লর্ড ডফারিন। ( নিকটবর্ত্তী ছোটলাটের দিকে ফিরিয়া ) তুমি ইহার কি জান, সার রি—?

সার রি—। হ্যাঁ, আমাকে একটা দুঃখের লম্বা কাহিনী বলা আরম্ভ হইয়াছিল বটে, কিন্তু—

লর্ড ডফারিন। আর তুমি বলিলে যে বাড়ীটা পুড়িয়া যাক, তার পর 'ফায়ার এঞ্জিন' ( দমকল ) ডাকা হইবে! এখানে ব্যবস্থার ভার কাহার উপর ছিল ?

সার রি—( এত লোকের সাক্ষাতে ঐ ভাবের ধমকানি ও বিদ্রূপে সঙ্কুচিত হইয়া হেঁটমুখে )।—কমিশনর বী—।

লর্ড ডফারিন।—কোথায় সেই কমিশনর বী—। ( আরদালিরা তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলে এবং তিনি আসিয়া আমি মিষ্টর বী—' এই কথা বলিলে ) কিন্তু কি কাজ কর—তুমি বীমসই হও আর টীমসই হও তাহাতে কিছু আসে যায় না। ( বাট্ হোয়াট আর ইউ—ইট ডজ নট্ ম্যাটার হোয়েদার ইউ আর্ বী অর্ টী )।

কমিশনর। আমি এখানকার কমিশনর।

লর্ড ডফারিন। আর তুমি যেভাবে তোমার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাক, এই তাহার নমুনা! যাঁহারা এখানে আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রিত ( ইনভাইটেড টু মীট মি হিয়ার )

তাঁহারা অপমানিত হন! (ব্যাপারের গুরুত্বটা 'এইবার' সম্পূর্ণভাবে বুঝিয়া সকল ইংরাজ পরস্পরে মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া হেঁটমুখ করিল) কোথায় তোমার সেই পুলিস সাহেব, যাহার উপর ভার দিয়া তুমি নিশ্চিন্ত? তোমার সকলেই এইরূপ? নিজেরা কিছু দেখ না, পর-পর নীচের কর্ম্মচারী যাহাই করুক, তাহাতে 'তোমাদের' হাত নাই!

পুলিস সাহেব (সরিয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড ডফারিন কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন দেখিয়া অগত্যা তাঁহাকে আনা হইল)। আমি মিঃ—।

লর্ড ডফারিন। তোমার মতে গবর্ণমেণ্ট যাঁহাদের উপাধি-ভূষণে সম্মানিত করিয়া নিজেকে সম্মানিত বোধ করেন, তাঁহারা সম্মানের যোগ্য নহেন! কিন্তু গবর্ণমেণ্টের চাকরেরা গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত সম্মানকে সর্ব্বথা গৌরব করিতে বাধ্য। তুমি দেখিতে পাইবে যে তোমার আচরণের ফল কি! (রাজা রাজেন্দ্রের স্কন্ধে বন্ধুর ন্যায় হস্ত রাখিয়া অতীব মিষ্টভাবে) চল রাজা, অগ্রসর হওয়া যাউক।

রাজা রাজেন্দ্র। অপমানিত আমরা এইখান হইতেই ফিরিব। তবে আপনি যাহা বলিলেন, সেজন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ করিতেছি।

লর্ড ডফারিন। তাহা হইবে না। কি করিলে আপনারা আমার সঙ্গে যাইবেন, তাহা বলুন। আমি মহারাণীর প্রতিনিধি, আমার কথা রাখিবেন বৈ কি!

বাবু দেবেন্দ্রনাথ। আপনি যাহা হুকুম করিবেন তাহাই অবিচারিতভাবে সকলের দ্বারাই পালিত হইবে বৈ কি! তবে পুলিস সাহেব জনে-জনের কাছে গিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলে মনে দুঃখ থাকে না।

সার রি—। ইহা একেবারেই অসম্ভব কথা ( দ্যাটস্ অ্যান ইম্‌পসিবল্ প্রপোজিসন )।

লর্ড ডফারিন। যখন আমি হুকুম দিতেছি, তখন তুমি হস্তক্ষেপ করিতে আসিতেছ কেন, সার রি—? যখন তোমার হস্তক্ষেপ কর্ত্তব্য ছিল, তখন ত তুমি কিছুই কর নাই। (হোয়াই ডু ইউ ইনটারফীয়ার হোয়েন আই অ্যাম গিভিং অর্ডার্স, সার রি—? ইউ ডিড নথিং হোয়েন ইট ওয়াজ ইয়োর ডিউটি টু ইনটারফীয়ার)। [ পুলিস সাহেবের প্রতি ] ইহা খুবই সোজা কাজ অর্থাৎ জনে জনে ক্ষমা প্রার্থনা করা মূলেই অসম্ভব নয় ( নথিং ইজিয়ার )। আরম্ভ কর, বেকার ( বিগিন বেকার )।

পুলিস সাহেব ( শেষ দুই কথার কড়া সুরে থতমত খাইয়া, হেঁটমুখে )। রাজা বাহাদুর, আমার অভদ্রতার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। মহারাজা বাহাদুর, আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। দেবেন্দ্র বাবু, আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।

দেবেন্দ্র বাবু। আমি ত বলিয়াছিলাম, তাহা করিতে হইবে! এইবার সাধারণভাবে সকলের নিকট একত্রে ক্ষমা

প্রার্থনা করুন। বড়লাট সাহেব অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

লর্ড ডফারিন! (পুলিস সাহেব উচ্চৈঃস্বরে পুলিসের এবং নিজের অভদ্রতার জন্য সাধারণভাবে সকলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিলে) ভদ্র মহোদয়গণ এবং সংবাদ পত্রের রিপোর্টার গণ, এই লজ্জাকর ব্যাপারটা (ডিস্‌গ্রেস্‌ফুল ইনসিডেণ্ট) সকলে একেবারেই ভুলিয়া যান।—নূতন নূতন রেলওয়ে খোলা যে এই বিস্তীর্ণ মহাদেশের পক্ষে বিশেষ উপকারী, তাহাই স্মরণ রাখিয়া এইবার একত্রে আনন্দ উপভোগ করা যাক।

—বন্ধুবরকে বলিয়াছিলাম, "ছবিটী বেশ আঁকিয়াছ—কিন্তু লোকে মনে করিবে, বুঝি প্রকৃত ঘটনা!" বন্ধু বলিলেন যে যাঁহারা লর্ড ডফারিনকে চিনেন এবং তিনি কিরূপ লিখিয়ে, বলিয়ে, তেজস্বী, কাজের লোক এবং উচ্চ রাজনৈতিক (ডিপ্লোমাট) তাহা জানেন, তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন যে এরূপ ঘটনা কোথায়ও ঘটিয়া থাকিলে লর্ড ডফারিন ঠিক ঐরূপই ব্যবহার করিতেন এবং খবরের কাগজেও যাহাতে ঐ সব কথা বাহির না হয়, সেজন্য ঠিক ঐ ভাবেই ব্যবস্থা করিতেন!

বন্ধুবর ইহার পর লর্ড ডফারিন সম্বন্ধে একটী সর্ব্বজন-বিদিত প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করেন। গ্লাসগো ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় অনেক লোকের বিস্তর টাকা লোকসান হয়। লর্ড ডফারিন ঐ ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর ছিলেন। ওরূপ বুদ্ধিমান এবং ক্ষমতাপন্ন লোকের কোনরূপ জুয়াচুরির ও দুষ্টামির ফন্দীতেই

ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে, এই বিশ্বাসে সকলেই লর্ড ডফারিনের উপর চটিয়া যায়। লর্ড ডফারিন যখন শেয়ার হোল্ডারদিগের এবং ডিপজিটরদিগের সমক্ষে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, তখন তাঁহার পত্নী কাতরভাবে হাত ধরিয়া বলেন, "যাইও না। লোকে তোমাকে ছিঁড়িয়া ফেলিবে; বড়ই রাগিয়াছে।" লর্ড ডফারিন বলেন "আমার কথা শুনিয়া কেহ কি কখনও অসন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়াছে? এখানেও আমি জয়ী হইয়া ফিরিয়া আসিব।" তিনি দ্বার-বন্ধ গাড়িতে করিয়া কোনরূপে পঁহুছিয়া ব্যাঙ্কের জানালার নিকট গেলে চীৎকার উঠিল, "ঐ সেই স্কৌন্-ড্রেল" ( ঐ সেই জুয়াচোর বদমাইস )। কিন্তু কেহ ইট ছুড়িবার পূর্ব্বেই লর্ড ডফারিন বলিলেন, "ভদ্রমহোদয়গণ, দুই মিনিট আমার কথা শুনিবার পর যাহা ইচ্ছা করিবেন—আমাকে ইট মারিয়া চূর্ণ করিবেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এখান হইতে সরিব না।" অমনি সব চুপ; এমনি সুমিষ্ট মনোহর ধরণ এবং স্বর ছিল!

লর্ড ডফারিন বুঝাইলেন যে কি কি ভুলে এবং দোষে ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হইয়াছে। তিনি অন্যত্র দূরে ছিলেন; কাজ দেখিতে পারেন নাই, শুধু নাম রাখিতে দিয়াছিলেন, সেজন্য নিশ্চয়ই তিনি অপরাধী। ব্যাঙ্কের অংশীদারদিগের লিমিটেড লায়াবিলিটী। যাহার যত শেয়ারের টাকা তাহাই তাঁহাদের গেল। কিন্তু তিনি নিজের জন্য "অনলিমিটেড লায়াবিলিটি" স্বীকার করিয়া লইতেছেন; পৃথিবীতে তাঁহার যে কিছু ধন-সম্পত্তি

এক দিবস তাঁহার পিতার এক কায়স্থ শিষ্য গুরুর সহি
সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া বাটীতে তাঁহাকে দেখিতে পাই
গুরুপুত্রকে জিজ্ঞাসা করেন, "কি পড়িতেছ?" অনন্তরা
ন্যায় গ্রন্থাদি যাহা পড়িতে ছিলেন তাহার উল্লেখ করিলে সে
ব্যক্তি বলেন, "আমার গুরুদেব – তোমার পিতা—শ্রীভগবা
তন্ময়, সংসারে নির্লিপ্ত। তাঁহার নিকট বসিলেই যে তৃ
আমরা লাভ করি, তুমি কি আমাদিগকে এবং আমাদে
পরবর্ত্তীদিগকে সেইরূপ তৃপ্তি, শুধুই পুস্তকলব্ধ পাণ্ডিত্য দ্বা
দিতে পারিবে?" এই কথায় অনন্তরামের চৈতন্য হইল
তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে গভীর পাণ্ডিত্যসহ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ জ
সাধনায় যত্নবান হইলেন।

বিবাহের পর কিছু কাল গৃহে থাকিয়া পণ্ডিত অনন্তরা
পুনরায় ৺কাশীতে গিয়া বেদান্ত, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উপনি
এবং বেদ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে এক সন্ন্যাসীর স
তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবামাত্র অত্য
স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহাকে লইয়া নেপাল রা
তীর্থ দর্শনে যাত্রা করেন। তাঁহারা রাজধানীতে আহূ
হইয়াছিলেন। কিন্তু অকারণে বিষয়ী সংসর্গ নিষিদ্ধ বলি
ঐ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেন। কিছু দিন গৃহে থাকি
পণ্ডিত অনন্তরাম পুনরায় মথুরার সন্নিহিত বরাহ ক্ষেত্রে গি
অধ্যয়ন করেন। সেখান হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর যান।
স্থান হইতে গৃহে ফিরিলে তাঁহার পতিব্রতা পত্নী সজল নয়

বলেন, "তোমার পদ সেবা করিয়া দুইটি সন্তান পাইয়াছিলাম, তাহা আমার কপাল দোষে নষ্ট হইয়াছে, আমি পুনরায় তোমার নিকট সন্তান প্রার্থিনী।" অনন্তরাম সাধ্বী পত্নীর অনুরোধে এক বৎসর কাল গৃহে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম রামলোচন মিশ্র। ইনি ডুমরাওঁয়ের রাজগুরু, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ ৺হনুমান পাঠকের কন্যার প্রাণিগ্রহণ করেন। এখন রামলোচন মিশ্রই ডুমরা-ওয়নের রাজগুরু।

শাস্ত্রের আদেশ—"পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ।" পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র অনন্তরাম সস্ত্রীক গৃহত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে গিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পথেই দৃঢ়ভাবে পরিচালিত। তিনি কাহারও নিকটে কিছু যাচ্ঞা করিতেন না। এই বাণপ্রস্থ জীবনের প্রারম্ভ হইতে তাঁহার বাড়ীতে, যে বাড়ীতে ২।৩ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তাহা হইতেও কিছু লইতেন না। যদি কেহ স্বেচ্ছা-ক্রমে কিছু দিত, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। বহু সংখ্যক ব্রহ্মচারী দণ্ডী ও গৃহীছাত্রের অধ্যাপনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী যৌবনের প্রারম্ভে গৃহত্যাগ করিয়া নানাস্থানে মনোমত গুরুর অনুসন্ধান করেন; হরিদ্বারে অনন্তরামকে দেখিয়া তাঁহার মনে শ্রদ্ধা জন্মে। তিনি এই সংসার নির্লিপ্ত বাণপ্রস্থাশ্রমী অধ্যাপকের নিকট পানিণি ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, বৃত্তি মহাভাষ্য, বেদান্ত, উপনিষদ

প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। মেধাবী ছাত্রের সুখ পণ্ডিতজী সম্পূর্ণ ভাবেই পাইয়াছেন। কিছুকাল পরে অনন্তরাম হরিদ্বার পরিত্যাগ করিয়া কাশীর অসিসঙ্গম তীর্থে অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। এখানেও বহু সংখ্যক ব্রহ্মচারী দণ্ডী ও গৃহী ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে ভাস্করানন্দ স্বামী অসিসঙ্গমের অনতি দূরস্থ ৺দুর্গাবাড়ীর সন্নিকটে আমেঠি রাজার আনন্দবাগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামী দশ খানি উপনিষদের সংক্ষিপ্ত সরল টীকা লিখিয়াছিলেন। উহা আগড়পাড়ানিবাসী শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত করাইয়া বিতরণ করেন। ঐ টীকায় "গুরো অনন্তরাম অনুজ্ঞয়া" বলিয়া শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজী কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়াছেন। স্বামীজী স্বহস্তে ঐ টীকা লেখেন নাই। অসামান্য শিষ্যের নিকট বসিয়া অসামান্য গুরুর হস্তে লিখিত ঐ টীকা আধুনিক ভারতের দুই মহোচ্চ গুরু শিষ্যের সমবায়ে গঠিত অমূল্য বস্তু। শ্রীমৎ স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে "এখন ভারতে বৌদ্ধবাদ নিরসনের প্রয়োজন না থাকায় শাঙ্কর ভাষ্য ঐ কার্য্য সম্পূর্ণ রূপেই নিষ্পন্ন করিয়া ফেলায়—" এখন যাহাদের ঐ বিস্তৃত ও সম্পূর্ণ টীকা পড়িবার সুবিধা হইবে না সেরূপ মুমুক্ষুর জন্য ক্ষুদ্র সরল টীকারই কার্য্য-কারিতা অধিক।

দেহত্যাগের কিছুকাল পূর্ব্বে একদিন স্বামী ভাস্করানন্দ

তাঁহার গুরু পণ্ডিত অনন্তরামের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "যদি কেহ একালে ব্রহ্মর্ষি থাকেন, তবে আমার গুরুজী। তিনি কখনও কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, তাঁহার রাগ, দ্বেষ নাই তজ্জন্য তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ। কেবল আপনার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সহস্র সহস্র শিষ্যকে জ্ঞান দান করিতেছেন।"

পণ্ডিতজী শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজীর সহিত তাঁহার গুরু শিষ্যত্ব সম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসায় তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ সহাস্য মুখে বলিয়াছিলেন, "আমি পড়াইতেছি, বা শিখাইতেছি এ ভাব কখন মনে হয় নাই; একত্রে পড়িয়া উভয়েই বুঝিতেছি এই-রূপই মনে হইত।" যথার্থ শাস্ত্রীয় গুরুশিষ্য লক্ষণযুক্ত এই গুরু এবং শিষ্য উভয়েই উভয়ের যোগলব্ধ অনুভবের কথা পরস্পরের নিকট বলিতেন এবং সর্ব্ববিষয়েই একাত্ম ভাব দেখিয়া অসীম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন।

আমার পিতৃদেব যখন ৺ কাশীর গুরুধামে থাকিয়া উপ-নিষদাদি পাঠ করিতেছিলেন, শ্রীমৎ ভাস্করানন্দ স্বামীজীর নিকট সর্ব্বদাই যাওয়া আসা ছিল। স্বামীজী তাঁহাকে "পিতৃ" সম্বোধন করিতেন। স্বামীজীর গুরু পণ্ডিতজীর সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়। আমি তাঁহার দর্শন লাভ করি। অনেক বৎসর পরে অসিসঙ্গম মহল্লায় "অসিধাম" নামক বাড়ী তৈয়ার করাই। ১৯০৪ অব্দে শ্রী৺পূজায় ও বড় দিনের অবকাশে মধ্যে মধ্যে কয়েক দিনের জন্য ৺কাশীধামে যাইয়া সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রালো-

চনার আগ্রহ জন্মিত। ঐ দিকটায় শ্রীমৎ মৈথিল স্বামী, শ্রীমৎ মাগ্‌নিরাম স্বামীজী প্রভৃতি থাকেন বলিয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়াই ঐ স্থানটী ক্রয় করিয়াছিলাম। তখন অত বড় একজন মহাপুরুষের সান্নিধ্য অবগত না থাকিলেও নিশ্চয়ই কোন পূর্ব্ব সুকৃতি বশেই নিজের অজ্ঞাতসারেই সেই সজ্জনসঙ্গরূপ-সৌভাগ্যের সূচনা করা হইয়া গিয়াছিল।

মিসেস্ অ্যানি বেসাণ্টের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল; উহাঁর বক্তৃতা সুবিধা পাইলেই শুনিতে যাইতাম। একদিন বক্তৃতার এক স্থলে বিবি বেসাণ্ট বলেন, "মন ( ডিজায়ার ), বুদ্ধি ( রিজন ), অহঙ্কার ( ইগোইজম ), ব্যতীত চিত্ত বলিয়া কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্বা বাস্তব নহে; উহা ভ্রম মাত্র।"

কথাটা ঠিক মনের সঙ্গে লাগিল না, শাস্ত্রকারীরা এতই কি ভ্রান্ত? কয়দিন মাত্র পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে সুখ্যাতি ও স্বামীজীর গুরু পরিচয় পাইয়া একদিন পণ্ডিত-জীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দর্শন মাত্রে মুগ্ধ হইয়া আসিয়াছিলাম, এতই সৌম্য, শান্ত ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তি ও মধুর ব্যবহার!

পণ্ডিতজীর নিকট আসিয়া এ বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ স্নিগ্ধ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন—"ঋষিগণের ভ্রম হয় নাই। মন, বাসনা, সংকল্প বিকল্পাত্মক বুদ্ধি—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, অহঙ্কার, "আমি" "আমি" বোধ এবং চিত্তস্মৃতি। ইংরাজিতে যাহাকে "মেমারি"

বলে তাহার স্থলে দাঁড়াইল। অপর একদিন বিবি বেসাণ্ট বলেন যে, "কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করিবার যে পদ্ধতি আছে, অর্থাৎ প্রথমে মনকে মূলাধারে নামাইয়া লইয়া গিয়া তাহার পর ক্রমে ক্রমে স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত প্রভৃতি স্থানে ধাপে ধাপে তুলিতে হয় এ নিয়ম সঙ্গত নহে। যেহেতু মানুষের মনকে নিম্নাভিমুখ করিলে নীচ ভাব (লোয়ার প্যাসান্‌স্) সকলকে জাগাইয়া তোলা হয়। অতএব নাভির নিম্নে মনকে নামানো উচিত নয়।"

এই সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতজী বলেন "যথাবিধি কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে পূর্ণভাবে জাগ্রত করিতে হইবে। উহাতে নিম্ন বৃত্তি সকল প্রকট হইলে আপনিই দমনে আনিবে, সাধককে হর সমান রিপুজয়ী হইতে হইবে। রিপু হস্ত হইতে পলাইয়া বেড়াইলে চলিবে না। সেইরূপ যাহারা করে, তাহারাই অনেকটা উচ্চে উঠিয়া পতিত হয়। বনিয়াদ পাকা না হইলে অট্টালিকা কখনই দৃঢ় হয় না।"

এইরূপ কতই না বড় বড় সংশয় কত সহজ কথায় একদণ্ডের মধ্যেই নিরসন করিয়া দিয়াছেন। ইংরাজী ভাবাপন্নগণের বিশেষতঃ বৈদেশিকের ভ্রমপূর্ণ ব্যাখ্যা শুনিবার পর এইরূপ অসাধারণ জ্ঞানীর নিকট হইতে প্রকৃত ভ্রম সংশোধন করিতে পাওয়া সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

ইহার পর যখনই ছুটিতে ৺কাশীধাম যাইতাম, সেই কয়দিনই প্রত্যহ অসিসঙ্গমে গঙ্গাস্নান সরিয়া বিবেক চূড়ামণি পুস্তক তাঁহার

নিকট পাঠ করিতাম। এই উপলক্ষ্যে কতই শাস্ত্রীয় আলোচনা ও বহুতর উপদেশপূর্ণ কথাবার্ত্তা হইত। যখন উঠিয়া আসিতাম, যথার্থই মনে হইত :—"ধন্যোস্মি, কৃতকৃত্যোস্মি" ইঁহারাই যে কলিযুগের—তীর্থ !

১৯১৫ অব্দে পেন্‌সন লইয়া ৺কাশীবাস আরম্ভ করি ; ইতি পূর্ব্বেই তৃতীয় পুত্র সোম দেবকে হারাইয়া ভবিষ্যতের অনেক আশা চূর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। একটী ছেলেকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত করিবার জন্য মনে বড়ই প্রবল আগ্রহ ছিল, কোন্‌টি একার্য্যের উপযুক্ত শ্রীমৎস্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সাত বৎসরের বালক সোমদেবকে নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, "সংস্কৃত শিক্ষায় সূক্ষ্ম বিচারশীল বুদ্ধির প্রয়োজন। ইংরাজী প্রভৃতিতে তাহা না হইলেও চলে ! এই ছেলেটিই অধ্যাপক পণ্ডিত হইবার যোগ্য হইবে।" সেই অবধি দেশের ও পিতৃ পুরুষের কার্য্যে তাহাকে মনে মনে উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছিলাম। দুর্ব্বল শরীর ও দৃঢ় সবল চিত্ত লইয়া সোমদেব আঠার বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স, এফ এ ও সংস্কৃতের আদ্য মধ্য পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত অনারে বি-এ পড়িতে আরম্ভ করে। ইচ্ছা সংস্কৃতে এম, এ দিয়া তাহার পর সংস্কৃত চর্চ্চাতেই নিযুক্ত থাকিবে। আশা পূর্ণ হইল না ; বালক বর্ষাধিক অল্প জ্বরে ক্ষয় হইয়া কয়েক দিন মাত্র শয্যা লইল ও পূর্ণ জ্ঞানে, সানন্দ চিত্তে যোগীবাঞ্ছিতভাবে ৺ কাশীধামের বাটীতে দেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই অসির বাড়ীটিকে আমার পুণ্য তীর্থে পরিণত

করিয়া দিয়া গেল। পেনসন্ লইয়া ডিসেম্বর মাসে কাশী বাস আরম্ভ করি। বৈশাখ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র গণদেবকে এই বাড়ীতেই একদিনের জ্বরে হারাইলাম। আনন্দ কানন মহাশ্মশানে পরিবর্ত্তিত হইল!

শ্রীমৎ অনন্তরাম পণ্ডিতজীকে নিকটে পাওয়ার যে কতই প্রয়োজন ছিল, এখন আরও সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিলাম। অনেক মহাশোকে সান্ত্বনা দিয়াছেন, আগতপ্রায় মহাবিপদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়া সমুচিত উপদেশ দান পূর্ব্বক কতবারই বিপন্মুক্ত করিয়াছেন। নিকটে বসিয়া তাঁহার নির্দ্দেশ মত একাগ্রতায় কখন কখন যেন সমাধির আনন্দেরও আভাষ ক্ষণিকের জন্য অনুভূত হইয়াছে বলিয়াও মনে করিতে চাহিয়া কৃতার্থ বোধ করিয়াছি। আজ তিনি এ পৃথিবীতে নাই। জীবন্মুক্ত সাধকের উপযুক্ত লোকে অথবা নামরূপ বিবর্জ্জিত ব্রহ্মস্বরূপেই তিনি সংযুক্ত। কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব জ্ঞানানন্দময় জীবনের অমর স্মৃতি চিরদিনই অন্তরে জাগ্রত হইয়া থাকিবে।

যাঁহারা ঐ অশীতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বালক সুলভ উজ্জ্বল ও সহাস্য মুখে শিশুদিগকে ক, খ, শিখাইতে, বালকদিগকে ব্যাকরণ সুরু করাইতে, ইংরাজী শিক্ষিত কিন্তু সংস্কৃতে সামান্যরূপ মাত্র প্রবিষ্ট ব্যক্তিদিগকে "বিবেক চূড়ামণি" প্রভৃতি পড়াইতে এবং বৃদ্ধ দণ্ডীদিগকে বেদ ও উপনিষৎ পড়াইতে দেখিয়াছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতের ঋষিমূর্ত্তি সুস্পষ্ট দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন।

# নাথু খাঁ

লোকে নাথু খাঁকে নায়ক বলিত; তিনি নিজে একথা স্বীকার করিতেন না। সাধারণতঃ গান পাঁচ প্রকারে বিভক্ত—ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি ও গজল। ইহার মধ্যে কোন এক প্রকার তাল মান শুদ্ধ করিয়া গাহিতে পারিলেই গায়ক হয়। সকল প্রকার গান শুদ্ধ করিয়া গাওনা, সকল তাল বাজান ও নৃত্য করিতে জানিলে নায়ক হয়। একদিন কলিকাতার বহুবাজারে সরকারদের বাড়ীতে খাঁ সাহেবের গান হইতেছিল, ৺রামলাল দত্ত মহাশয় (১) তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি গান শুনিয়া মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। সঙ্গীত সমাপ্তির পর রামবাবু বলিলেন—"খাঁ সাহেব আপনি নায়ক"। খাঁ সাহেব বলিলেন—"বাবুজি আমি নায়কও নহি, গায়কও নহি। আমি কেবল ভজন করি।" খাঁ সাহেব কিছু অর্থোপার্জ্জনের জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তিনি উর্দ্দু গানও গাহিতেন; কিন্তু বাঙ্গালী সাধারণে ভজন গীতের ভাব যাহাতে সহজে বুঝিতে

---

(১) সুপ্রসিদ্ধ গায়ক কোন্নগরের নিকট ভদ্রকালী নিবাসী "দীনরাম" ভণিতা সংযুক্ত ভক্তি পরিষিক্ত গান সমূহ, ইহাঁর বিরচিত। তন্মধ্যে একটী :—

বারে বারে যে দুঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা,  
সে সকলি দয়া তোমার জেনেছি মা দুঃখ-হরা॥  
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়না করে,  
তাই বহিতেছি শিরে সুখে দুঃখের পসরা।—ইত্যাদি

কোন্ বাঙ্গালী না জানেন?

পারেন সেজন্য কয়েকটি বাছা বাছা বাঙ্গলা গানও শিখিয়া লইয়াছিলেন। সেইরূপ গানের কথাই বলিতেছি।

খাঁ সাহেব যে বলিতেন "আমি কেবল ভজন করি" সে কথার **সার্থকতা** আছে। তিনি যখন **ভগবৎ সম্বন্ধীয়** কোন গান গাহিতেন, তাহার মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত; চক্ষে অবিরল অশ্রুধারা বহিত। তাঁহার গানের ধরণই একটা স্বতন্ত্র প্রকারের। একদিন খাঁ সাহেব গাহিতেছিলেন :—

রাগিনী ভৈরবী—তাল ত্রিতালি।
"শমন ভয় বারিণী, তারিণী কালিকে।
চরণ তরণী দেহি কপাল মালিকে।
বিঘ্ন বিনাশিনী, দুর্গতি নাশিনী,
দুর্দ্দিন তিমির হরা, দীন তাপ নাশিকে ॥"

একবার বা দুইবার সমস্ত গানটী গাইয়া যখন আবার আসিল :—

"বিঘ্ন বিনাশিণী, দুর্গতিনাশিনী"

তখন খাঁ সাহেব 'আঁকর দেওয়া' আরম্ভ করিলেন :—

"বিঘ্ন বিনাশিনী, দুর্গতি নাশিনী, সৌম্যা সৌম্যতরাশেষ সৌম্যেভ্যস্ত্বতি সুন্দরী, পরা পরানাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী—বিঘ্নবিনাশিনী" ইত্যাদি। যত গাইতেছেন তত চক্ষে জল পড়িতেছে। এইরূপ চণ্ডীতে যে সকল হৃদয়হারী স্তুতি আছে তাহার অনেকগুলিই তাঁহার গানের পদ হইতে লাগিল। ঐ একটী গান গাইতে দেড়ঘণ্টা সময় কাটিয়া গেল। খাঁ সাহেব এত ভাল সংস্কৃত

উচ্চারণ করিতেন, যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতেরাও তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। যতদিন খাঁ সাহেব বহুবাজারের সরকারদের বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন ৺নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার (এম এ) (১) ও ৺নৃসিংহ চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার (এম এ, বি এল) (২) তাঁহার নিয়মিত নিত্য শ্রোতার মধ্যে ছিলেন। ইহাঁরা উভয়েই খাঁ সাহেবের সংস্কৃত উচ্চারণের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। একদিন নীলমণি বাবু বলিয়া ফেলিলেন, "খাঁ সাহেব আপনি এত ভাল সংস্কৃত উচ্চারণ কিরূপে করিতে শিখিলেন ?" উত্তরে খাঁ সাহেব বলিলেন, "বাবুজি আমি দিল্লীর ভূতপূর্ব্ব সম্রাট ৺বাহাদুর শার সভায় গায়ক ছিলাম। আর এ কথাও আপনাদিগের জানা আছে যে দিল্লীর রাজ সভায় স্থান পাইতে হইলে দরবারীর তিনটী ভাষা জানা অত্যাবশ্যক ছিল—পারসী, সংস্কৃত ও উর্দ্দু।" ৺বাহাদুর শার নাম করিয়াই খাঁ সাহেব কাঁদিয়া ফেলিলেন। (৩)

(১) ইনি প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক ছিলেন পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন।

(২) কলেজের পাঠ্য সংস্কৃত পুস্তক সমূহের বাঙ্গালা অনুবাদক। ইনি হাইকোর্টের উকীল ছিলেন।

(৩) দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শা উচ্চশ্রেণীর ফকিরের ন্যায় ছিলেন এবং সুফি বা বৈদান্তিক মত পোষণ করিতেন। 'জফর' ভণিতা যুক্ত তাঁহার রচিত অনেক গান সুপ্রচলিত এবং সমাদৃত। তন্মধ্যে একটী—"তুঝ্ সে হামনে দিলকো লাগায়া যো কুছ হ্যায় সো তুহি হ্যায়। এক তুঝকো আপনা পায়া যো কুছ হ্যায় সো, তুহি হ্যায়।"—ইত্যাদি। ঘটনাচক্রে ইহাঁকে 'মিউটিনি'র সম্রাট হইয়া পড়িতে হইলে, ইনি সর্ব্বপ্রথম ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষে গোহত্যা ও শূকর মাংস বিক্রয় নিষেধ করেন। মহাত্মা আকবর প্রজারঞ্জন উদ্দেশ্যে গোহত্যাবর্জ্জনের নিয়ম স্বীয় বংশে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছিলেন।

খাঁ সাহেব সংস্কৃত উত্তমরূপ জানিতেন। ৺কামাখ্যা পণ্ডিত (৪) সরকারদের বাড়ীর অক্ষয় বাবুর ভাইকে গীতা পড়াইতেন। খাঁ সাহেব সেই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। পণ্ডিত মহাশয় এক একদিন খাঁ সাহেবকে পড়াইতে বলিতেন। খাঁ সাহেব পড়াইতেন ও এত ভাল ব্যাখ্যা করিতেন যে পণ্ডিতজী চমৎকৃত হইতেন। খাঁ সাহেব গভীর রাত্রে ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া বুকে হাত দিয়া ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। খুব কম সময়ই নিদ্রা যাইতেন। পরম ভগবদ্ভক্ত সাধক ছিলেন।

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দের (৫) বাটীতে একদিন খাঁ সাহেবের গান হইয়াছিল। শ্রোতাদিগের মধ্যে তিনজন ব্রিটিশ ছিলেন, দুইজন ইংরাজ ও একজন স্কচ্। সকলেই গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনজন সাহেবই অতিশয় প্রশংসা করিলেন। কিন্তু এই প্রশংসা লইয়া একটা বিবাদ উঠিল। স্কচ্ সাহেবটী দুইজন ইংরাজকে বলিলেন, যে তোমরা কপটী, তোমরা এ গানের কি বুঝিবে, তোমাদের দেশে এ গান বুঝিবার শিক্ষা হয় না, হয় আমাদের দেশে। তোমাদের প্রশংসা করিবার অধিকার নাই। যাহা হউক এই দুইজন ইংরাজের মধ্যে

---

হিন্দুরমণীর গর্ভজাত তাঁহার বংশীয়েরা স্বতঃই ঐ কার্য্যে বিরত থাকিবার কথা। আজও ৺কাশী শিবালয় মহল্লায় যে দিল্লীর বাদসাহ বংশীয়গণ আছেন তাঁহাদের মধ্যে গো-কোর-বানি বা গোমাংস ভক্ষণ হয় না।

(৪) ৺কামাখ্যাচরণ তর্কালঙ্কার।

(৫) প্রফেসর এন, এল, দে—এম এ, বি এল, চন্দ্রকুমার দে, এম ডি মহাশয়ের পুত্র। ইঁহার ন্যায় ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় সুপণ্ডিত লোক বিরল।

একজন পৃথিবীর অনেক দেশ পর্য্যটন করিয়াছেন ও সকল দেশের গান চেষ্টা করিয়া শুনিয়াছেন—তিনি বলিলেন যে আমি এই মাত্র যে গানটী (১) শুনিলাম, তত মিষ্ট গান কোন দেশে কখনও শুনি নাই।

একদিন মহামহোপাধ্যায় ৺নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের বাটীতে খাঁ সাহেবের গান হইয়াছিল। সে সভায় অন্যান্য লোকের মধ্যে ৺মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ৺শ্রীনাথ দাস, ৺রমেশচন্দ্র মিত্র ও ৺কেশবচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই সঙ্গীতে বিশেষজ্ঞ। সকলেই নাথুখাঁর মত গান শুনেন নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। ৺শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের সহিত তাঁহার গায়ক ৺কালীনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন। তাঁহাকে গায়িতে অনুরোধ করাতে তিনি বলিলেন খাঁ সাহেবের পর যে গায়ক গাইতে যাইবে সে মূর্খ।

ভৌগলিক শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে এইরূপ আর একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে ক্ষেত্রে ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজি উপস্থিত ছিলেন। নাথুখাঁর গানের পর তিনি গাইতে স্বীকৃত হইলেন না, বলিলেন যে খাঁ সাহেবের সহস্রাংশের যদি এক অংশও আমি হইতাম, আমি গাইতাম, কিন্তু তাহা যখন নই, তখন আমি কেন হাস্যাস্পদ হইতে যাইব ?

কার তারক কোম্পানির বাড়ীর মুৎসুদ্দি মুকুন্দলাল ক্ষেত্রির

(১) রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।—গোবিন্দনারায়ণ গোপাল জগৎ গুরু প্রভু পুরণ হরে হরে ইত্যাদি।

কোন আত্মায়ের বিবাহ উপলক্ষে একটা গানের মজলিস্ হইয়াছিল। মজলিস্‌টী হয় ৺হরিদাস দত্তের বড়বাজারের বাড়ীতে, উঠানটীর পরিসর প্রকাণ্ড, প্রায় শোভাবাজারের রাজবাড়ীর উঠানের অর্দ্ধেক। এই সভায় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল দে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী. গুপ্ত (১) নাথু খাঁকে লইয়া উপস্থিত হন। খাঁ সাহেবকে লইয়া ইহাঁরা উঠানের মধ্যস্থলে বসিয়া আছেন, গান হইবার উপায় নাই। উঠানে লোকে পরিপূর্ণ ও এত গোল হইতেছে যে, কেহ কাহারও কথা শুনিতে পায় না। বাজাইবার জন্য তারক বাবু উপস্থিত। তিনি এত গোলে মৃদঙ্গ বাঁধিতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে রমাকান্ত সেন (২) মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে এত গোলে সঙ্গীতের সম্ভাবনা যখন দেখিতে পাইতেছি না তখন গায়ক ও বাদক লইয়া চলুন আমরা উপরের বৈঠকখানায় যাই।

এই প্রস্তাবে নাথু খাঁ অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন যে, আমি আসন পরিত্যাগ করিতে চাহি না; ভগবৎ কৃপা থাকিলে এই খানেই গান হইবে। তারক বাবু বাজাইতে চাহিলেন না। নগেন্দ্র বাবু (৩) উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন যদি কেহ

(১) বিখ্যাত গণিত বেত্তা। কটকের রাভেনশা কলেজের এবং কিছু দিন হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

(২) হরিদাস দত্ত কোম্পানীর শ্রেষ্ঠ অংশীদার।

(৩) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মৃদঙ্গ বিশারদ। কলিকাতা পটলডাঙ্গা নিবাসী।

মৃদঙ্গ ও তবলা বাঁধিয়া দেয়, আমি বাজাইতে রাজী কিন্তু এত গোলে সুর বাঁধা আমার সাধ্য নয়। খাঁ সাহেব মৃদঙ্গ ও তবলার সুর বাঁধিয়া দিলেন। তানপুরা পূর্ব্বেই বাঁধা হইয়াছিল। খাঁ সাহেব যেই গান ধরিয়া "মালিনীয়া" বলিয়া স্বর উৎক্ষিপ্ত করিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই গোলমাল থামিয়া গেল, গান চলিতে লাগিল। সকলেই যেন চিত্রাঙ্কিত মূর্ত্তির ন্যায় হইয়া গেল। আড়াই ঘণ্টা গান হইয়াছিল, তাহার পর বাইজীদিগের গান হইবার কথা। তাহারা নাথু খাঁর গানের পর গাহিতে চাহিল না। রাহেল, মেজী ও ছোটী বাই একবাক্যে বলিল যে এই গানের পর সুর জমাইতে হইলে, তাহাদিগকে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া গন্ধর্ব্বলোক হইতে গান শিক্ষা করিয়া আসিতে হইবে।

একদিন খাঁ সাহেব বহুবাজারের সরকারদিগের বাটীতে গাহিয়াছিলেন ঃ—

তাঁ বিনে পার পাবিনে পারাবারে
বলি তাই বারে বারে
( অবশ্য "ফিকর" ন কর্ত্তব্যং
কর্ত্তব্যং "ফিকর এ খোদা"
"খোদা তালা" প্রসাদেন, সর্ব্বকার্য্যে শুভং ভবেৎ )
পারের কাণ্ডারী হরি,
হরি বিনে কে দুস্তরে তারে।
( কাঁধে লকট্, মাথে মুকুট,

যমুনাকি তট, মুখ বাঁশরী
হায় হায় ভগবান কিষণচাঁদকি কেয়া রূপ হ্যায় )
ধন জন পরিবার
ধন গর্ব্বে তোমার
পার্ব্বে না করিতে পার
বরং ডুবাতে পারে পাথারে ॥

এটর্ণি ৺গণেশচন্দ্র চন্দ্র মহাশয়ের বাড়ীতে খাঁ সাহেব গায়িতে গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে তাঁহার কেমন খাতির হইয়াছিল কেহ জিজ্ঞাসা করেন। খাঁ সাহেব প্রথমতঃ এ প্রশ্নের উত্তর দেন নাই। অনেকবার জিজ্ঞাসা করার পর বলিলেন, "আমি খাতিরের জন্য যাই নাই; সঙ্গীত আমার উপজীবিকা, আমি টাকার জন্য গিয়াছিলাম। গণেশ বাবু আমাকে কি খাতির করিবেন? দিল্লীর বাদশাহের সম্মুখে বসিয়া গাহিতেছি, স্বয়ং উজীর আমার হাতে হুকার নল দিতে-ছেন, ইহার পর আর কি খাতির?"

কলিকাতায় যতদিন খাঁ সাহেব ছিলেন, তাঁহার সহিত বাজাইতেন ৺কেশব চন্দ্র মিত্র, ৺বসন্তলাল হাজরা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইত্যাদি।

একদিন কথা হইল, এই তিনের মধ্যে উৎকৃষ্ট কে? খাঁ সাহেব বলিলেন—"তিনজনই উৎকৃষ্ট।" কোন মতেই উঁহাকে একের উপর অন্যের প্রাধান্য বলাইতে পারা গেল না। তাহার পর যখন বলা গেল—"আপনি বলুন আসলে উৎকৃষ্ট কে?"

উত্তর দিলেন—"আসলে উৎকৃষ্ট এক আল্লা। তাঁহাকে রামজী, দেবীজী, কিষণজী, রহিম যাহা বলিতে চাহেন বলুন। আমারা কোন্ কুকুর যে কেহ 'আসলে' উৎকৃষ্ট হইব !!"

অধ্যাপক বিপিন বাবু খাঁ সাহেবকে প্রেসিডেন্সী কলেজে সার ডাক্তার জগদীশ বসু মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁহার গান ফনোগ্রাফে তুলা। গান তোলা হইয়াছিল। জগদীশ বাবু তাঁহার সুরের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

একবার শ্রীমান নগেন্দ্রনাথের বাটীতে খাঁ সাহেবের গান হইয়াছিল। সেই আসরে জ্বালাপ্রসাদ, মোরাদালি খাঁ প্রসিদ্ধ জনকয়েক কলাবৎ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কখন এত উৎকৃষ্ট গান শুনেন নাই, বলিয়াছিলেন ও গায়ককে ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন।

খাঁ সাহেব, পেঁয়াজ, রসুন, মৎস্য, মাংস খাইতেন না। তিনি নিরামিষাশী ছিলেন। কখন দিবা নিদ্রা যাইতেন না; কখন এক আসরে তিন ঘণ্টার অধিক কাল গান গাইতেন না। তিনি কতটুকু সময় নিদ্রামত থাকিতেন বলা যায় না। তবে দেখা গিয়াছে যখনই ( দিবাই হউক আর রাত্রিই হউক ) তাঁহার ঘরের দ্বার উৎঘাটিত হইয়াছে, তিনি নমাজ করিতেছেন।

বহুবাজারের সরকারদের বাড়ীর পর খাঁ সাহেব ঝামাপুকুরের কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাটীতে বাসা করিয়াছিলেন। এই সময় একবার হাড়কাটা গলির শ্রীযুক্ত মদন গোপাল দে মহাশয়ের বাটীতে তাঁহার গান হইয়াছিল। সভাস্থলে ৺অঘোর নাথ

চক্রবর্ত্তী, জয়াকরণ মিশ্র, রমজান আলি প্রভৃতি গায়ক উপস্থিত ছিলেন। যতক্ষণ গান চলিতেছিল, নেতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়াছিলেন। অঘোর বাবু গানের সময় কাঁদিতেছিলেন, পরে বলিলেন "অনেকেই গায়, কেহ গলা দেখাইবার জন্য কেহ আপনার কলা শিক্ষার প্রশংসা পাইবার জন্য, কেহ ভক্তির জন্য। কিন্তু নাথু খাঁ সাহেবের গানে তিনটিই একবারে বর্ত্তমান, এরূপ গান আমাদের যুগে কেহ কখন গায় না।" মতুভট্ট, রসুল বক্স, আলি বক্স, তাজ খাঁ, ফরিদ খাঁ এই সকল কলাবতের এক একটা বিষয়ে প্রাধান্য, কিন্তু এরূপ একেই তিন, তিনেই এক, এমনটী কখন শুনি নাই, ও দেখি নাই। কলিকাতা বাসীকে এইরূপ গান শুনাইবার জন্য আমিই খাঁ সাহেবকে লক্ষ্ণৌ হইতে, শোভাবাজারের রাজবাটীতে গাইতে আনাইয়াছিলাম।"

# হরমস্‌জী কাওয়াস্‌জী

সৌভাগ্যবশতঃ যে সকল উচ্চশ্রেণীর মনুষ্যের সংস্রবে আসিয়াছি হরমস্‌জি কাওয়াস্‌জি নামক একজন পার্শি ভদ্রলোক তাঁহাদের অন্যতম।

এরূপ জোড়া নাম বাঙ্গালা দেশে নাই। সে জন্য নামটা কাহার কাহারও কেমন কেমন বোধ হইতে পারে।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে নাম বলিবার পদ্ধতি ছিল ঃ—

প্র। মহাশয়ের নাম কি?

উ। আজ্ঞে, শ্রীহরিহর দত্ত, পিতার নাম ৺রামকালী দত্ত, নিবাস হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বেলুড় গ্রাম।

অধুনা এ রীতি নাই, এখন নাম জিজ্ঞাসা করিলে কেবল নিজের নাম বলা হয়। পশ্চিম ভারতের প্রথা স্বতন্ত্র। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে, সকলে নিজের নামের সহিত পিতার নাম ও কেহ কেহ গ্রামের নামও সংযুক্ত করিয়া দেন—

[১] কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলং, অর্থাৎ তেলং গ্রামের ত্র্যম্বক মহাশয়ের পুত্র কাশীনাথ।

[২] করিমভাই ইব্রাহিম, অর্থাৎ ইব্রাহিম সাহেবের পুত্র করিমভাই।

[৩] সাপুরজী সোরাবজী ভাবনগরী, অর্থাৎ ভাব নগর গ্রামের সোরাবজী সাহেবের পুত্র সাপুরজী।

তৃতীয় নামটী সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না। আবার অনেকে তৃতীয় নামে গ্রামের নামের পরিবর্ত্তে পূর্ব্ব পুরুষের উপজীবিকা বা ব্যবসায়ের নামও বলেন ঃ—

[৪] নসরবানজী জামসেটজী সোদী।

অতএব দেখা যাইতেছে যে হরমস্‌জী কাওয়াস্‌জী অর্থে কাওয়াস্‌জী সাহেবের পুত্র হরমস্‌জী।

পার্শিদিগের নামের সংখ্যা বড় কম, সে জন্য এক নামের লোক অনেক। এখন অনেকে হিন্দু নাম ব্যবহার করেন, যথা— বাপুজী, মাণিকজী, হীরাজী ইত্যাদি। স্ত্রীলোকদিগের প্রায়ই সকলই হিন্দু নাম, তবে ঠাকুর দেবতার নাম পুরুষ বা স্ত্রী-লোক কেহই ব্যবহার করেন না। পুরুষেরা প্রায়ই সকলে নামের সঙ্গে জী শব্দ ব্যবহার করেন ও স্ত্রীলোকেরা বাঈ উপাধি গ্রহণ করেন।

পার্শি বা পারস্যবাসীদিগের সংস্কৃত নাম পারসিক; তাহার অপভ্রংশে পার্শি।

এক কালে এসিয়াই পৃথিবীতে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিল। শুনিতে পাই, আমেরিকা মহাদেশ কলম্বস্ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পাঠশালার ছাত্রেরা প্রশ্নের উত্তরে তাহাই বলে। কিন্তু কলম্বসের জন্মের বহু পূর্ব্বে, ইউরোপে জ্ঞানালোক প্রবেশ করিবার বহু পূর্ব্বে, ভারতীয় বোধিস্বত্বেরা আমেরিকায় গিয়া মেকসিকো গোয়াটিমালা প্রভৃতি ভূভাগে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। মেক্‌সিকোর ভূগর্ভ হইতে অসংখ্য বুদ্ধ মূর্ত্তি

বহিষ্কৃত হইয়াছে। গোয়াটিমালা নামটা কি "গৌতমালয়" হইতে নয়? গোয়াটিমালার নিবিড় অরণ্য মধ্যে বহুসংখ্যক বুদ্ধ মন্দির পাওয়া যায়; ভূগর্ভেও বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি অগণ্য। যে ইউরোপ আজি সমগ্র এসিয়াকে নিজের জমিদারা বা ভাবী জমিদারী বলিয়া গর্ব্ব করিতেছে, আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে সেই ইউরোপের অনেক অংশ এসিয়ার আয়ত্তাধীন ছিল। এসিয়ার রাজ প্রতিনিধি ইউরোপে বসিয়া বহুকাল রাজ্য পালন ও শাসন করিয়াছেন। প্রাচীন কাল হইতে দুই শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপ এবং এসিয়ার মধ্যে যত যুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে ইউরোপই অধিকাংশ ক্ষেত্রে পরাস্ত। রুসীয়ার ভিতর তাতার অধিকার, হঙ্গেরি পর্য্যন্ত তুরস্কের অধিকার এবং স্পেনে মূরদিগের রাজত্ব বিস্তার এই কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতেছে। কেবল মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর মহাবীর সেকেন্দর পারস্যের মহারাজাধিরাজ দারায়ুসকে পরাজয় করেন। সেই যুদ্ধের প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পারস্য কর্ত্তৃক মাসিডোনিয়া বিজিত হইয়াছিল এবং স্থলযুদ্ধে গ্রীসও সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছিল। জলযুদ্ধে গ্রীস জয়ী হইলেও পারস্যের প্রাধান্য খর্ব্ব হয় নাই। যে যুদ্ধে সেকন্দর দারায়ুসকে পরাস্ত করেন তাহাতে পারস্যের স্বাধীনতা নষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু বহুদিনের জন্য নহে। ইউরোপের অভ্যুদয় গত পরশ্ব দিবস হইয়াছে বলিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। এই অভ্যুদয়ে প্রথম নাম গ্রীক জাতির। যবন [আইওনিয়] গ্রীকগণ পারস্য রাজের প্রজা ছিলেন। গ্রীকদিগের পরে

ইউরোপে রোমক জাতির আবির্ভাব। এখন ইউরোপের যে সভ্যতা তাহার অধিকাংশ রোমকগণ হইতে গৃহীত। রোমক-দিগের শৌর্য্য বীর্য্যে প্রায় সমস্ত ইউরোপ পরাভূত হইয়াছিল। কিন্তু পারস্যের নিকট যুদ্ধে রোমকেরা পুনঃ পুনঃ পরাস্ত হইয়াছে। রোমের বড় বড় সেনাপতি ক্রাসস্, মার্ক অ্যাণ্টনি প্রভৃতি পারসিকদিগের সহিত যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়াছিলেন। রোমের সম্রাট মাক্রিনস্ পারস্যের সহিত যুদ্ধে বন্দী হইয়া প্রায় দশ কোটি মুদ্রা নিস্ক্রয় দিয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। যখন যে রোমক সম্রাট বা নেতা—সিভিরস্ বা জষ্টিনিয়ান বা জুলিয়ান বা জোভিয়ান বা সেনাপতি বেলিসেরিয়স—পারস্যের সহিত বল পরীক্ষা করিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে হইয়াছে, নতুবা তথায় মহাশয়ন করিতে হইয়াছে। রোমক সম্রাট ভালিরিয়ান পারস্য রাজধানীতে বন্দী ভাবে অনেক কাল অবস্থানের পর প্রাণত্যাগ করেন। এ সকল পারস্যের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা। শৌর্য্যবীর্য্য ব্যতীত আর কি কথা নাই? আছে বৈ কি! রাজ্যশাসন সম্বন্ধে একটী ও রাজ্য পালন সম্বন্ধে অপর একটী কথার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। পারস্যরাজ অধেশর বলিতেন—"রাজ্যশাসন করিতে হইলে বল চাই, বল চাহিলে সৈন্য চাই, সৈন্য চাহিলে অর্থ চাই, অর্থ চাহিলে দেশে কৃষি ও বাণিজ্য চাই, কৃষি ও বাণিজ্য চাহিলে, রাজার ন্যায়পরায়ণ হওয়া চাই।" রাজা অধেশর যখন যুবরাজ শাপুরীকে রাজ্যভার সমর্পন করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন

করিতে উদ্যোগী, তখন তিনি পুত্রকে বলিয়াছিলেন "কখনও ভুলিও না যে তুমিই তোমার দেশের ও প্রজাগণের ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা; তোমার আদর্শে প্রজাদিগের চরিত্র গঠিত হইবে। তোমার আচরণে যেন কোন মতে অহঙ্কার লক্ষিত না হয়, আরও মনে রাখিও যে, যে ব্যক্তি সিংহাসনে বসে, তাহার হস্তেই দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ।"

কোন জাতিকে বুঝিতে হইলে, তাহাদের ধর্ম্মমতও জানা আবশ্যক; তবে শুধু ধর্ম্মমত জানিলেই জাতিটীকে জানা যায় না। যিশুর উপদেশবাক্য যদি খ্রীষ্টিয়ান ইউরোপীয়গণ প্রকৃত পক্ষে মানিতেন, তাহা হইলে কি এসিয়া মহাদেশে সাম্রাজ্য স্থাপন চেষ্টা করিতেন?

এখন দেখা যাউক যে পার্শিরা দ্বৈতবাদী না অদ্বৈতবাদী। স্থূল ভাবে দেখিলে বলা যায় যে পার্শিরা দ্বৈতবাদীও বটেন এবং অদ্বৈতবাদীও বটেন। কিন্তু সূক্ষ্ম ভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে ইহাঁরা অদ্বৈতবাদী বা একেশ্বরবাদী। একেশ্বরবাদীর ঈশ্বর [ ইয়েজ্‌ দান্‌ ] নিরাকার, নির্ব্বিকার ও নির্ব্বিকল্প। ঈশ্বরকে এইরূপ ভাবিতে গেলে ব্যাপারটা চিন্তার অতীত হইয়া পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরকে ভাবিতে না পারিলে ধর্ম্ম থাকে না; মানুষের উন্নতির উপায় থাকে না। এই বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য ঋষিগণের আবির্ভাব। ঋষিরা দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিয়া ভক্তি ও প্রেমের পথ খুলিয়া দেন। পার্শিদিগের মনুকল্প ঋষি 'জারসথ্রুত'। জারসথ্রুতকে ইউরোপীয়েরা

জোরয়াস্তার বলেন। উহাঁর মত এই যে ঈশ্বর [ ইয়েজদান ] সর্ব্ব। তাহার পর বিশ্বে দুইটা শক্তি আছে ; একটা শক্তি ভাল অপর শক্তিটী মন্দ। ভাল শক্তির নাম 'অসুর মজদা' [ হরমস ], মন্দ শক্তির নাম 'আহ্নমান'। হরমস মানবকে সত্য, জ্ঞান, বিদ্যা, বিনয়, ভক্তি, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্বাবলম্বন শিখান ও আহ্নমান এই সকলের বিপরীত শিখায়। হরমস ও আহ্নমান অশরীরী। অশরীরীর ধ্যান, ধারণা, সাধারণ মানবের বুদ্ধির অতীত সুতরাং কিছু নিদর্শনের আবশ্যক। জারসন্নতি এই নিদর্শন শিষ্যগণকে বলিয়া দিলেন। হরমসের নিদর্শন— অগ্নিশিখা, আহ্নমানের নিদর্শন অন্ধকার ।

পার্শিদিগের নিকট অগ্নিশিখা বড়ই পবিত্র। পার্শিদের মন্দিরে সর্ব্বদাই একটা অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত থাকে। পুরোহিতগণ এই শিখা কোন মতেই নিবিতে দেন না। অনেক ধর্ম্মপরায়ণ পার্শির বাটিতেও একটা করিয়া অগ্নিশিখা দিবা রাত্রি প্রজ্বলিত থাকে। পার্শিদিগের সামাজিক ক্রিয়া সকল এই অগ্নিশিখার সমক্ষে নির্ব্বাহিত হয়। পার্শিগণ যখন নিভৃতে ঈশ্বরে আত্ম সমর্পন করিতে যান তখন সম্মুখে অগ্নিশিখা রাখেন। অগ্নি সাক্ষী না করিলে বিবাহ সম্পূর্ণ হয় না। তবে পার্শিদের অগ্নি পূজক নামটা ভ্রমাত্মক। অগ্নি পার্শিদিগের সকল ধর্ম্ম কর্ম্মের সাক্ষী। জ্যোতিষ্মান পদার্থ মাত্রই পার্শিদিগের বড় আদরের, কারণ জ্যোতিষ্মান পদার্থ ভক্তকে হরমসের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সূর্য্য চন্দ্র প্রভৃতি দেখিলেই পার্শিরা

এই সকল দীপ্তিমান পদার্থের দিকে মুখ ফিরাইয়া "ঈশ্বরকে" প্রণাম করে। পার্শিদিগের মতে জীবের জীবনী শক্তি বা প্রাণটা একটা অগ্নি শিখা মাত্র। পার্শিদিগের মতে মৃতদেহের অগ্নি সৎকারে পবিত্র অগ্নিশিখার অবমাননা করা হয় এবং তামাক, চুরুট, গাঁজা, চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবনে ও এমন সকল অপকর্ম্মে—অগ্নির নিয়োগে সেই পবিত্রতার নিদর্শনের অসম্মান করা হয়।

পার্শিদিগের ধর্ম্ম গ্রন্থের নাম জেন্দ-অবস্তা। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহার অর্থ করেন—জেন্দ ভাষায় লিখিত অবস্তা নামক পুস্তক। এই অর্থ ভ্রমাত্মক। পুস্তকের নাম "অবস্তা ও জেন্দ" অর্থাৎ বিধি ও টীকা। জেন্দ কোন ভাষার নাম নহে। বিশেষতঃ সমগ্র অবস্তা এক ভাষায় লিখিত নহে। প্রাচীন পার্শি ও পহ্লবী ভাষায় এই গ্রন্থ সঙ্কলিত। প্রাচীন পার্শি ভাষাতে আধুনিক পার্শিতে অনেক পার্থক্য; যেমন বৈদিক সংস্কৃতে ও কাব্য সাহিত্যের সংস্কৃতে। শুধু আধুনিক পার্শি জানিলে অবস্তা পড়া যায় না। প্রাচীন পার্শি ভাষা ও পহ্লবী ভাষা ব্যতীত পুসতারেশ নামক আর একটী ভাষায় অবস্তা গ্রন্থ লিখিত। শেষোক্ত ভাষা প্রাচীন পার্শি ও পহ্লবী ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন। অবস্তার তিন ভাগ :—(১) বেন্দিদাদ (২) বিশ পরদ (৩) যঞ্চ।

(১) বেন্দিদাদ ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি ও ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ। কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য, কোন্ কর্ম্ম নিষিদ্ধ এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা।

(২)বিশপরদ গ্রন্থে ধ্যান, ধারণা, সংযম মনন প্রভৃতির সঙ্কেত।

(৩) যষ্ণ গ্রন্থে যজ্ঞ করিবার নিয়মাবলী ও মন্ত্র। এতদ্ব্যতীত অবস্তার আর একটী অধ্যায় আছে, তাহার নাম "গাথা" বা সঙ্গীত সংগ্রহ।

এই সকল গ্রন্থ কে লিখিল? পার্শিদিগের সরল উত্তর "মনুকল্প ঋষি—জারসথ্রুত"। কিন্তু একদল আধুনিক ইউরোপীয় সমালোচক আছেন যাঁহারা—পুরাতন নামে মোটেই বিশ্বাস করেন না; সকল নামই মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন। মনু, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু প্রভৃতি নামধারী মানুষ কখনও পৃথিবীতে আবিভূ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা মানেন না। তাঁহাদের মতে জারসথ্রুত নামটী কল্পনা প্রসূত। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মনীষিগণ যে সকল জ্ঞানগর্ভ কথা কহিয়াছেন, শ্রুতি পরম্পরায় সেইগুলি চলিয়া আসিতেছিল, পরে কোন এক ব্যক্তি সেইগুলি সঙ্কলন করিয়া প্রচার করিয়া দিলেন যে ঐ সকল জ্ঞানগর্ভ কথা জারসথ্রুত নামক মহর্ষির দ্বারা উদ্ভাবিত ও প্রচারিত। পার্শিরা ইউরোপীয়দিগের এইরূপ সমালোচনায় কর্ণপাত করেন না। গ্রীক ও রোমকদিগের গ্রন্থে জারসথ্রুতের ধর্ম্মের ও কর্ম্মের উল্লেখ আছে। তবে তিনি ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; সেই জন্যই যত সন্দেহ। তাঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল এখনও নির্ণীত হয় নাই। কেহ খৃষ্টাব্দ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে, কেহ

২৫০০ বৎসর এবং কেহ ১০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রাদুর্ভাবের কাল বলিয়া অনুমান করেন। অবস্তায় জারসথ্রুতের পিতার ও পুত্র কলত্রদিগের নামের উল্লেখ আছে। তিনি কোন প্রকাণ্ড পর্ব্বত সন্নিহিত হ্রদের নিকট জন্মগ্রহণ করেন ও বাল্যে সর্ব্বদাই পর্ব্বতারোহণ করিয়া নিভৃত স্থানে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন এরূপ লিখিত আছে। তাঁহার পিতা স্পিতম একটা খণ্ড রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। এই রাজ্যের নিকট বাহ্লীক নগর; বাহ্লীকের রাজা বিশতাস্প [ বৃহস্পতি ] প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি। ইঁহার সমক্ষে জারসথ্রুতের প্রথম ধর্ম্ম ব্যাখ্যা হয়। রাজা বিশতাস্প ঐ ঋষির বাক্যের সারগর্ভতা উপলব্ধি করিয়া নিজে জারসথ্রুতের মতাবলম্বী হইলেন। তখন রাজামাত্য পরিষদ্বর্গ রাজান্তঃপুরবাসিনিগণ সকলেই ঐ মত গ্রহণ করিলেন। ক্রমে সমগ্র পারস্য দেশে এই মত প্রবর্ত্তিত হইল।

ইদানীং ঈশ্বর, হরমস, আহুমান ব্যতীত আরও কতকগুলি উপাস্য স্বত্বার আবির্ভাব হইয়াছে। যথা:—মিত্র, বরুণ, আজেশ, স্পেন্তা, অংশপন্দ ইত্যাদি। হিন্দুর মিত্রবরুণ ও পার্শির মিত্রবরুণ একই; আমেশস্পেন্তা, সাতজন দ্বীপ্তিশালী অহুর ও অংশপন্দেরা শুদ্ধস্বত্ব জ্যোতির্ম্ময় অসুর। অসুর বলিলে অহুর বুঝাইবে, সংস্কৃত 'স,' পার্শি ভাষায় 'হ' হয়, যথা—'সপ্তা' হইল 'হপ্তা'। আমাদের দেব ও অসুর যেমন এককুলে উৎপন্ন হইয়া পরস্পর শত্রু; পার্শিদেরও তাহাই। হিন্দুরা দেব

পক্ষাবলম্বী ও অসুরের বিপক্ষ। পার্শিরা অহুর (অসুর) পক্ষাবলম্বী এবং দেবগণের বিপক্ষ। দেব শব্দ পার্শিরা 'দেও' বলিয়া উচ্চারণ করেন। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে হিন্দু ও পার্শিগণ এককুলে উৎপন্ন; একপক্ষ দেবগণের উপাসক ও অপরপক্ষ অসুরগণের উপাসক; মূলে দুই জাতিই সুদূর পূর্ব্বে একই ছিলেন; হিন্দুরা সোম পান করিতেন; পার্শিরা 'হোম' পান করিতেন; সোম ও হোম একই পদার্থ। এইরূপ মিল অনেক।

এখনও এ কথাটার মীমাংসা হয় নাই যে, অবস্তা কে লিখিল? জারসথ্রুত লিখিলেন না অন্য কেহ? এইখানেই প্রশ্ন হইতে পারে, যে সংস্কৃত মহাভারত কে লিখিল, ব্যাসদেব না আর কেহ? ব্যাসদেব লিখিত মহাভারত কেহ দেখিয়াছেন কি? যে মহাভারত আমরা দেখি, তাহা সৌতি বলিতেছেন ও সনকাদি ঋষিগণ শুনিতেছেন। ব্যাসদেব কথিত ও শ্রীশ্রী গণপতি লিখিত মহাভারত কোথায় গেল! আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। কিন্তু পার্শিরা অবস্তার বিষয়ে প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে সক্ষম; তাঁহাদের উত্তর ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত।

ঋষি জারসথ্রুত নিজেই অবস্তা লিখিয়াছিলেন; সে পুস্তক-খানা আর নাই। যখন মহাবীর সেকেন্দর পারস্যরাজ দারায়ুসকে যুদ্ধে পরাভূত করেন, তিনি উল্লাসে থেইস নামক এক নর্ত্তকী ও স্বীয় সহচর বর্গের সহিত শিবিরে মদ্যপান করিয়া উন্মত্ত প্রায়

হইয়াছিলেন। থেইসের অনুরোধে সেকেন্দর দারায়ুসের রাজধানী পারসগাদী [বর্ত্তমান ইস্তাখার] নগর দগ্ধীভূত করেন। সেই অগ্নিকাণ্ডে মূল অবস্তাখানা ভস্মে পরিণত হয়। এই ঘটনার বহু শতাব্দী পরে, যখন পারস্য আবার স্বাধীন রাজ্য এবং সাসান বংশীয় অধেশর নরপতি, তখন তিনি পণ্ডিত মণ্ডলী দ্বারা অবস্তার পুনরুদ্ধার করেন। দারায়ুস হইতে অধেশরের কাল পর্য্যন্ত অবস্তা নিরাকার ছিল। দস্তুর (পুরোহিত) ও মোবেদ (অধ্যাপক) গণের মুখে মুখে শ্রুতি পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল।

রাজা অধেশর সিংহাসনারূঢ় হইয়া অবস্তার শ্রুতিগুলি গ্রন্থে পরিণত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পারসগাদী নগরে পারস্যের সমস্ত দস্তুর ও মোবেদগণকে আহ্বান করিলেন। এই নিমন্ত্রণে প্রায় চল্লিশ সহস্র পুরোহিত ও অধ্যাপক সমবেত হইয়া ছিলেন। এত অধিক সংখ্যক লোক লইয়া সভা সংগঠিত হওয়া অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় রাজা এই সমবেত পণ্ডিত মণ্ডলীকে চল্লিশ শত পণ্ডিত নির্ব্বাচিত করিতে আদেশ দিলেন। আবার এই চারি সহস্র লোককে চারি শত পণ্ডিত ও অধ্যাপক এবং নির্ব্বাচিত সেই চারি শত পণ্ডিত ও পুরোহিতকে চল্লিশ জনকে নির্ব্বাচন করিতে বলিলেন। সেই চল্লিশ জন আবার সাত জনকে নির্ব্বাচিত করিলে তাঁহারা অর্দ্ধবীরফ নামক একজন যুবা দস্তুরকে সভাপতি করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সাত জনের বহু যত্ন ও পরিশ্রমের ফল আধুনিক অবস্তা গ্রন্থ।

এখনও সেই অবস্তা গ্রন্থের নির্দ্দেশ পালিত হয়। পৃথিবীতে এখন যত ধর্ম্ম মত আছে তন্মধ্যে হিন্দু ধর্ম্ম ও অবস্তার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ব্বকালের অপর সকল ধর্ম্ম মতের লোপ হইয়াছে। এই দুইটী কেন লোপ পায় নাই চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা অনুধাবনীয়। হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় অবস্তার ধর্ম্মও সজীব। কিন্তু অবস্তার ধর্ম্ম মতাবলম্বী এখন কয়জন ? দোবাভাই ফ্রামজি করক তাঁহার "পার্শিদিগের ইতিহাস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পারস্য দেশে আট হাজার লোকের অধিক অবস্তা ধর্ম্মী বা পার্শি ছিল না। ইতিহাস বেত্তা র্যাগুজ্যাঁ বলেন যে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রায় ত্রিশ হাজারের সন্ধান পাইয়াছিলেন। আর ভারত গবর্ণমেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে সমগ্র ভারতবর্ষে এক লক্ষের অধিক পার্শি নাই। এই তারতম্যের কারণ কি ?

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট হজরত মহম্মদের জন্ম এবং ৬৩২ খৃষ্টাব্দের ৮ই জুন তাঁহার মৃত্যু। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীতে যে ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হইল তাহা মহম্মদীয় ধর্ম্মের আবির্ভাব ও বিস্তার জনিত। উহা মহাত্মা মহম্মদের স্বর্গারোহণের পরও থামে নাই ; খলিফা আবু বকরের সময় বেগটা একটু কম পড়িয়াছিল ; কিন্তু খলিফা ওমারের শাসন কালে ঝড়ের বেগ ভয়ানক বাড়িয়া গেল। সেই সময়ে পারস্যের নরপতি সাসান বংশের শেষ নৃপ তৃতীয় ইজ্দিগর্দ্দ। ইনি সৌম্যমূর্ত্তি, ন্যায়পরায়ণ, অসম সাহসী, রণ বিশারদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া-

ছেন। কিন্তু মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে, নিয়তির খেলায়, তৃতীয় ইজদিগর্দ্দ সিংহাসন হারাইলেন।

৬৩৫ খৃষ্টাব্দে “কাদিসিয়া” রণক্ষেত্রে মুসলমানদিগের সহিত পারসিকদিগের সংঘর্ষে তিন দিন অনবরত যুদ্ধ চলে; কিন্তু মুসলমানগণ উপর্য্যুপরি ধর্ষিত হইয়াও রণক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন না। চতুর্থ দিনের যুদ্ধে মধ্যাহ্নে প্রবল বাত্যা বহিল। দক্ষিণ হইতে মরুভূমির বালুকা উত্তর মুখী মুসলমানদেরও দক্ষিণ মুখী পারসিকদিগের মুখে ও চক্ষুতে বর্ষিত হইতে লাগিল। এই দৈবানুকুল্যে উত্তর মুখী মুসলমান সৈন্য সহজেই পারসিকদিগকে বিনষ্ট করিতে পারিল। কিন্তু পারস্য দেশ তখনই মুসলমানদিগের অধিকারে আসিল না। মুসলমানেরা পারস্যের সীমার বাহিরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দেড় বৎসর পরে আবার একটা তুমুল যুদ্ধ ‘নাবাহিন্দ’ রণক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল। তথায় পারসিকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন এবং পারস্যের শেষ জারসথ্রুতী রাজা তৃতীয় ইজদিগর্দ্দ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। মুসলমান এবারে পারস্য অধিকার করিলেন। কিন্তু রাজ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইল না। অজস্র শোণিতপাত চলিতে লাগিল। পারসিকগণ দলে দলে ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা অধিকতর স্বধর্ম্মপরায়ণ তাঁহারা যুদ্ধে মৃত অথবা পর্ব্বত ও অরণ্যে পলায়িত হইলেন। কতক লোক অর্ম্মজ দ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিলেন। কিন্তু মুসলমানগণ সেখান হইতেও তাঁহাদিগকে বিতাড়িত করেন।

ঔপনিবেশিকগণ নিরাশ্রয় হইয়া অর্ণব পোত যোগে ভারতবর্ষে আসিয়া 'সঞ্জাম' নামক স্থানের রায় রায়ান যদুরাও নামক রাজার নিকট তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে পারগণিত হইবার আবেদন করিল। ঐ আগন্তুকদিগের সংখ্যা কত ছিল জানা যায় নাই। রায় রায়ান ঔপনিবেশিকগণের মধ্যে জন কতক সম্ভ্রান্ত লোককে ডাকাইয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ এবং পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন ঃ—

প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ !

(১) আমাদিগের দ্বারা আপনার রাজ্যের কোন ক্ষতি হইবে না।

(২) আমরা হিন্দুস্থানে হিন্দুর মিত্র হইয়া থাকিব।

(৩) আমরা আপনাকে স্বীয় শত্রু দলনে সাহায্য করিব।

(৪) আমরা জাম্‌সেদের বংশধর।

(৫) আমরা ঈশ্বর [ইয়েজদান] কে মানি; আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি ও জল এবং গোজাতির উপর ভক্তিমান।

(৬) আমরা পারস্যবাসী, ধর্ম্মের অনুরোধে এবং বিধর্ম্মীর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দেশ, ঘর, অর্থ সম্পত্তি প্রভৃতি সমুদয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

(৭) আমাদের যজ্ঞসূত্র কটিতে থাকে। এই যজ্ঞোপবিত ৭২ খাই সুতায় মন্ত্র পূত হয়।

(৮) আমাদের নারীগণ প্রসবের পর ৪১ দিন সূতিকাগৃহে বাস করিতে বাধ্য। তখন তাহারা পুরুষের মুখ দেখিতে পায় না।

রায় রায়ান সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন যদি আগন্তুকেরা তাঁহার নিম্নলিখিত আদেশ প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের রক্ষণা-বেক্ষণের ভার গ্রহণ করিবেন ও তাঁহাদিগকে অন্যান্য প্রজার সহিত সমানাধিকার দিয়া রাজ্যে বাস করিবার অনুমতি দিবেন।

আদেশগুলি এই ঃ—

(১) নিজ ভাষা পরিত্যাগ করিয়া গুজরাটি ভাষা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) স্ত্রীলোকের বেশভূষা গুজরাটি স্ত্রীলোকদিগের বেশ-ভূষার অনুরূপ হইবে।

(৩) পুরুষেরা সচরাচর চর্ম্ম বর্ম্ম ব্যবহার করিতে পাইবে না।

(৪) বিবাহ দিবা ভাগে না হইয়া রাত্রি কালে হইবে।

আদেশ শুনিয়া মণ্ডলগণ দস্তুর [পুরোহিত] গণ ও মোবেদ [অধ্যাপক] গণের সহিত পরামর্শ করিয়া রাজাজ্ঞা যথাযথ পালনে স্বীকৃত হইলেন। সেই অবধি পারসিকগণ ভারতবর্ষে আছেন। এই ঘটনা ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে হয়। মুসলমান কর্ত্তৃক পারস্য জয়ের ৭৬ বৎসর পরে এবং এখন হইতে ১২০০ বৎসরেরও পূর্ব্বে।

ভারতে আসিয়া পারসিকগণের নাম পার্শি হইল। তাঁহারা অঙ্গীকার সর্ব্বতোভাবে পালন করিতেছেন। গুজরাটি ভাষাই এখন পার্শীদিগের ভাষা। অনেক পার্শী গ্রন্থকার গুজ-রাটি ভাষায় ভাল ভাল পুস্তক (গদ্য ও পদ্য) লিখিয়া ঐ ভাষা অলঙ্কৃত করিতেছেন। পার্শীগণ গুজরাটি ভাষায় অনেক সংবাদ

পত্র ও মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। পার্শীগণ সঙ্গীত প্রিয়; তাঁহাদের রচিত গুজরাটি গান ভারতের পশ্চিম প্রদেশে বিশেষ সমাদৃত এবং ঐ সকল গান ভারতীয় রাগ রাগিণী ও তালে গীত হয়। সাধারণ পার্শীগণ যে পহ্লবী ভাষা এক প্রকার ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে দস্তুর ও মোবেদগণ ধর্ম্মগ্রন্থ অধ্যয়ন ও অধ্যাপন করিবার জন্য পহ্লবী ভাষার অনুশীলন করিতে বাধ্য হন।

পার্শী স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষা বাহ্যিক ভাবে, গুজরাটি হিন্দু স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষার সম্পূর্ণ অনুরূপ; কেবল পার্শী নারীরা মাথার চুলের উপর একখানি সাদা রুমাল বাঁধেন; হিন্দু নারীরা তাহা করেন না। গুজরাটি হিন্দু মহিলাদের মধ্যে যাঁহারা অবস্থাপন্ন নহেন তাঁহাদের মধ্যে কার্পাস সূত্রের শাড়ী ব্যবহৃত হয়; কিন্তু পার্শী মহিলা রেশম শাড়ী ব্যতীত আর কোনরূপ শাড়ী ব্যবহার করেন না। পার্শী নারীরা অধিক অলঙ্কার পরেন না। কাণে মাকড়ী, গলায় হার ও হাতে বালা এই উহাঁদের যথেষ্ট। ঘরে কুমারী ও সধবাগণ প্রায়ই বালার পরিবর্ত্তে এক এক গাছা করিয়া সবুজ কাচের মোটা চুড়ি পরেন; বিধবার হাতে উহা থাকে না। পুরুষদিগের পক্ষে বলা যায়, তাঁহাদেরও বেশ গুজরাটি হিন্দুদিগের বেশের মত। তবে পার্শীরা কখন ধুতি পরেন না, পাজামাই তাঁহাদের পরিধেয়। পার্শীদের পাগড়ীও গুজরাটি খিড়কিদার পাগড়ী, কেবল পাগড়ীর পশ্চাদ্ভাগ কাটা।

বাহ্য পরিচ্ছদ গুজরাটি হিন্দু ও পার্শীদিগের প্রায়ই এক-রূপ। কিন্তু ভিতরে পার্শী নরনারী মাত্রেই একটী পাতলা মলমলের হাঁতকাটা হাটু পর্য্যন্ত ঝুলান "সাদরা" নামক পাঞ্জাবী ধরণের জামা পরিয়া থাকেন। জামার গলার কাছে একটী ছোট বগলী থাকে, এই বগলীটীর কি ব্যবহার করা হয়, পার্শীরা তাহা কাহাকেও বলেন না। পার্শীদিগের বিশ্বাস যে সদরা পরিহিত নর নারীর উপর আহ্মমানের প্রকোপ খাটে না। সদরা ব্যতীত পার্শী নর নারীগণ এক প্রকার উপবাত কোমরে ধারণ করেন; ইহার নাম কুস্তি। ইহা বাহাত্তর খাই উর্ণা-সূত্রে গ্রথিত।

পার্শীরা প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা করিবার সময় [ ইহাঁদের মধ্যাহ্ন সন্ধ্যানাই ], কুস্তির গ্রন্থি খুলিয়া কুস্তি ধরিয়া যজ্ঞগ্রন্থের মন্ত্র পাঠ করেন। মনুর মতে বৈশ্যেরা উর্ণা পবিতার অধিকারী। পার্শীরা উর্ণা যজ্ঞ-সূত্রও ধারণ করেন এবং কৃষি ও বাণিজ্য উপজীবী। তবে কি পার্শীরা মনূক্ত বৈশ্য? দস্তুর ও মোবেদ রঙ্গীন বেশ পরেন না; তাঁহাদের পরিচ্ছদ অমল ধবল শ্বেত হওয়া আবশ্যক। পার্শীরা বাড়ীর বাহিরে পাগড়ী পরেন ও ঘরে একটি ছোট টুপী মাথায় দেন। পাগড়ী খুলিবার সময় মাথায় হাত চাপা দিয়া তবে পাগড়ী খুলিতে হয়—কারণ পার্শী-দিগের খালি মাথায় থাকিতে নাই। কিন্তু আজি কালি যাঁহারা ইউরোপীয় সজ্জা ধারণ করেন, তাঁহারা এ নিয়ম গ্রাহ্য করেন না।

পার্শীগণ ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আইসেন। অল্প দিনের মধ্যে পরিশ্রম সত্যপালন প্রভৃতি গুণ দ্বারা তাঁহারা এদেশে সমৃদ্ধিশালী ও গণ্যমান্য হইয়া উঠিলেন। লোক তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে লাগিল। কৃষি ও বাণিজ্য বিস্তার করিয়া তাঁহারা রাজার প্রিয়পাত্র হইলেন। এইরূপে বহু শতাব্দী গত হইলে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহমেদাবাদের নবাব সাহ মহম্মদ বেগোদার সেনাপতি আলিক খাঁ মুসলমানরাজ্য বিস্তার করিবার মানসে সঞ্জাম আক্রমণ করেন। হিন্দুর সহিত মুসলমানের যুদ্ধ হইল তাহাতে হিন্দু পক্ষে পার্শীরা যোগদান করিলেন। পার্শীদের সেনাপতি অধেশর ১৪০০ পার্শী সেনা লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। যুদ্ধ কিছু দিন ধরিয়া চলিয়াছিল। অবশেষে মুসলমানের জয় হইল। পার্শী সেনাপতি অধেশর রণক্ষেত্রে দেহপাত করেন। হিন্দু ও পার্শীগণ সঞ্জাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মুসলমানেরা পার্শী মন্দিরের পবিত্র অগ্নিশিখা [ব্রহাম]* নিবাইয়া দিল। রাজ্য মুসলমানের হইল। পার্শীগণ পশ্চিম ভারতের সমুদ্রকূল স্থিত নানা স্থানে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অনেক পার্শী আসিয়া সুরাট এবং মুম্বই [মুম্বা দেবীর নাম হইতে অপভ্রংশে মুম্বাই] নগরে বাস করেন ও বাণিজ্য দ্বারা ধনশালী হয়েন।

যখন পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ইংরাজেরা মুম্বেই নগরের

*পহ্লবী ব্রহাম শব্দ কি সংস্কৃত ব্রহ্ম শব্দের রূপান্তর নহে ?

অধিকার প্রাপ্ত হন, তখন দোরাবজি নানা ভাই নামক এক জন পার্শী সেখানে দোভাষীর কর্ম্ম করিতেন। এখন মুম্বেই নগরে যত পার্শী এত অধিক পার্শী ভারতের আর কোথাও নাই। খ্রীষ্টিয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে মালাবার পাহাড়ে ইহাদের প্রথম 'দাখমা' প্রস্তুত হয়।

জারসথ্রুতের মতে মানবের প্রাণ, অগ্নি, ভূমি, জল ও বায়ু সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র এবং মৃতদেহ অপেক্ষা অপবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। কাজেই সমস্যা উঠিল যে পার্শীর মৃতদেহের সৎকার কিরূপে হইবে? দাহ করিলে অগ্নি কলুষিত হইবে, প্রোথিত করিলে ভূমি কলুষিত হইবে, জলে ফেলিয়া দিলে জলের পবিত্রতা নষ্ট হইবে। তাহাতেই পার্শীরা মৃতদেহ সৎকারের এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। লোকালয় হইতে বহুদূরে অরণ্য মধ্যে অথবা পর্ব্বতোপরি তাঁহারা একটা স্থান পরিষ্কৃত করিয়া তথায় মৃত দেহ রাখিয়া আইসেন। তথায় শবাহারী পক্ষিগণ [শকুনি, গৃধিনী, হাড়গিলা] গিয়া শবদেহ খাইয়া ফেলে। ইহাতে অগ্নি, ভূমি, জল ও বায়ুর পবিত্রতা নষ্ট হয় না। কিন্তু সকল স্থানে অরণ্য ও পর্ব্বত নাই। এইজন্য তাঁহারা দাখমা নির্ম্মাণ করেন। সমতল ভূমি হইতে ১৫—১৬ হাত উচ্চ গোলাকার একটী প্রকাণ্ড ঢিপি প্রস্তুত করিয়া তাহার উপরিভাগ সমতল এবং পাকা মেঝের ন্যায় করা হয়। ঐ গোলাকার ভূমির পরিধি প্রায় ২০০ হাত। তাহাতে তিন থাক পাথরের সিঁড়ি বসান।

বাহিরের থাকে পুরুষের, মাঝের থাকে স্ত্রীলোকের ও ভিতরের থাকে বালক বালিকাদিগের শবের জন্য! ঠিক মধ্যস্থলে একটা কূপের মত গভীর গর্ত্ত। তাহাকে 'ভাণ্ডারা' কহে। তাহাতে শবদেহের অস্থি আসিয়া পতিত হয়। ইংরাজীতে দাখমার নাম "টাউয়ার অফ সাইলেন্স"। মৃত্যুর প্রায় ৬।৭ ঘণ্টা পরে পার্শী শব স্বজাতির স্কন্ধে দাখমায় আনীত হয়। শবের সঙ্গে জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়, বন্ধু, দস্তুর ও মোবেদগণ মসাল জ্বালিয়া আসিয়া এক খানা পিঁড়ির উপর শবদেহ শুভ্র চাদর ঢাকা দিয়া চলিয়া যান। শবাহারী পক্ষিরা আসিয়া শবটা আহার করে, শৃগাল কুকুর প্রভৃতি মাংসাহারী পশু যাহাতে দাখমায় না ঢুকিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আছে। পার্শীদিগের অশৌচ ৪১ দিন, এই সময় তাঁহারা শুভ্র বেশ ধারণ করিতে বাধ্য। দাখমায় একাধিক চৌকিদার থাকে এবং একটা দীপ শিখা সদর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত থাকে। পার্শীরা পরকালে বিশ্বাসী। জারসথ্রুতের মতে প্রেতাত্মাকে একটা সেতুর উপর দিয়া যাইতে হয়। পুণ্যাত্মারা হরমসের কৃপায় সেতু পার হইয়া সত্য লোকে চলিয়া যায় ও পাপাত্মাগণ সেতু হইতে পড়িয়া গিয়া আহ্রমানের রাজ্যে আইসে।

পার্শীদিগের বিবাহ অনেকটা হিন্দুদিগের মত। বর বরযাত্রী লইয়া কন্যার বাড়ী আসিয়া বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইয়া কন্যাকে নিজ গৃহে লইয়া যায়। বিবাহের দিন বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রী উভয় পক্ষ কন্যা কর্ত্তার ব্যয়ে ভূরি ভোজনে তৃপ্ত হয়। মুম্বেই

নগরে এ প্রথার কিছু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। বিবাহের জন্য পার্শীরা অনেকগুলি প্রাসাদোপম বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই বাড়ীগুলি সর্ব্বদাই সুসজ্জিত থাকে। বরপক্ষ ও কন্যা-পক্ষ এই সকল বাড়ী ভাড়া লইয়া বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করেন। পূর্ব্বে বিবাহ ব্যাপারে বর ও কন্যার কোন মতামত থাকিত না। বরের অভিভাবক কন্যা নির্ব্বাচিত করিতেন এবং কন্যার অভিভাবক বর মনোনীত করিতেন। এখন এ প্রথা এক প্রকার উঠিয়া যাইতেছে কারণ বাল্য বিবাহ পার্শীদিগের মধ্যে এক্ষণে রহিত হইয়া গিয়াছে বলা যায়। এখন প্রায়ই বর কন্যা পরস্পরকে মনোনীত করিয়া অভিভাবকদিগের অনুমিত গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ করে। প্রবীন পার্শীরা বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র পাত্রীর মেশামেশির বড় বিরোধী। নব্য সম্প্রদায় কিন্তু নিজদের মতই চালান ; পরে আপনারা বৃদ্ধ হইলে পুরাতন প্রথার পক্ষেও কথা কহেন ! পার্শীদের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ; কিন্তু সম্ভ্রান্ত ঘরের বিধবারা কৈশোরাবস্থা পার হইলে আর বিবাহ করিতে চাহেন না। পার্শী দম্পতির বিবাহ বন্ধন ছেদন উহঁাদের শাস্ত্রানুমোদিত ; কিন্তু ফারখৎ হইতে প্রায়ই দেখা যায় না। পার্শীদের মধ্যে খুব নিকট সম্বন্ধীর সহিত বিবাহ হয়। এমন কি ভ্রাতা ও ভগিনীর বিবাহও আপত্তি জনক নহে !! কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে এরূপ বিবাহ হইতে দেখা যায় না। পর্শীদের সংখ্যা এত কম যে নিকট সম্বন্ধীর সহিত বিবাহ না করিলে অনেক সময়ে পাত্র পাত্রী পাওয়া

দুর্ঘট হইয়া উঠে। পার্শীরা জাত্যন্তরে বিবাহ করেন না। তবে শুনিয়াছি দুই একজন পার্শী নাকি বিলাতে গিয়া মেম বিবাহ করিয়াছেন। পূর্ব্বে বিবাহের পর পার্শী যুবক (এক্ষণে কোন কোন ইংরাজের অনুকরণে) আর পিতার গৃহে একান্নবর্ত্তী হইয়া বাস করেন না।

ইংরাজী শিক্ষিত পার্শীরাও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। রাশি দেখিয়া জাতকের নামের আদ্যক্ষর গৃহীত হয়। দূর যাত্রা কালে, বিবাহের সময়, ঋণদান, ঋণগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে ফলিত জ্যোতিষের মতে দিন ও ক্ষণ নির্দ্ধারিত হয়। মোবেদগণ এই সকল দিন ও ক্ষণ দেখিয়া দেন। ধনবান ব্যক্তিরা এই সকল কার্য্যে হিন্দু আচার্য্যগণেরও ব্যবস্থা লয়েন। পার্শি সাধারণের জন্য নব বৎসরের প্রথম দিন বা নওরোজা একমাত্র পার্ব্বণ। অপর পার্ব্বণ গুলি কেবল মাত্র মোবেদ দস্তুরদিগের প্রতি-পাল্য। পার্শিদিগের বৎসর সৌর; উহাদের নববর্ষ আমাদের আশ্বিন মাসে আরম্ভ হয়। তবে চান্দ্র কাল তিথি অবজ্ঞাত নহে। পারস্যের শেষ জারসথ্রুতি রাজা সাসান বংশীয় তৃতীয় ইজদগার্দ্দ নরপতির জন্ম দিন হইতে ঐ নববর্ষের গণনা। এই দিনে পার্শিরা নব বস্ত্র পরিধান করেন, বালক বালিকা-দিগকে নূতন বেশ ভূষায় সজ্জিত করেন; আত্মীয়, কুটুম্ব, জ্ঞাতি, বন্ধুবর্গকে উপঢৌকন পাঠান; বিগত বর্ষের সকল বিবাদ কলহ মিটাইয়া নূতন সখ্য স্থাপনে প্রয়াসী হন। এই দিনে ধনবান দিগের গৃহে ভূরি ভোজনের ব্যবস্থা। পার্শীদের ধর্ম্মে ভূরি

ভোজন আছে, কিন্তু উপবাস নাই ; উপবাস পাপ বলিয়া পরিগণিত। অতি ভোজন রোগমূলক বলিয়া তাহাও পাপ বলিয়া গণ্য হয়। পার্শীদের ধর্ম্মে বলে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা শুদ্ধ ও সবল রাখিতে হইবে ; ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। যাঁহারা পার্শীদিগের সংশ্রবে আসিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন যে, তাঁহারা এই জাতীয় নর নারীর দেহ বা পরিচ্ছদ কখনও অপরিষ্কৃত দেখেন নাই। ধনী বা নির্দ্ধন সকলেই সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। দেহ সবল রাখিবার জন্য পার্শীরা বেশ যত্নশীল। ব্যায়াম, কুস্তি, ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা, জিম্‌নাষ্টিক প্রভৃতি ব্যাপারে পার্শী বালকগণের প্রভূত উদ্যম, লক্ষিত হয়। মনকে শুদ্ধ ও সবল রাখিতে পার্শীগণের বিশেষ চেষ্টা। ইঁহারা সাধারণতঃ সত্যপ্রিয়, ব্যবসায়ে কপটাচারী নহেন বলিয়া ইঁহাদের যশঃ আছে। পার্শীদের বালক বালিকারা সকলেই লেখাপড়া শিখে, তবে বালিকারা বিশেষ উচ্চশিক্ষা পায় না। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত পার্শী ছাত্রের সংখ্যা বহুল। পার্শী বালকেরা সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে বেশ কৃতিত্ব দেখান, কিন্তু গণিতে যেন একটু পশ্চাৎ পদ। গণিতে বোধ হয় হিন্দু ছাত্রগণই বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। ভাষা শিক্ষায় পার্শীগণ বেশ পটু। উপজীবিকার সুবিধা জন্য পার্শীদিগকে নানা জাতির সংসর্গে আসিতে হয় ও তজ্জন্য ইহারা নানা ভাষা শিক্ষা করিবার যে সুযোগ পাইয়া থাকেন তাহা উপেক্ষিত হয়

না। পার্শী মহাজনের মধ্যে কেহ কেহ গুজরাটী, মারাঠী, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা, ইংরাজী, ফরাসী ও চীনা ভাষায় বিশুদ্ধরূপে কথা কহিতে পারেন। ব্যবসা ক্ষেত্রে পার্শির কথা কখনও টলে না বলিয়া পার্শীদিগের সহিত কাজ করিতে কাহারও আশঙ্কা হয় না এবং সেই জন্য ইহারা পশ্চিম ভারতে এত প্রাধান্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ভারতের প্রায় সকল প্রধান প্রধান নগরে পার্শীদের কারবার আছে। মুম্বেই নগরের ত কথাই নাই। এখানে বড় বড় কল কারখানা, বড় বড় সওদাগরি আফিসের কর্ত্তা পার্শী মহাজন। ভারতের বাহিরে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, আসাম, চীন দেশে পার্শীদের বাণিজ্য বিস্তৃত। বিলাতেও পার্শীদের সওদাগরী আফিস আছে। পার্শীরা যে কেবল বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত তাহা নহে। মন্ত্রী সভার মন্ত্রীত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সরকারী বা সওদাগরী আফিসের কেরাণী গিরী পর্য্যন্ত পশ্চিম ভারতে এমন কোন কার্য্য নাই, যাহাতে পার্শী নাই। পার্শী চিকিৎসক, ইঞ্জিনীয়ার, উকীল, ব্যারিষ্টার, দালাল, মুৎসুদ্দি, দোকানদার অসংখ্য। রেলের ইঞ্জিন চালক, গার্ড, জাহাজের ইঞ্জিনীয়ার, এ সকল কার্য্যেও পার্শীগণ বহুল ভাবে নিযুক্ত। কুলিগিরি, মজুরী বা মিউনিসিপ্যালিটীর উঞ্ছবৃত্তিতে পার্শীগণ যোগদান করেন না। বাঙ্গালী ধনীরা প্রায়ই অলস ও বিলাসিতা পরায়ণ। কিন্তু নির্ধন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে ভয়ানক পরিশ্রমী তাহা অস্বীকার করে, কাহার সাধ্য? কিন্তু আমরা পরিশ্রম ক্ষেত্রে পরিশ্রম করিয়া যখন গৃহে ফিরিয়া আসি

তখন যেন অর্দ্ধমৃত হইয়া পড়ি। মন বিষণ্ণ বিরক্ত, কাহারও কথা ভাল লাগে না, কেহ কাছে আসিলে ক্রোধ হয়। ঘাড়ের বোঝা ফেলিয়া দিয়া একেলা চুপ করিয়া সুস্থির হইবার বাসনায় শুইয়া পড়ি। ইহাই আমাদের মধ্যে অনেকের অভ্যাস। প্রায় সকল হিন্দুরই এই অবস্থা। মুসলমানদিগেরও অবস্থা ইহারই অনুরূপ। পার্শিরা কিন্তু হাসিতে হাসিতে পরিশ্রম ক্ষেত্রে যান; হাসিতে হাসিতে পরিশ্রম করেন; যেন পরিশ্রমে কত আনন্দ। দিনের কাজ শেষ হইলে পার্শিরা অমনি বায়ু সেবনে বাহির হন। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত লোকেরা হাঁটিয়া বেড়ান; ধনীরা গাড়ী ঘোড়া চড়িয়া বায়ু সেবন করেন। বায়ু সেবন করিয়া ফিরিয়া আসিয়া গান বাজনা রঙ্গরস থিয়েটর প্রভৃতিতে যোগদান করা পার্শীদিগের নিত্য কর্ম্ম। তাহার পর লেখা পড়া শাস্ত্র চর্চ্চা এ সকলও আছে। ঋষি জারসথুস্ত্র যে পার্শিগণকে চিত্ত শুদ্ধ ও সবল রাখিতে আদেশ করিয়াছেন সে আদেশ যে পার্শীরা পালন করেন তাহা তাঁহাদের প্রফুল্ল মুখ দেখিলে বিলক্ষণ বুঝা যায়।

ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও পার্শীদিগের মুখ শুকাইয়া যায় না; যাহা হইবার তাহা হইয়াছে ভাবিয়া নবোদ্যম করিবার জন্য ব্যস্ত হন এবং নিজের পরিশ্রমে, সত্যনিষ্ঠায় এবং স্বজাতির সাহায্যে অচিরে দিন ফিরাইয়া আনিতে প্রায়ই সক্ষম হন।

পার্শীদের স্বজাতি বাৎসল্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারা জানেন যে

অভাবে স্বভাব নষ্ট। সকলেই একথা জানেন; কিন্তু আর সকল জাতি একথা জানিয়াই ক্ষান্ত; পার্শীরা তাহা নহে। পার্শীদের কেবল চেষ্টা, যেন স্বজাতির মধ্যে অভাব না থাকে; আর সেই চেষ্টা ফলবতী হইয়াছে। মুম্বেই পর্য্যটক মাত্রে এই কথার সাক্ষ্য দিবেন। হাসপাতাল পাঠশালা পাঠাগার প্রভৃতি অজস্র। একজন পার্শী অভাবে পড়িলে দশজন পার্শী আসিয়া তাঁহার অভাব মোচন করেন। পার্শী ভিক্ষুক কদাচ দৃষ্ট না। শুনিয়াছি পার্শীদিগের মধ্যে পুংশ্চলীও নাই। এমন দাতা জাতি ভারতে আর নাই। পার্শী ভিন্ন অপরাপর জাতিরও কষ্ট মোচনে ইহারা মুক্ত হস্ত। সৎকর্ম্মে সাধারণের কার্য্যে সাহায্য প্রার্থীর যাচিঞা পার্শীদিগের নিকট বিফল হয় না।

ইংরাজ এই দেশে রাজত্ব স্থাপন করিবার পর হইতে ভারতে দুইটী সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে; একটী প্রাচীন ও অপরটি নব্য। প্রাচীনেরা ভারতীয় আচার ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিতে চান; নবীনেরা ইউরোপীয় আচার ব্যবহার গ্রহণে উন্মুখ। পার্শীদিগের মধ্যেও এই দুই সম্প্রদায় দেখা যায়। পূর্ব্বে পার্শীদের বৈঠকখানাতে ফরাস পাতা থাকিত; এক্ষণে ইউরোপীয় গৃহসজ্জা। পার্শীরা ভাত, রুটি, মাছ, মাংস, প্রভৃতি ভারতীয় পদ্ধতিতে রন্ধন করিয়া ঘরের মেঝেয় আসন পাতিয়া সম্মুখে একখানি অনতিউচ্চ চৌকির উপর ধাতুনির্ম্মিত থালা, ঘটি, বাটিতে রাখিয়া পূর্ব্বে ভোজন করিতেন। চুমুক দিয়া জল খাইতেন না, আলগোছা খাইতেন। এখন আর সে সব নাই। পার্শীরা এখন ইউরোপীয় ধরণে টেবিলে

চীনা মাটির ও কাচের বাসনে আহার করেন। রান্নাও বিলাতি ধরণের। বাম হাতে গেলাস লইয়া চুমুক দিয়া জল পান করেন। স্ত্রীলোকেরা পূর্ব্বে পুরুষদিগের সহিত একত্রে ভোজন করিতেন না, এখন করেন। নর নারী উভয়েই কাঁটা চামচা ও ছুরির সাহায্যে আহার করেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের পার্শীরা স্বজাতি ভিন্ন অন্য জাতির সহিত একত্রে আহার করেন না এবং পার্শী ভিন্ন অন্য কোন জাতির হাতের রান্নাও খান না। কিন্তু মুম্বেই প্রদেশের বাহিরে অনেক প্রাচীন পার্শিও মুসলমান পাচক রাখেন; তাঁহারা বলেন "এটা দায়ে পড়িয়া করিতে হয়; বিদেশে পার্শী পাচক পাওয়া যায় না।" পূর্ব্বে বিদেশী কেহ বাটীতে আসিলে পার্শী নারীরা বৈঠকখানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেন, এখন আর তাহা নাই, পার্শিনারী এখন বিদেশী পুরুষের সহিত অবাধে মিশেন।

পার্শিদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা কখনই ছিল না, [দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদিগের মধ্যেও নাই]। পূর্ব্বে ইঁহাদের স্ত্রীলোকেরা গুজরাটী ভিন্ন আর কোন ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন না, এক্ষণে গুজরাটী, হিন্দি ও ইংরাজী ভাষায় কথা কহিতে পারেন।

নব্য সম্প্রদায়ের পার্শিরা অনেকেই গুজরাটী বেশভূষা ত্যাগ করিয়াছেন; বিলাতি কোট টুপী প্রভৃতি পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন; কোন কোন মহিলাও সাড়ী ছাড়িয়া বিলাতি ঘাগরা ও মেমেদের মত টুপি পরিতেছেন। নারীরা অনেকেই দস্তানা হাতে দেন। নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই একটু বেশী মাত্রায়

সুরা পান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ও অতিথি অভ্যাগত আসিলে সুরা দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে যান। রমণীরা শিশুকে আর নিজের স্তন্যপান করাইতে চাহেন না; দাসী রাখিয়া এই কার্য্য সারিয়া লন। নব্য সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার দেখিলে যেন মনে হয়, তাঁহারা আপনাদিগকে ভারতীয় বলিতে বা জানাইতে কুণ্ঠিত। তাঁহাদিগকে যদি কেহ ইউরোপীয় বলিয়া ভ্রম করে, তাহা হইলে তাঁহারা যেন কৃতার্থ হন! তাঁহারা অনেকে আপনা আপনিও অর্থাৎ স্বজাতির মধ্যেও গুজরাটীর পরিবর্ত্তে ইংরাজিতে চিঠিপত্র লেখেন ও কথাবার্ত্তা কহেন। কিন্তু প্রাচীন হউন বা নব্যই হউন, দুই সম্প্রদায়ই গোমাংস ভোজনে বিরত; এবং দুই সম্প্রদায়ই "নীরাং" ব্যবহার করেন। নীরাং অর্থে গোমূত্র। প্রাতঃকালে পার্শি গৃহকর্ত্রী একখানি মাটির খুরীতে গোমূত্র লইয়া বাড়ীর সকলের জিহ্বায় এক ফোঁটা করিয়া দিয়া যান। সন্ধ্যার সময় খুরীখানি গোমূত্রে ভরিয়া বাড়ীর সকলের নাকের কাছে ধরেন; সকলকে সেই ঘ্রাণ লইতে হয়।

এইবার হরমস্‌জি সাহেবের কথা বলিব। হরমস্‌জির জন্ম মুম্বেই নগরে, কিন্তু কলিকাতার সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে ইঁহার শিক্ষা হইয়াছিল। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন না; কিন্তু ইংরাজী সাহিত্য, ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হরমস্‌জি গুজরাটী ও বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপই জানিতেন। মাইকেল মধুসূদনের

সমগ্র মেঘনাদ বধ কাব্য ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মাইকেলের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ কাব্যরত্ন বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। হরমস্‌জি যখন ইংরাজিতে কথা কহিতেন, তখন বোধ হইত যেন একজন ইংরাজ কথা কহিতেছেন; আর বাঙ্গালা কথা কহিলে কাহার সাধ্য বুঝে যে তিনি বাঙ্গালী নহেন। হিন্দি ভাষায় তিনি বেশ কথা কহিতে পারিতেন, কিন্তু হিন্দি বা উর্দ্দু পড়েন নাই।

হরমস্‌জি সওদাগর ছিলেন। তাঁহার সওদাগরী শিক্ষা কলিকাতার গ্রেহেম কোম্পানীর আপিসে। গ্রেহেমের বাড়ী তিনি অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একদিনেই প্রভুর মান ও ভালবাসা ভস্মীভূত হইয়া গেল। যখন গ্রেহেম কোম্পানীর মুৎসুদ্দি ক্ষেতুবাবু পদত্যাগ করেন ও প্রাণকৃষ্ণ লাহা মুৎসুদ্দি হন, সেই সময় হরমস্‌জির একজন বাঙ্গালী সহকারী বড় সাহেবদের কাণে তুলিয়াছিল যে হরমস্‌জি সাহেব ক্ষেতু বাবুর নিকট ১০০০৲ টাকা ধার করিয়া রাখিয়াছেন। গ্রেহেমের বড় সাহেবরা বড়ই বিরক্ত হইলেন। গ্রেহেমের একজন লোক মুৎসুদ্দির কাছে ঋণী—ইহা তাঁহাদের সহিল না। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ ক্ষেতু বাবুকে হরমস্‌জির দরুণ টাকা ফিরাইয়া দিলেন ও হরমস্‌জিকে জবাব দিলেন। তখন ওয়াল্‌টর ক্রম ও সার জন ক্রফ্‌ট গ্রেহেমের বড় সাহেব। বড় সাহেবরা হরমস্‌জির কোন কথা শুনিলেন না।

এই সময়ে শেকল্‌টন নামে একজন ইংরেজ, কতকগুলি

ইংরাজি ও জর্ম্মন বীমা [ইনস্যুরান্‌স্] কোম্পানির কলিকাতার প্রতিভূ হইয়া এক আফিস খুলিলেন। হরমস্‌জি চেষ্টা করিয়া এই আফিসের প্রধান কর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। আফিসে একমাত্র ইংরাজ শেকল্‌টন সাহেব; তাহার পরই হরমস্‌জি; হরমস্‌জির নীচে একজন বাঙ্গালী—ইঁহারাই কর্ম্মকর্ত্তা। তাহার পর জন কতক বাঙ্গালী কেরাণী। তিন চারি বৎসরের মধ্যে শেকল্‌টনের কাজ খুব বাড়িয়া উঠিল ও আফিসে বেশ ধনাগম হইতে লাগিল। জর্ম্মন আফিসগুলির সহিত শেকল্‌টন সাহেবের ফরাসিতে পত্র ব্যবহার চলিত, আর হরমস্‌জিকে ঐ সকল পত্র লিখিতে হইত। এইরূপে হরমস্‌জি জর্ম্মন আফিসের কর্ত্তা-দিগের নিকট পরিচিত হইলেন, পরিচিত অর্থে জর্ম্মনেরা হরমস্‌জীর নাম ও হাতের লেখা চিনিলেন এবং উনিও জর্ম্মন বড় সাহেবদের নাম ও হাতের লেখা চিনিলেন। আফিসে হরমস্‌জির খুব প্রতিপত্তি বাড়িল; তাঁহার বেতন মাসিক ১০০০৲ টাকা ও তদ্ব্যতিরিক্ত কিছু কমিশনও রহিল।

কাজ বেশ চলিতেছে, হঠাৎ শেকল্‌টন সাহেবের মৃত্যু হইল। হরমস্‌জি কালবিলম্ব না করিয়া, প্রত্যেক ইংরাজ এবং জর্ম্মন কোম্পানিকে, শেকল্‌টন সাহেবের মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত, যাঁহার যাহা দেনা পাওনা সমস্তই লিখিয়া পাঠাইলেন। হরমস্‌জি আরও লিখিলেন যে তিনি আফিস বন্ধ না করিয়া, নিজে শেকল্‌টন কোম্পানি বলিয়া সই করিয়া কাজ চালাইবেন, কারণ আফিস একবার বন্ধ করিলে, পুনরায় কাজ পাওয়া দুষ্কর

হইবে এবং তাহাতে মূল কোম্পানি সকলের অর্থহানি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহার পর বিলাতি কোম্পানিরা যাঁহাকে শেকল্‌টন সাহেবের পরিবর্ত্তে প্রতিভূ করিবেন, তাঁহাকে কাজ সমর্পণ করিবেন; ইতিমধ্যে হরমস্‌জি নিজে দেনা পাওনার দায়ী থাকিবেন।

উত্তরে জর্ম্মন কোম্পানিরা হরমস্‌জিকেই নিজেদের প্রতিভূ মানিতে রাজি হইলেন ও নাম পরিবর্ত্তন করিয়া এইচ্‌, কাওয়াস্‌জি কোম্পানি নাম গ্রহণ করিয়া আফিস খুলিতে বলিলেন। ইংরাজ কোম্পানিরা কলিকাতার এক ইংরাজ কোম্পানিকে প্রতিভূ করিলেন।

হরমস্‌জি এইবার এইচ্‌, কাওয়াস্‌জি কোম্পানি নাম লইয়া আফিস খুলিলেন। ক্রমশঃ আফিস বেশ জমকাল হইল, বিলাতি কাপড় ও সুতার আমদানি, ভারতীয় পাটের রপ্তানি, কলিকাতায় ভারতীয় অন্যান্য প্রদেশের মালের সরবরাহ, এই সকল কাজে আফিস ফাঁপিয়া উঠিল। অনেকগুলি কর্ম্মচারী কাজ পাইল। আফিসে এত কাজ যে হরমস্‌জি এক মিনিটও অবসর পাইতেন না। এতগুলি কর্ম্মচারী লইয়া কাজ, তথাপি কেহ তাঁহাকে কখনও রাগ করিতে দেখে নাই; কেহ কখনও তাঁহাকে রূঢ় বাক্য বলিতে শুনে নাই। আফিসের লেখাপড়ার কাজ সকল ইংরাজিতে; কিন্তু হরমস্‌জি বাঙ্গালী কেরানী-দিগের সহিত সর্ব্বদাই বাঙ্গালায় কথা কহিতেন। কেরানীদের সহিত এমনই ভাব ও আচরণ, যেন তাঁহারা উহার অংশীদার।

হরমস্‌জির চারি জন অংশীদার রহিলেন, তাহার মধ্যে একজন ইংরাজ ও অপর দুইজন বাঙ্গালী। তিনজন অংশীদারই শূন্য অংশী; ধনী অংশীদার হরমস্‌জি নিজে; সুতরাং আফিসের বড় কর্ত্তা তিনিই ছিলেন। একদিন ইংরাজ অংশীদারটি হরমস্‌জিকে বলিয়াছিলেন, "আপনি বাঙ্গালী কেরানীগুলাকে বড় আদর দেন; উহাদিগকে খুব টিপিয়া রাখা উচিত; না হইলে উহারা বড়ই বাড়িয়া উঠিবে।"—হরমস্‌জি উত্তর দিলেন—"বাড়িয়া উঠাইত ভাল; যত বাড়িয়া উঠিবে, উহাদের আত্মসম্মান ততই বাড়িবে। আফিসে প্রবঞ্চনা ও ফাঁকির কাজ থাকিবে না। উপরির চেষ্টাতেই থাকিবে।"—কথাগুলা সাহেবের ভাল লাগিল না; কিন্তু নিরুত্তর রহিলেন। একবার একজন চাকরীপ্রার্থী বাঙ্গালী বাবু, ইংরাজী পোষাক পরিয়া হরমস্‌জির কাছে আসিয়াছিলেন। তাঁহার চাকরী হইল না। কথাপ্রসঙ্গে হরমস্‌জি অংশীদারদের বুঝাইয়া বলিলেন—"বাঙ্গালীর বা পার্শির ইংরাজী পোষাক পরা এক প্রকার প্রবঞ্চনা; একেই দেশী লোকে কোট হ্যাটের ভয়ে অস্থির; সেই ভয় আর বাড়াইবার আবশ্যক কি? যদি এই লোকটা প্রতিভাবলে খুব উচ্চাসন পায়, তাহা হইলে লোক বুঝিতে পারিবে না যে, ও আমাদের দেশীয় একজন! ইংরাজী পোষাকে ও ইংরাজী করিয়া নাম লেখাতে (যেমন এ, চ্যাট্টো) ঐ ব্যক্তি কখনও বাঙ্গালীর আদর্শ হইতে পারিবে না; তাহার পর বুঝিয়া দেখা উচিত যে, কে কাহার পোষাক পরা উচিত?

দেশের জলবায়ু, শৈত্য ও উষ্ণতা লইয়া মানুষের পোষাক; কোথায় ইউরোপীয়েরা ভারতে আসিয়া ভারতীয় পোষাক পরিবেন, না আমরা দেশের অনুপযোগী বিলাতী পোষাক পরিব? সেকেন্দর পারস্য জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পারস্যে আসিয়া গ্রীক বেশ ত্যাগ করিয়া পারস্যের বেশ পরিতেন।” পোষাকের এই কথা প্রসঙ্গে হরমস্‌জি আরও বলিয়াছিলেন—“দেখুন, আমাদের গোড়ায় একটা ভুল হইয়া গিয়াছে; আমরা ইউরোপীয়দিগকে মিষ্টার এস্কোয়ার ইত্যাদি বলিয়া উহাদের আস্পর্দ্ধা একটু বাড়াইয়া দিয়াছি। একজন ইংরাজ যদি ফ্রান্সে যান, ফরাসিরা উঁহাকে ‘মসিয়ে’ বলিবে, ইটালিয়ান উঁহাকে ‘সেনেয়র’ বলিবে ও জর্ম্মন উঁহাকে ‘হের’ বলিবে। বাঙ্গালী যদি প্রথমাবধি ইংরাজকে ‘বাবু’ বলিতেন তাহা হইলে দেশীয় বাবুরা এখন আর ‘মিষ্টার’ ‘এস্কোয়ার’ অভিহিত হইবার অভিলাষ করিতেন না।”

হরমস্‌জি বড়ই বাবু ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই সুসজ্জিত ঘরে বসিতেন, নিজে সুসজ্জিত থাকিতেন, ও শাদা রঙের আরবী ঘোড়া ব্যতীত অন্য ঘোড়া ব্যবহার করিতেন না; সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা তাঁহার মজ্জাগত ছিল।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন সওদাগরী আফিসে ৺পূজার সময় এক মাসের অধিক বেতন দেওয়া হইত। হরমস্‌জি তদপেক্ষাও অধিক দিতেন। এতদ্ব্যতীত দুইপ্রস্ত সাদা কাপড়ের পোষাক প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে পুরস্কার দিতেন; এই পোষাকগুলি

তাঁহার নিজের দর্জ্জি প্রত্যেকের গায়ের মাপ লইয়া প্রস্তুত করিত।

আফিসের কোন লোক পীড়িত হইলে আফিসের খরচে তাহার ডাক্তার দেখান ও সেবা শুশ্রূষা হইত। বেশী অসুখ করিলে তাঁহার পত্নী রতনবাঈর রোগীর বাড়ী গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিবার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে হরমস্‌জি নিজেও রোগী দেখিতে যাইতেন। হরমস্‌জির সমস্ত আফিসটা যেন তাঁহার নিজের সংসার ভুক্ত।

নন্দবাবু আফিসের কোষাধ্যক্ষ (কেশিয়ার) ছিলেন। তিনি একদিন দশটার সময়ে আফিসে আসিয়া হরমস্‌জির পা জড়াইয়া ধরিয়া কান্না জুড়িয়া দিলেন ও বলিলেন তিনি যে ঘোড়দৌড়ের বাজিতে হারিয়া আফিসের ১০০০৲ টাকা তছরূপ করিয়াছেন, সে টাকা শোধ করিবার তাঁহার উপায় নাই।

হরমস্‌জি শুনিয়া বিষণ্ণ ও স্তম্ভিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে বলিলেন—"যাও নন্দ, তুমি তোমার চৌকিতে বসিয়া নিজের কাজ কর, কাল তোমার বিচার হইবে।"

সেই দিন বৈকালে চারিজন অংশীদার বসিয়া নন্দবাবুর কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনজনই বলিলেন যে, যেন তেন প্রকারেণ নন্দর কাছে টাকা আদায় করিয়া, উহাকে আফিস হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হউক। পরে প্রমাণ হইল যে নন্দবাবু একান্ত নির্ধন ব্যক্তি এবং উঁহার জন্য জামিনের টাকা লওয়া হয় নাই। তখন তিনজনে এক

বাক্যে বলিলেন—"পুলিসে দেওয়াই সঙ্গত।" হরমস্‌জি বলিলেন, "নন্দবাবু আজি ছয়বৎসর ধরিয়া অতি সুচারুরূপে কাজ করিয়াছে, একবার উঁহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। ভদ্রলোকের ছেলে, একবার জেলে গেলে চিরকালের জন্যই গেল, এবং জেল হইতে ফিরিয়া সে সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি কোন কার্য্যে জেল ফেরত লোক পশ্চাদ্‌পদ হয় না। আর কেনই বা নন্দকে জেলে পাঠাইবার উদ্যোগী হইব? আমার ছেলে যদি এই কাজ করিত, আমি কি তাহাকে জেলে দিতাম? আমার প্রস্তাব এই যে নন্দ যেমন কাজ করিতেছে তেমনই করুক; ভবিষ্যতের জন্য আমি উহার জামিন রহিলাম। উহার বেতন কুড়ি টাকা বাড়াইয়া দিলে, উহার পূর্ব্বকার্য্যের পুরস্ক করা হইবে; কারণ এতাবৎ নন্দ খুব ভাল করিয়াই কাজ করিয়াছে, আর এই কুড়িটাকা মাসে মাসে কাটিয়া লইয়া উহার স্ত্রী পুত্রকে কষ্ট না দিয়া সহজেই তছরূপের টাকা শোধ করা যাইবে। তাহার পর বিশেষ ভাবিয়া দেখিতে হইবে, নন্দ কেন এ অপরাধে অপরাধী হইল? সে ঘোড়দৌড়ের বাজির খেলায় টাকা খোয়াইয়াছে। কেন সে ঘোড়দৌড়ের বাজির খেলা খেলিতে গেল? আমার দৃষ্টান্তে। আমি ঘোড়দৌড়ের খেলা খেলি, নন্দ আমাকে দেখিয়াই এই কাজ করিতে শিখিয়াছে। আমি এক্ষেত্রে অনেকটা দোষী। সুতরাং তছরূপের ১০০০৲ টাকার ৫০০৲ টাকা আমিই দিব এবং এই দণ্ডে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আর কখন ঘোড়দৌড়ের বা অন্য কিছুর জুয়া

খেলিব না।” অংশীদারেরা আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না; হরমস্জির কথামত কার্য্য হইল।

বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাহারও সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইলে হরম্সজী বড় উদ্বিগ্ন হইতেন। দিনের মধ্যে অনেকবার রোগীর বাড়ী ও তাঁহার বাড়ীর মধ্যে লোক ছুটাছুটি করিত। তিনিও তাঁহার স্ত্রী কখন কখনও ব্যগ্রতা বশতঃ দুই তিনবার যাতায়াত করিতেন। অর্থে সামর্থ্যে যতদূর আনুকূল্য সম্ভব, তাহা হরমস্জি করিতেন। যতক্ষণ রোগী শয্যাগত, হরমস্জি বিষণ্ণ ও অন্যমনস্ক থাকিতেন। কিন্তু যদি রোগী মরিয়া যাইতেন, অমনি কি জানি তাঁহার কিরূপ মনের গঠন ছিল, সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাব তাঁহার মুখে লক্ষিত হইত।

হরমস্জি ভিক্ষোপজীবিকে কিছুতেই একমুঠা চাউল বা একটা পয়সা দিতেন না। অথচ কেহ দায়ে পড়িলে, তিনি দায়গ্রস্তকে যথাসম্ভব সাহায্য করিতেন। তিনি বলিতেন যে ভিক্ষোপজীবি দেশের শত্রু। যাহারা পরিশ্রম করিয়া আপনার অন্নসংস্থান না করিয়া পরের অন্নে উদর পূরন করিতে চাহে, তাহারা নিমন্ত্রণ করিয়া দেশে দারিদ্র্যকে ডাকিয়া আনে। পরিশ্রমী লোক কখন কখন দায়ে পড়িয়া যায়, তখন সকলের কর্ত্তব্য যে তাহার দায় উদ্ধার করিয়া তাহাকে পুনরায় পরিশ্রমের পথে অগ্রসর করিয়া দেওয়া। আতুর অক্ষমের কথা তুলিলে বলিতেন, যে এ হিন্দুর দেশে এত দেবমন্দির, এখানে আতুর অক্ষমের অন্নের ভাবনা কি? উহারা কালীঘাট যাউক;

কতলোক নিত্য দেবতাকে ভোগ দিতে আইসে, সেই ভোগটা কেন আতুর অক্ষমকে দেওয়া হয় না? আগে নিশ্চয়ই এরূপ ব্যবস্থা ছিল, তাহা না হইলে এ কথা কোথা হইতে আসিল, যে "ধর্ম্মের দ্বারে কুঠির অভাব হয় না"। আতুর অক্ষম যদি এত অধিক হয়, যে ভোগের প্রসাদ তাহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হয় না, তাহা হইলে উহাদিগকে পালন পরিবার ভার সরকার বাহাদুরের। রাজা কি কেবল শাসন করিবেন ও কর আদায় করিবেন, পালন করিবেন না? শাসন ও পালন উভয়ই চাই।

হরমস্‌জিকে প্রার্থনা করিলে, প্রার্থীকে কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। একদিনকার কথা বলি। এক ব্রাহ্মণ সন্তান আসিয়া হরমস্‌জির নিকট হাওড়া হইতে কাশী যাইবার রেলভাড়া চাহিল। তিনি প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, যে বালকটীর বয়স পনর বৎসর; তাহার কেহ অভিভাবক নাই। অথচ সে বেদ বেদান্ত পড়িতে কৃত সংকল্প। কাশীতে না গেলে এই সকল শিক্ষার উপযুক্ত স্থান বাঙ্গলাদেশে নাই। হরমস্‌জি বালককে বসাইয়া, নিজের পণ্ডিত মহাশয়কে ডাকাইয়া, বালককে কতকটা পরীক্ষা করাইয়া লইয়া বুঝিলেন যে, বালকটী বেশ মেধাবী ও সংস্কৃতও বেশ জানে। হরমস্‌জি খুব খুসী হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে অনেক ভাবনা আসিয়া জুটিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ত কাশী যাইবে, আমি যেন রেল খরচ দিলাম। সেখানে তোমার ভরণপোষণ হইবে কিসে?" বালক বলিল, "কাশী গেলেই সব উপায় হইবে। সেখানে

অনেক অন্নসত্র। বিদ্যার্থীরা অন্নসত্রে খাইতে পায়, গুরুগৃহে থাকিতে পায়।”

হরমস্‌জি মহা আনন্দিত হইলেন, বলিলেন এই ত বাঁধাবাঁধি (সুবন্দোবস্তের) দান (অরগানাইজড্‌ চ্যারিটি)! তবে যে মুম্বেইএর পার্শিরা ও ইউরোপীয়েরা বলে, যে হিন্দুদের সুবন্দোবস্তের দান ছিল না; এখন উহাদের যে সকল বাঁধা-বাঁধির দান দেখা যায়, তাহা ইংরেজ ও পার্শিদের অনুকরণের ফল! এ কথাটা দেখিতেছি নিরবচ্ছিন্ন কুৎসা!” হরমস্‌জি ব্রাহ্মণ বালককে পাথেয়, কয়েকখানি বস্ত্র ও কতকগুলি সংস্কৃত পুস্তক কিনিয়া দিয়া বিদায় দিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তুমি বেদ বেদান্ত শিখিয়া কি করিবে?”

বালক বলিল—“আমি দেশে আসিয়া, নিজ গ্রামে চতুষ্পাঠী করিব।”

হরমস্‌জি বলিলেন,—“খুব সাধু সঙ্কল্প! জগদীশ্বর তোমাকে দীর্ঘায়ু করুন ও তোমার বাঞ্ছা সফল হউক।”

বাঙ্গালী হিন্দুর বাড়ী পুত্রকন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ হইলে হরমস্‌জি বিবাহ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন এবং বরকন্যাকে বিস্তর উপহার প্রদান করিতেন। একবার কোন কন্যাকর্ত্তার অনুযোগে উত্তর দিয়াছিলেন:—“আমি না হয় বাঙ্গালী বা হিন্দু নহি, তথাপি আমি কি ভারতীয় সমাজের কেহই নহি? একঘর গৃহস্থ স্থাপন করা হইতেছে, গৃহস্থালী প্রথম সাজাইয়া দিবার ভার কি সমস্ত সমাজেরই নহে? আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব

সকলেরই যে কিছু কিছু উপঢৌকন দিবার সামাজিক ব্যবস্থা রহিয়াছে তাহার মূল তো ইহাই! যাহার যেমন সাধ্য, তাহাকে সেইরূপ করিতেই হইবে।”

কন্যাকর্ত্তা চুপ করিয়া রহিলেন। তিনি উপঢৌকনের এরূপ ব্যাখ্যা পূর্ব্বে শুনেন নাই। এখন নিমন্ত্রণ পত্রে একান্তই অসামাজিকভাবে লেখার রীতি প্রচলিত হইতেছে “উপহার গ্রহণে অক্ষম।”

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন কলিকাতার ধর্ম্মতলার মোড়ে পার্শি থিয়েটার ছিল। হরমস্‌জির একজন পার্শি বন্ধু নসরবান্‌জি একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার দুইজন বাঙ্গালী বন্ধুকে থিয়েটারে লইয়া গেলেন। সে দিন “ইন্দ্রসভা”র অভিনয় হইতেছিল; রস্তম নামক একটি বালক মেনকা সাজিয়া গাইয়া ও নাচিয়া শ্রোতৃবর্গকে মাতাইয়া তুলিয়াছিল। বালক হইয়া নারী সাজিয়া এত কৃতিত্ব দেখান, বাস্তবিকই কঠিন। নসরবান্‌জি রস্তমের এত অধিক প্রশংসা করিলেন, যে একজন বাঙ্গালী তখনই তৎপরদিন সন্ধ্যার সময় ৺কবিরাজ রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের মেছুয়াবাজার রাস্তার বীণা থিয়েটরে সকলকে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় বাঙ্গালী বালক যে নারী সাজিয়া রস্তমের অধিক কৃতিত্ব দেখায়, তাহাই প্রতিপন্ন করেন। পরদিন সন্ধ্যার সময় হরমস্‌জি স্বদলবলে বীণা থিয়েটারে গেলেন। হরমস্‌জি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে বাঙ্গালী বালক শ্রেষ্ঠ। এই সময়ে

হরমস্‌জির থিয়েটর দেখার উপর একটু ঝোঁক চাপিয়া গেল। দিন কতক থিয়েটার দেখা চলিতে লাগিল। বীডন ষ্ট্রীটের থিয়েটারগুলি পার্শি থিয়েটার অপেক্ষা অধিকতর স্বাভাবিক ও উৎকৃষ্ট সে বিষয়ে ইঁহাদের সন্দেহ রহিল না। এমন সময়ে বড় বাজারে সুতাপটীর বারওয়ারি আরম্ভ হইল। হরমস্‌জি বন্ধুবর্গ লইয়া মতিরায়ের এবং তৎপরদিন ব্রজরায়ের যাত্রা শুনিলেন। তিনি বলিলেন, থিয়েটার অনেকটা স্বাভাবিক ; যাত্রাটা ভারি অস্বাভাবিক ; কিন্তু হইলে কি হয়, যাত্রায় মন মোহিত হয় বেশী। যাত্রার নাচ, থিয়েটরের নাচ অপেক্ষা অনেক ভাল, এবং গানের সুর বড় জমাট। এই ঘটনার ৫।৭ দিন পরে হরমস্‌জির কোন বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়ী, কলিকাতার একটা বিখ্যাত সখের দলের যাত্রা হয়। তখন নাচ গানের ঝোঁক চাপিয়াছে, হরমস্‌জি ও তাঁহার বন্ধুবর্গ যাত্রা দেখিয়া আসিলেন। যাত্রা খুব জঁাকাল হইয়াছিল।

এই যাত্রা দেখিয়া হরমস্‌জির মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তিনি বলিলেন, তিনি আর এ সকল আমোদে যোগ দিবেন না। বৈঠকী গান শুনিতে তিনি খুব রাজী ; কিন্তু যাত্রা থিয়েটার আর নহে, বিশেষতঃ সখের যাত্রা ত কিছুতেই নহে। পেসাদারী যাত্রা ত বুঝিতে পারা যায়, যে জনকতক এই উপায়ে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে ; আর সখের যাত্রা ? সখের যাত্রায় জনকতক ভদ্রলোকের ছেলে, যাহাদের পয়সা উপার্জ্জন করিবার কোন আবশ্যক নাই, কিন্তু ব্যয় করিবার

চেষ্টা আছে, তাহারা গিয়া পেসাদারদিগের ক্ষেত্রে অধিকার করিয়া, তাহাদের অন্নসংস্থানের উপায় নষ্ট করিয়া দেয়। ভদ্রলোকের ছোট ছোট ছেলেরা যদি আপনার পিতামহের সমবয়স্ক লোকের সহিত এত আমোদ উপভোগ করিতে শিখে, তাহা হইলে তাহাদের পরকালের দফা যে একেবারে ঝরঝরে হইয়া যায়। ছেলেদের গুরুলঘু যোগ্যাযোগ্য, হিতাহিত জ্ঞান একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। এই সকল বালক ত নৃত্যগীত ব্যবসায়ী হইবেনা। যে পাড়ায় একটা সখের যাত্রার দল বসে, সে পাড়ার অর্দ্ধেক ছেলের লেখা পড়া হয় না। তাহার পর বুঝিতে পারা যায় না, যে বেটাছেলে মেয়ে সাজিবে কেন? এরূপ সাজিলে ক্ষতি আছে। দেশের যা অবস্থা, তাহাতে আমরা পুরুষের পৌরষ দেখিতে অভিলাষী। একে ত পরাধীন; অন্নহীন ভারতে প্রায় সকল পুরুষই নারীভাবাপন্ন তাহার উপর নারী সাজিয়া অভিনয় করিতে করিতে কি বালক-গুলি অনেকটা নারীভাবাপন্নই হয় না? আর তাহাই কি বাঞ্ছনীয়? যাত্রার মণ্ডলেরা আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, বখাটে ছেলেগুলাকে যাত্রার আখাড়ায় আট্‌কাইয়া রাখিলে তাহারা কুসংসর্গ পায় না; অস্থানে কুস্থানে যাইতে অবসর পায় না। তাহার পরই ধরা দিলেন যে, লোভ দেখাইয়া স্কুলের ছেলে যোগার করা হয়! সখের যাত্রায় ধিক্!

হরমস্‌জি ইংরাজের বড় পক্ষপাতী ছিলেন। ইনি ইংরাজী সাহিত্যে নানা গুণ দেখিতেন। নির্ভিকভাবে আপনার মনের

ভাব প্রকাশে ইংরাজ বেশ তৎপর, উহার সাহিত্য পড়িলে লোকের মনে বল আইসে। বিজ্ঞান চর্চ্চার ইংরাজ খুব অমিত-কর্ম্মা। ইংরাজ বড় উদ্যমশীল। এমন স্বজাতি প্রেম, আর কোন জাতির আছে কি? এত গুণ দেখিয়াও তিনি ইংরাজের স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা নির্দ্দয় শোষণপ্রিয়তা প্রভৃতি দোষ হইতে ভারতবাসীকে সাবধান হইতে উপদেশ দিতেন। হরমস্‌জি বলিতেন, ইংরাজেরদাম্ভিকতার জনক আমরা। আমরা ইংরা-জকে একটু বেশী মাত্রায় খাতির করিয়া, তাহাদের ও আমাদের নিজের মাথাটা অনেকটা খাইয়াছি। একটা দেশ আর একটা দেশের অধীন হইলেই, অপহারক রাজ্যের সকল লোকই হৃত রাজ্যের সকলেরই "সম্মানের পাত্র" হইবেন, ইহার অর্থ নাই। একজন ইংরাজ আর একজন ইংরাজকে যতটুকু মান্য করেন, যতটুকু ভদ্রতা ও ভব্যতা দেখান, আমরা যদি প্রথমাবধি তাহার অধিক না করিতাম, তাহা হইলে ভারতীয় ইংরাজ আজি এই "দর্পনারায়ণ মূর্ত্তি" ধারণ করিতেন না, এবং হাটে বাজারে তাঁহা-"প্রেষ্টিজের" ( গৌরব রক্ষার ) জন্য এত বাহানা শুনিতে হইত না।

হরমস্‌জি সুরেন্দ্র বাবুর ( সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ) বক্তৃতা শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, বলিতেন—সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা যেন ধ্রুপদ গানের মত; সুরেন্দ্র বাবুর ইংরাজী ভাষা-জ্ঞান যেন বর্ক, মেকলের মত; আওয়াজ মেঘগর্জ্জন। তাহার পর, তাঁহার সাহসিকতা অতুল্য। বক্তৃতায় সুরেন্দ্র বাবুর যে সকল

কথা তুলেন, এ দেশের রাজপুরুষগণের মধ্যে সেইগুলির অসারত্ব প্রমাণ করিতে পারে, এমন একজনও নাই ; কিন্তু এ কাপড় ধোপে টিকিবে না। উনি মাদ্রাজ, মুম্বেই, পঞ্জাব, পশ্চিমাঞ্চলে ইংরাজীতে বক্তৃতা করেন, বেশ কথা ; কিন্তু বাঙ্গলা দেশে বাঙ্গলায় না বলিয়া ইংরাজীতে কেন ? ইহার ভিতর কি ইংরাজের নিকট প্রশংসা পাইবার একটা গুপ্ত অভিপ্রায় নাই ? হিন্দিতে বক্তৃতা করিতে পারিলে, উত্তর-ভারতে সাধারণ প্রজার চক্ষু ফুটিত ; কিন্তু সাধারণ প্রজার সহিত সুরেন্দ্র বাবুর সম্বন্ধ বড়ই কম। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতবাসী তাঁহার বক্তৃতা শুনে, বক্তৃতা শুনিয়া ভাষার প্রশংসা করে ; কিন্তু ভাবের কথা ভুলিয়া যায়। শ্রোতৃবর্গ ইংরাজী ভাষার আলোচনায় মন ঢালিয়া দেয়, আপনার নিজের ভাষার দৈন্য দেখিয়া, তাহাকে ঘৃণা করিতে শিখে ; ইংরাজীর ভাষার ওজ গুণ খুব বেশী বটে, কিন্তু প্রতিভা থাকিলে বাঙ্গালা ভাষার ওজগুণ দেখান যায়। মাইকেল মধুসূদন কি করিয়াছিলেন ? তাহা কি অনুকরণীয় নহে ? "মাতৃকোষে রতনের রাজি"। এ সাজাইয়া দিয়া মাইকেল অমর হইয়াছেন, এ সৌভাগ্য কি সুরেন্দ্র বাবুর আছে ?

# সি ডব্লু বোল্টন

আরাবিয়া হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর লইয়া ফিরিয়াছিলাম তাহার জন্য আমাকে এক বৎসর ছুটিতে থাকিতে হয়। ১৮৮৬ জানুয়ারী মাসে ঐ ছুটী শেষে গয়ায় প্রেরিত হইলাম। তথায় তখন সি ডব্‌লু বোলটন কলেক্টর ছিলেন। অপর কোন ইউরোপীয় সিবিলিয়ানের ওরূপ কাল চুল আমি দেখি নাই। প্রথম দেখা হইতেই বলিলেন "এখানে চারিজন ডিপুটি কলেক্টর থাকিবার কথা; পাঁচজন রহিয়াছেন, তুমি ষষ্ঠ হইলে; কাহারও বদলী হয় নাই—এত এজলাস কোথায় পাইব?" আমি বলিলাম "এক বৎসর রোগ ভোগ করিয়া আসিতেছি—এজলাসে বসিয়া বড় বড় মোকদ্দমা করিবার জন্য খুব ব্যগ্র নই (সাহেব মুচকি হাসিলেন) আমি ইংরাজী সেরাস্তায় থাকিয়া কোনরূপে কার্য্যে লাগিতে পারিব।" সাহেব একটু মিষ্ট হাসিয়া বলিলেন "আমরা এক্ষণে বেশ কাজ করিতে পারিব (আই সি উই উইল গেট অন ভেরী ওয়েল) আমিও তোমাকে অধিক খাটাইয়া পুনর্ব্বার রোগে ফেলিতে ব্যগ্র নহি।"

আফিসের বারান্দায় একটা টেবিল, চেয়ার এবং বেঞ্চ লইয়া কাজ করিতে লাগিলাম। এ সময়টা ইংরাজীর সমস্ত চিঠির মুসবিধা আমাকে দেখাইয়া সাহেবের নিকট যাইতে লাগিল; প্রত্যহ একটী বা দুইটী ছোট মোকদ্দমা (কোর্ট বাবুকে সাহেব

জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন কোন্‌গুলির সহজে নিষ্পত্তি হওয়া: সম্ভাবনা ) সোপর্দ্দ হইতে লাগিল। আমি সারিয়া উঠিতে পারিলাম ; ক্রমশঃ ডিপুটীদিগেরা বদলী হইয়া এজলাস এবং হাড়ভাঙ্গা খাটুনি অবশ্য আসিয়াছিল।

ঐ প্রথম অবস্থাতেই সার্টিফিকেট আফিস আমার হস্তে আইসে। টিকারীরাজ অত্যল্প পূর্ব্বে কোর্ট অব ওয়ার্ডের হস্তে আসিয়াছিল। তাহার একটি মোকদ্দমাতে টিকারীর রাণী রাজ-রূপ কুয়রের ( কুমারীর ) একটী হুকুম নামায় সহি দেখিয়া-ছিলাম—"লিখা সে জানব" ( = লেখার ধাঁজ হইতে জানিবে যে কাহার হস্ত লিপি )। রাজা নবাবদিগের নাম "নকিবে ফুকরাইবে"—তাঁহারা নিজের নাম নিজে বলিলে বা লিখিলে "ইজ্জতের" হানি হয়। বাদশাহেরা সমস্ত হস্তে কালি মাখিয়া পাঁচ আঙ্গুলের ছাপ দিতেন—উহাই বাদশাহী পাঞ্জা এখন যে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে ঐ পাঞ্জার ব্যবস্থা তাহার সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে !

বোল্টন সাহেব বাঙ্গালা জানিতেন ; আমার সহিত বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেন ; আমার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন এবং যখনই চুঁচুড়ায় যাইবার জন্য সরকারী ছুটীর অতিরিক্ত দু একদিন ছুটী চাহিতাম তাহা একটু আনন্দের সহিতই দিতেন। সরকারী কার্য্যের তিনি সাধারণতঃ কঠোর ভাবাপন্ন ছিলেন না এবং অনেকটা ন্যায়পরতাই দেখিতাম। কিন্তু টিকারী সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটী কার্য্য অনুমোদন করা যায় না।

টিকারীর রাণীর স্বামী বাবু অম্বিকা প্রসাদ বোল্টন সাহেবকে বলেন যে রাণী তাঁহাকে দরোয়ান দিয়া রাজ বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন (!) সেই সময়ে গবর্ণমেণ্ট বোর্ডে এবং কমিশনরের নিকট দরখাস্ত পড়ে যে টিকারীর সমস্ত কার্য্য বিশৃঙ্খল, রাণীর কার্য্য পরিচালনার শক্তি নাই, তাঁহার পছন্দের লোকেরা যাহার যত ইচ্ছা রাজ্যের আয় লুটিয়া খাইতেছে। বোল্টন সাহেব গবর্ণমেণ্ট প্লীডার বাবু ভূপসেন সিংহের সহিত টিকারী গেলেন। রাণী পর্দ্দার ভিতর হইতে কথাবার্ত্তা কহিলেন। সাহেব এবং ভূপসেন বাবু পতির প্রতি পত্নীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং বাবু অম্বিকা প্রসাদকে দরোয়ান দিয়া অবমাননা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দেওয়ার যথোচিত দোষ দিলেন। রাণী বলিলেন যে "বাবু ভূপসেন এবং সাহেব নিজে সুচরিত্র, বহু পরিশ্রমে উপার্জ্জন করিয়া সসম্মানে পত্নী পুত্রাদির পোষণ করিতেছেন এবং কাজেই সেই কৃতজ্ঞ পত্নীরা তাঁহাদের সমাদর করিতেছেন ; সুতরাং বেশ সুখে দিন কাটিতেছে। কিন্তু তাঁহার পতির নিজের পৈতৃক বা স্বোপার্জ্জিত ধন নাই। পত্নীর নিকট প্রাপ্ত ধনের অপব্যবহার করিয়া বেশ্যা আনাইয়া সেই পত্নীর পিতার বৈঠকখানা অপবিত্র এবং অন্নদাত্রী পত্নীকে তাহার পিতার পুরাতন কর্ম্মচারীদের সামনে অবমানিতা করিতেছেন।" সাহেব যে সব আমলাকে খারাপ উল্লেখে ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত বলিলেন। রাণী তাহাদের সম্বন্ধে বলিলেন যে উহারা তাঁহার পিতার লোক এবং তাঁহাকে মান্য করে বলিয়াই তাঁহার

পতি তাহাদের বিরোধী ; যে সকল লোককে রাখার জন্য তাঁহার পতি বলিতেছেন, তাহারাই চোর এবং কুজনের সহচর। কোনরূপ মিটমাট হইল না।

ইহার পর বোল্টন সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া রাণীকে পত্র লেখেন তাহাতে শিরোনামায় ছিল "মসম্মত (!!) রাজরূপ কুয়র—টিকারী।" রাণী ঐ পত্র না খুলিয়াই ফেরত দেন এবং লেখেন যে টিকারী গড়ে কোন "মসম্মত" বাস করে না, তাহার বহুপুরুষ রাজা মহারাজা আখ্যা পাইয়াছেন ; লোকে তাঁহাকেও রাণী বলে, যদি সেই উপাধি গভর্ণমেণ্ট দত্ত নহে বলিয়া ব্যবহার না করা হয়, তাহা হইলে, তাঁহার পিতাকে যখন "মহারাজা" পদটী গভর্ণমেণ্টই দিয়া ছিলেন, তখন তাঁহাকে মহারাজ কুমারী বলিয়া পত্র লিখিতে হইবে। ইহার পর টিকারী রাজ কোর্ট অব ওয়ার্ডে আইসে এবং বোর্ডের মেম্বর রোণাল্ডস সাহেবের সম্পর্কীয় একটি অনভিজ্ঞ যুবক ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ম্যানেজার সাহেবের মোটা মাহিনা গাড়ি ঘোড়া প্রভৃতি বেশ হইল। কিন্তু প্রথমটায় টিকারীর ধনাগার হইতে পুরাতন মোহর বিক্রয় করিয়াই সরকারী রাজস্ব দিতে হয়। নিজ বাসভূমে পরাধীন হইয়া থাকিতে না পারিয়া মহারাজ কুমারী পাটনায় গিয়া বাস করেন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পূর্ব্বে তাঁহাকে মহারাণী উপাধি দেওয়া হইয়া ছিল!

অল্পদিন পরেই বোল্টন সাহেবের গয়ার চাকরী শেষ হয় এবং পদোন্নতিও হইতে থাকে। ১৯৯৭ অব্দে আমি যখন

হাবড়ায় তৃতীয়বার প্রেরিত হই তখন বোলটন সাহেব চিফ সেক্রেটারি। আমি বৰ্দ্ধমানে বদলীর হুকুম পাইয়া চার্জ্জ দিলাম, তাহার পর কার্ডে পত্র লিখিয়া তাহার নিম্নে "ডেপুটী কলেক্টর হাওড়া—পূর্ব্বে গয়ায় আপনার অধীনে (২৩।১১।৯৭) কার্য্য করিয়াছিলাম।" কথাগুলি লিখিয়া তাঁহার আর্দ্দালিকে দিলে অবিলম্বেই দেখা করিলেন এবং কার্ড খানি দেখাইয়া বলিলেন "এত সব লিখিয়াছ কেন? তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে আমার পদোন্নতিতে আমার স্মৃতিশক্তির হানি হইয়াছে? (ডিড ইউ থিঙ্ক দ্যাট মাই এলিভেশন হ্যাজ ইমপেয়ার্ড মাই মেমরি)! তাহার পর বলিলেন তুমি বৰ্দ্ধমানে বদলীর সম্বন্ধে আপত্তি করিতে আসিয়াছ।" আমি বলিলাম "না, আমি বৰ্দ্ধমান যাইব বলিয়া হাবড়ার চার্জ্জ দিয়া তাহার পর আসিয়াছি।" বোলটন সাহেব একটু লজ্জিত ভাবে বলিলেন "পাল চৌধুরী ছয় মাসের ছুটী লইবার সময় স্বীকার করিয়াছিলাম যে, হাবড়াতেই ফিরিয়া আসিতে পাইবেন। তাই তোমাকে ছয় মাস পরেই সরাইতে হইল, তোমার পত্নীর ব্যারামের জন্য হাবড়া হইতে রোজ চুঁচুড়ায় যাইতেছ। তোমার ম্যাজিষ্ট্রেট ডিউক সাহেবের নিকট ইহা শুনিয়াছি; কিন্তু সেরূপ বৰ্দ্ধমান হইতেও প্রত্যহ যাতায়াত করিতে পারিবে। আমি বৰ্দ্ধমানের কালেক্টর ফিশারকে এ বিষয়ে মুখে বলিতে পারিব। শনিবার তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসিবেন।" বৰ্দ্ধমানে আমি ঐ সুবিধা পাইয়াছিলাম।

# শ্রীমান্ কড়ি, ঘুণ্টি ও গৌরাঙ্গ

## ১। শ্রীমান্ কড়ি।

শ্রীমান্ কড়ির বয়স সাড়ে পাঁচ বৎসর। তাহার আসল নাম অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহার চক্ষু বড় সুন্দর। উহার ছোটমামা বলিয়াছে, উহার চোখ কড়ির মতন। সেই হইতেই আমরা তাহার ডাক নাম কড়ি রাখিয়াছি। কিন্তু কড়ি নিজের নামের ব্যাখায় বলিয়াছে "কড়ি ছোট্ট জিনিষ কিনা। আমার দিকে কেউ দেখচে না, তাই দাদু আমার এই নাম রেখেছেন। (নিশ্চয় সে কাহাবও মুখে একথা শুনিয়া থাকিবে।) শ্রীমান অম্বুজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাহার বড় ভাই—আঠার বৎসরের বড়। কড়ির বিশ্বাস এক বাড়ীতে একজন মাত্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা মুখোপাধ্যায় হয়। সে নিজের নাম বলে 'অশোকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'। কিন্তু তাহার পিতার, পিতামহের বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে 'বন্দ্যোপাধ্যায়' যোগ করে না। সেইরূপ তাহার মাতামহের নামে 'মুখোপাধ্যায়' যোগ করে, কিন্তু সে বাড়ীর আর কাহারও নামে 'মুখোপাধ্যায়' বলে না। উহার একটী মাসতুত ভাই, তাহার চারি বৎসর বয়সের সময় নাম জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যায়।"

শ্রীমান্ কড়ির মুটিয়া ( বেহারে খদ্দরকে মুটিয়া বলে )

কাপড় পরার উপড় বড় ঝোঁক। একদিন সে তাহার দাদাকে বলিয়াছিল "আমার জন্য বাজার হইতে মুটিয়া কাপড় আনিতে হইবে, না আনিলে বাড়ী ঢুকিতে দিব না।" তাহার দাদা বাজার হইতে যে কাপড় আনিয়া দিল তাহা তখনই হলুদে ছোপাইয়া পরিল। তাহার মা মোটা কাপড় পরিতে কষ্ট হইতেছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দিল, "না, আমার খুব আহ্লাদ হচ্ছে। গান্ধী মহারাজের হুকুম যে।" হরতালের দিনে কোন গৃহস্থ বাড়ীতে মজুরণী কাজ করিতে যায় নাই। পরদিন তাহাকে অনুযোগ করায় সে বলিয়াছিল "ক্যা, গান্ধী মহারাজকে হুকুম না মানে?" শ্রীমান্ কড়িও বোধ হয় সেইরূপ কিছু শুনিয়াছিল। শ্রীমান্ কড়ি তাহার মাকে বলিয়াছিল,— "আমার সব জামা কাপড় মুটিয়ার করাইয়া দিও। আর সবেতেই আঁমার নাম লিখে দিও।"

শ্রীমান্ কড়ি খেলিবার পুতুলগুলির শ্রীরামচন্দ্র, সীতা, সরমা, রাবণ, লব, কুশ প্রভৃতি নাম রাখিয়াছে। রামচন্দ্র লব কুশের মুটিয়ার ইজের করাইয়া দিয়াছেন বলিয়া খেলা করে। আমি শুনিয়া ইহার মধ্যে একটু ঐতিহাসিক গবেষণা দেখিতে পাই। পূর্ব্বোক্ত 'শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় হ্যায়' বলিল, "তখন মিলের কাপড় বা বিলাতী কাপড় ছিল না। খদ্দর বা মুটিয়া যে নামই দেওয়া যাক্ না কেন, শুধু তাহাই প্রস্তুত হইত।"

শ্রীমান্ কড়ি তাহার মাকে বলিয়াছিল, 'গান্ধী মহারাজের

সঙ্গে যখন দেখা করিতে যাইব, তখন এই কাপড়টী পরিয়া যাইব। আর একটী মুটিয়ার জামা পরাইয়া দিও। আর খালি পায়ে ত যাবো। আচ্ছা মা, ভাল লোকেদের কাছে কেন খালি পায়ে যেতে হয়?"

একদিন বাড়ীতে দুইটী সন্দেশ ছিল। জল খাবারের সঙ্গে তাহাকে একটী দেওয়া হয় এবং অপরটী তাহার প্রপিতামহীর জন্য রাখা হয়; কড়ির দাদাকে সন্দেশ দেওয়া হয় নাই দেখিয়া কড়ি তাহার ঠাকুরমাকে বলে যে "দাদাকে সন্দেশ দিলে না কেন?" তিনি বলেন "আর সন্দেশ নাই।"

"ঐ তো রহিয়াছে।"

"ওটি মার জন্য রাখিয়াছি—"

কড়ি বলিল "তোমার মাকে আর দিও না গুড় দিও, আমার দাদাকে দাও, দাদা খাবে না?"

ঠাকুরমা বলেন "বেশতো তোমারটীই দাও না কেন?"

তখন ক্ষুদ্র কড়ি নিজের থালা হইতে সন্দেশটী তুলিয়া দাদার থালায় দিয়ে বলিল, "আমি দাদাকে দিতে পারি।"

কড়ির বড় হইবার বড় সাধ। রোজই ভাত খাইয়া উঠিয়া বলে "ঝাল ঝাল তরকারী খেয়ে কি রকম বড় হচ্ছি দেখনা, একদিন আকাশে ঠক্ করে মাথা ঠেকে যাবে।"

যখন তাহার চার বৎসর বয়স তখন একদিন একটী ভাঙ্গা শিশির ছিপি কুড়াইয়া লইয়া উহারই উদ্দেশে বলিতেছিল "ছিপি বলতোরে আমি ক'বছর হলুম?" উহার দিদি নিকটেই ছিল,

হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "ছিপি কি বল্লে ?" উত্তর হইল "সাত বছরের।" কড়ির একটী অদ্ভুত বিশ্বাস আছে, সে বলে "আমি যখন বড় হবো, দিদি, ঘুণ্টিদাদা তখন ছোট হয়ে যাবে, আমায় তখন দাদা বলে ডাকবে তো ?" তাহার দাদার পুরাতন জামা কখন কখন কাটিয়া তাহার জন্য ছোট জামা প্রস্তুত হয় দেখিয়া, সে তাহার নিজের পরিত্যক্ত জামাগুলি মাকে দিয়া বলে যে "দিদির জন্য কেটে কেটে বড় করিয়া দিও।"

কড়ির দাদার বিবাহের সময় তাহাদের পিতৃ ও মাতৃ কুল হইতে অনেক আত্মীয় বন্ধু মজঃফরপুরে আসিয়াছিলেন কিন্তু কড়ির মাতামহ এবং মাতামহীর যাওয়া ঘটে নাই। কড়ি ইহাতে বড়ই দুঃখিত হইয়া ক্রমাগত জিজ্ঞাসা করিতে থাকে "সব্বাই আসছে আমার দাদু দিদিমা কেন এলেন না ?" একদিন দেখা গেল তাহার মাতামহ ও মাতামহীর ফটোগ্রাফের কাছে একাকী দাঁড়াইয়া কড়ি বলিতেছে "দাদু ! অ দাদু ! সব্বাই আসছে শুধু তোমরা আসছো না ? শীগ্‌গির করে দিদিমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এখানে এস।"

আর একদিন সতরঞ্চি পাতিয়া তাকিয়া ও পাখা রাখিয়া ডাকিতেছিল "অ দাদু ! তুমি বসবে এস।"

সে যেন আমার সমান বয়সী বলিয়া মনে করে। আমার সঙ্গে স্নান করে আমার মতন চামচে করিয়া ভাত খায়, একসঙ্গে বেড়াইতে যায়। শ্রীযুক্ত নিস্তারণ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আমার অসির বাড়ীর কাছে বাসা লইয়াছিলেন। আমার সঙ্গে গিয়া কড়ি

তাঁহাকে ডাকিত "নিত্তাত্তন বাবু আস্থন।"—তিনিও আমাদের বাড়ী আসিয়া ডাকিতেন "নিত্তাত্তন বাবু এসেছেন।"

একদিন 'নিত্তাত্তন' বাবুকে প্রশ্ন করা হইতেছিল "আচ্ছা মহাদেবকে কি বলে প্রণাম করতে হয় বলুনতো" উত্তর হইল "নমঃ শিবায়।" "হ্যাঁ, ঠিক হয়েছে। আচ্ছা 'গলায় গজমতি মুক্তার হার' তারপর কি বলুন তো?" "নিত্তাত্তন" বাবু ইহা জানেন না বলিয়া প্রকাশ করিলে কড়ি উচ্চ হাস্যে আনন্দে জড়াইয়া আমায় বলিল "নিত্তাত্তন বাবু এখনও ওসব শেখেন নি।"

তাহার বিশ্বাস ছিল নিস্তারণ বাবু কিছুই লেখাপড়া জানেন না, ছেলেমানুষ। বড়র তুলনা দিতে হইলে বলিত, দাদু দাদি আর নাগমশাই [ নাগ-মশায় অর্থাৎ বন্ধুবর রেবতী চরণ নাগ উহার কাছে ঐ আখ্যা পাইয়াছিলেন। ] "নিত্তাত্তন বাবু" তো পড়তে শেখেন নি, তবে কি করে বড় ছেলে হলেন?" এই তাহার সজোর আপত্তি।

কড়ির অনুপস্থিতিতেও এবার নিস্তারণ বাবু আসিয়া নিজের কড়ি দত্ত "নিত্তাত্তন বাবু" নামটীকেই সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া ছিলেন।

আজকাল কড়ি একটু একটু লেখা-পড়া তাহার দাদির কাছে করিতেছে, ইংরাজী শিখিতে ঘোর অসম্মত। বলে "ওরা আমাদের দেশে এসেছে ওদের ছেলেরাই কেন আমাদের দেশের বই পড়তে শিখবে না, আর আমরা ওদের দেশে যাইনি কিছুনা,

শুধু শুধু ওদের বই টই পড়বো, সে কক্ষণো হবে না, আমি সে রকম পড়বোই না।”

## ২। শ্রীমান্ ঘুণ্টি।

আমার অনেকগুলি স্বনামধন্য গণ্য মান্য স্বদেশী বিদেশী ‘দেখা লোকে’র কথা এতদিন ধরিয়া লিখিয়া আসিলাম, এবং আরও কয়েকজনের কথা লিখিবার কল্পনাও মনের মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল বড় বড় দেখা লোকের ফাঁকে কয়েকটী ছোট খাট দেখা লোকের কথা যদিই আমি বলিতে বসি, তাহাতে আমার পাঠকগণ আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন কি? আমার কিন্তু তাহা মনে হয় না। কারণ বড় লোকের বড় কথা ত সবাই বলিতে ভালবাসে, আর সকলেই তাহা শুনিতে পাইয়া থাকেন। বড় বড় গাছের তলায় তলায় আমরা যে সব কচি চারাগাছ গুলিকে দেখিতে পাই, তাহাদের দূর হইতে দেখা যায় না বটে, কিন্তু চোখে পড়িলে চোখ যে জুড়াইয়া যায় তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকা সম্ভবে না।

শ্রীমান্ কড়ির কথা কিছুকিছু লিখিয়াছি আর তাহার অনেক কথাই লিখিবার মত আছে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে লেখা গেল না। এখন আমার দুইটী পৌত্র, একটী আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺গণদেবের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ ঘুণ্টি (ভৃগুদেব) এবং আর একটী শ্রীমান্ গৌর শ্রীমান্ ভবদেবের পুত্র—এই দুইটী দেখা লোকের কথাই বলিব।

ঘুণ্টিকে তাহার বাপ আঠার মাস বয়সের সময় ছাড়িয়া গিয়াছিল। পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়ার এক টুকরা পাথরটুকুর মত সেই শালতরুবৎ দীর্ঘায়ত সুন্দরমূর্ত্তি যুবক পুত্রের পরিবর্ত্তে এতটুকু একটু ক্ষুদ্র শিশুকেই শূন্য বক্ষে তুলিয়া লইতে হইল। উহার বাপ যখন এম্‌নি ছোট্টটী ছিল "গনটা" বা "ঘণ্টা" বলিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে আমি আদর করিতাম। সেজন্য এই ক্ষুদ্র অবশেষটুকুকে "ঘুণ্টি" বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলাম।

ছেলেটী রুগ্ন হইয়া পড়িল। সর্ব্বদাই যেন হারাই হারাই ভয় হয়। বড় দুঃখে কখন কখন হাসিও আসে। অত বড় পর্ব্বতের চূড়াই আমার খসিয়া পড়িল, কি করিতে পারিলাম? তাই আবার এই উই ঢিপিটীকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিব! যিনি কর্ম্মফলদাতা তাঁহার উপরই সমস্ত কর্ম্মফল ভার অর্পণ করিয়া যতটুকু নিজেদের সাধ্যায়ত্ত সেই মতই শিশুর জন্য যত্ন ও চেষ্টা সপরিবারে সাবহিত হইয়া করিতে সচেষ্ট হওয়া গেল।

শিশুটী অনেকগুলি কঠিন রোগ হইতে মুক্তি পাইয়া উঠিতে লাগিল। উহার বাপকেও এই মত অনেক দুরারোগ্য বাল্য রোগ হইতে বহু আয়াসে নিরাময় করিয়া তুলিতে পারা গিয়াছিল। কিন্তু যে দিন যাইবার কি অকস্মাৎই সে আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ঘুণ্টির মনটী সকলের প্রতি গভীর ভালবাসায় ভরা। তাহার 'ঠাম্‌মার' কাছে সর্ব্বদাই থাকে; কিন্তু অতটুকু ছেলে কি সাবধানী! অসুস্থ ঠাকুরমাকে কখন একটু বিব্রত করে না বা

অসাবধানে কোথাও লাগাইয়া ফেলে না। তাহার ঠাকুরমাকে খাইবার জন্য ডাকে—"লুচি খাবে? সুজি খাবে? তকি (তরকারি) খাবে? নাপ্‌তে ভিয়া! আক্কি খাবে?"

শৃগালের গল্প শুনিয়া "নাপ্‌তে ভাইয়া" ডাকটী পছন্দ হইয়াছিল, সেজন্য সেটি তাহার 'ঠাম্‌মা'র ডাক নাম হইয়াছে।

বর্ণ পরিচয়ের অ'য়ে অজগর আস্‌ছে তেড়ে এটি সম্পূর্ণ মুখস্থ। "আমটি আমি খাব, কেলে" বলিয়াই প্রকাণ্ড একটি হাঁ করিবে, "উট চলেচে মুখটি তুলে"র অনুকরণ করিয়া দেখায়। "ঋষি মহাশয়ের পূজা" এবং "ঌকারের ডিগবাজী"রও অনুকরণ করিয়া থাকে। কিণ্ডারগার্ডেন প্রণালীটা ভাল রকম শেখা আছে।

"কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটির" ব্যবহাবটীকে সে আবার আরও একটু খানি অদ্ভুত ভাবে খাটাইয়া বসিয়াছে। তাহার কাকা শ্রীমান কুমারদেবের "কাকাতুয়া" শব্দের সহিত মিল থাকা প্রযুক্ত সে "কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি" বলিয়াই ডাকা আরম্ভ করিয়া এখন সংক্ষেপে শুধু "মাথায় ঝুঁটি" বলিয়াই ডাক নাম সাব্যস্ত করিয়াছে। একদিন একটী ভদ্রলোক আসিয়া আমার খোঁজ করিলে উত্তর দেয় "দাদু ত বাড়ি নেই, মাথায় ঝুঁটি আছে।"

"মাথায় ঝুঁটি" নাম শুনিয়া ভদ্রলোকটী বিস্মিত হইয়া উহাকে ডাকিতে আদেশ করেন ও পরে "মাথায় ঝুঁটি"কে দেখিয়া ও নামের ব্যাখ্যা শুনিয়া অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিয়াছিলেন।

আমি বেড়াইয়া ফিরিলে প্রায়ই আমাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইত।

"দাদু ! আজ কোথায় বেড়াইতে গিয়েছিলেন ?"

"দশাশ্বমেধে।"

"দশাশ্বমেধ কি বল্লেন ?"

ঘুণ্টির বিশ্বাস 'রঘুবাবু' 'অন্নদাবাবু' প্রভৃতির ন্যায় দশাশ্বমেধও একজন মানুষ।

ঘুণ্টির 'ছোটকাকুর' ( শ্রীমান ভাস্কর দেব ) একদিন হঠাৎ প্রবল জ্বর হয়। বাড়ীর লোকে সকলেই একটু ভয় পাইয়া তখনই নগেন্দ্র মজুমদার ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনে। দুই বৎসরের শিশু ঘুণ্টি তাহার ছোটকাকুর মাথার কাছে বসিয়া কপালের উপর হাত রাখিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির হইয়া থাকিল। তাহার পর বলিল "ভগবান ছোটকাকুকে শীঘ্র ভাল করে দেবেন।" —সেই দিনই জ্বর ছাড়িয়া গেল। অনেক বিষয়েই এই ক্ষুদ্রশিশুর এইরূপ একাগ্রতা ও দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়াছি। দীর্ঘ জীবন এবং নিরাময় দেহ লাভার্থে শৈশবাবস্থা হইতেই স্থির সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া অল্পে অল্পে প্রাণায়াম অভ্যাস করাইতে পারিলে ভাল হয় ; কিন্তু ঐ শিক্ষা দিতে সময় লাগিবে, এইরূপ কথাবার্ত্তা শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের সহিত হয়। ঘুণ্টিকে ডাকিয়া একখানি কোমল আসনের উপর "যোগাসনে" বসাইয়া প্রাণায়ামের পদ্ধতি একটু বলিয়া দিতেই সে একেবারে ধ্যানী বুদ্ধের মত স্থির হইয়া গেল

এবং প্রায় দশ মিনিট কাল এই অবস্থায় থাকিল। চূড়ামণি মহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন 'শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্টোঽভি জায়তে।' গীতার এই বাক্য প্রত্যক্ষ দেখুন! ছেলেটী জন্মান্তরে উচ্চ শ্রেণীর সাধক ছিল।"

ঘুণ্টির বিবাহের সখ বড়ই প্রবল। রাস্তা দিয়া বরের শোভাযাত্রা দেখিলেই তাহার নিজের বিবাহের জন্য মন উতলা হয়। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু "ঠান্মা"র কাছে আসিয়া বলে, "অ ঠান্মা! আমি কখন বিয়ে করিতে যাব, বলো না?"

ঘুণ্টির ঠাকুরমা বলিলেন "যাবি বৈকি, তা তুই কিসে করে বিয়ে করতে যাবি বল্ দেখি?" এই প্রশ্ন যখনই হইবে তখনই সে উত্তর দিবে "আমি উটে করে বিয়ে কবতে যাব।" "উটে করে কেন রে? হাতি ঘোড়া করেই ত বরেরা যায়!"

ঘুণ্টি বলিবে "তা যাগ্‌গে উট কেমন লম্বা, খুব সুন্দর। আমি উটে চড়েই যাব।" "তোর বউকে কিসে করে আনবি বল্‌ত?" "কেন বউকে বাঁশে করে বেঁধে নিয়ে 'রাম নাম সত্য হ্যায়', 'রাম নাম সত্য হ্যায়'—বল্‌তে বল্‌তে আনা হবে। চারজন লোকে পারবে না, আটজন লোক চাই।"

বউ আনার এই অপূর্ব্ব ব্যবস্থায় সকলেই ছেলেকে ধমক দিল, বলা হইল, "এমন করে কি কখন কেউ বউ আনে, ছিঃ!" ঘুণ্টি জবাব দিল "ছি, কেন? আমি ত দেখেছি রাস্তা দিয়ে ওই রকম 'রাম নাম সত্য হ্যায়' করে নিয়ে যায়। তা হলে আমি কেন নিয়ে যাব না?" সে বউ নয়, এ কথা ঘুণ্টিকে বুঝান

গেল না। সে দৃঢ় করিয়া ঘাড় নাড়িল, বলিল "তোমরা জানো না, তারা নিশ্চয় বউ, না হলে মুখে কেন তাদের ঢাকা দেওয়া থাকে?"

মার সঙ্গে ঘুণ্টির ভারি খুনসুটী চলে। একদিন মার উপর রাগ করিয়া আসিয়া এই বলিয়া সে আমার কাছে নালিশ করিল "দাদু! আমার মা বোধ হয় নিশ্চয় ঝপা।" "ঝপা" সে অসিধামের বানরগুলাকে বলিত। ঝপ্ করিয়া পড়িয়া খাবার কাড়িয়া লয়, না কি মিল পাইয়া এই নামকরণ করিয়া লইয়াছিল সে তত্ত্ব তাহারই মনের মধ্যে নিহিত ছিল। আর "বোধ হয়—নিশ্চয়" কথাটীকে সে একসঙ্গেই ব্যবহার করিত। কোন নূতন শব্দ শিখিলে তাহার প্রয়োগকে যত্র তত্রই করিয়া থাকে।

সে দিন সন্ধ্যার পর বেড়াইয়া আসিয়া দেখি, মহাস্ফুর্ত্তির সহিত নৃত্য করিতে করিতে বলিতেছে "গেরস্থদের 'ন্যাং' বেঁধেছে, ন্যাং ন্যাং ন্যাং।" আমায় দেখিয়া ছুটিয়া আসিয়া বলিল "দাদু, কুকুরের স্ত্যাংয়ের (ঠ্যাংয়ের) গল্প শিখেছি!"

গঙ্গাস্তব প্রায় সমস্তটাই আড়াই বছর বয়সের সময় মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে।

আমার গণির মনটী দেবতা ব্রাহ্মণে ও গুরুজনের প্রতি কি ভক্তি প্রীতিতে পরিপূর্ণই ছিল! তাহার এই একমাত্র অবশেষ তাহার একমাত্র সন্তান কি তাহার এই সব সদ্‌গুণগুলি লাভ করিতে পারিবে? *

* এই প্রবন্ধটী অসমাপ্ত রাহিয়া গিয়াছে।

## ৩। শ্রীমান্ গৌরাঙ্গ।

শ্রীমান্ গৌরাঙ্গও আমার আর একটী পৌত্র। এটী আমাদের বড়ই অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সেও সে খবর বিশেষ ভাবে জানে। কারণ সে তাহার ঠাকুরমাকে "বন্ধু" বলিয়াই ডাকে। আবার শুধু ডাকিয়াই নিশ্চিন্ত নয়; অন্যের নিকটেও তাঁহার সম্বন্ধে উল্লেখ করিতে হইলে আমার বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করে। পাছে তাহার "বন্ধু" তাহার নিকট হইতে চলিয়া যান এই ভয়ে ঘুমাইবার সময় কাপড়ের সঙ্গে গ্রন্থি বাঁধিয়া রাখে, পা দিয়া পা জড়াইয়া শোয়। কখনও বা বলে "কাঁচি দিয়ে খুব আস্তে আস্তে "বন্ধুর" পা দুটী কেটে দোব, তা হলে আর ত কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু একটুও লাগতে দোব না, দক্ত (রক্ত) পালাবো না, চুপি চুপি কেটে দোব।"

বাড়ীতে কোন জিনিষ আসিলে বা বাগানে কোন ফল তরকারি জন্মিলেই "বন্ধুকে" পাঠাইবার জন্য গৌর মহা হাঙ্গামা বাধায় [ সে বিষয়ে গৌরের দিদিটীও বড় কম নয়। ] গৌরের মনটী বড়ই কোমল ও ভালবাসায় ভরা। একদিন তাহার বাপের মোটরে একটী লোক আহত হইয়াছিল (সাঙ্ঘাতিক আঘাত নহে); সেই দৃশ্য চোখে দেখিয়া শিশু এমনই আতঙ্কিত হইয়া উঠে যে বহুদিন ধরিয়া আর কেহ তাহাকে মোটরে চড়াইতে পারে নাই এবং ঐ আকস্মিক মানসিক আঘাতের ফলে গৌরের স্বাস্থ্য একেবারেই নষ্ট হইয়া যায়। কিছু দিনের জন্য হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্ব্বলতা আসিয়া পড়ে।

বাড়ীর বাগানের পুষ্করিণীতে একটা বক মাছ ধরিয়া খাইত। গৌরের পিতা বকটাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলে গৌর দুইদিন ধরিয়া ক্রমাগত কাঁদিয়াছিল ও পিতাকে শাসাইয়াছিল "ও তোমার কি করেছিল যে তুমি ওকে মেরে ফেল্লে? তোমায় পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে। শীগ্‌গির ওকে বাঁচিয়ে দাও।"

বাঁচাইতে পারা যায় না শুনিয়া অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "বাঁচাতে পারো না আর মারতে পার! তোমার খুব দোষ হয়েছে; আর কখন তুমি কারুকে মারতে পাবে না।"

---

সমাপ্ত।